চিরবিশ্বস্ত
চিরনূতন
শ্যাম সুন্দর কোং
জুয়েলার্স
আগরতলা • খোয়াই • উদয়পুর
ধর্মনগর • কলকাতা

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৬ তম বছর

নিশ্চিন্তের প্রতীক
Sister Masala
গুঁড়া মশলা
অল্পতেই যথেষ্ট
সিষ্টার
স্বাদ ও গুনমানে প্রতি ঘরে ঘরে

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 23 May, 2020 ■ আগরতলা, ২৩ মে ২০২০ ইং ■ ৯ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৭বঙ্গাব্দ, শনিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

বাংলাকে ১০০০ কোটি টাকা বিশেষ আর্থিক সহায়তার ঘোষণা প্রধানমন্ত্রীর

কলকাতা, ২২ মে (হি. স.)।। আমফান-র দানবীয় তান্ডবলীলা আকাশপথে পর্যবেক্ষন শেষে বৈঠক থেকে বেরিয়েই এক মুহূর্ত দেরি না করে পশ্চিমবঙ্গ-কে ১০০০ কোটি টাকার বিশেষ সহায়তা-র ঘোষণা দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। গতকাল তিনি ঘোষণা দিয়েছিলেন, পশ্চিমবঙ্গে ঘূর্ণিঝড়ে ক্ষতিগ্রস্থ এলাকাগুলিকে পুনরুজ্জীবিত করতে কেন্দ্রীয় সরকার সবরকম সহায়তা দেবে। আজ সেই প্রতিশ্রুতির বাস্তবায়ন প্রত্যক্ষ করলেন পশ্চিমবঙ্গবাসী। সাথে প্রধানমন্ত্রী এদিন বুঝিয়ে দিলেন, কেন্দ্রীয় সরকারের পরিচালনায় দুর্যোগ মোকাবিলায় গোটা দেশ এক ও অভিন্ন।

পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীর আবেদনে সাড়া দিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ঝূর্ণিঝড় প্রভাবিত এলাকা পরিদর্শনে আসেন। সকাল ১১টায় দমদম বিমানবন্দরে বিশেষ বিমানে প্রধানমন্ত্রী পৌছানোর পর মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দোপাধ্যায় এবং রাজ্যপাল জগদীপ ধনকর তাঁকে স্বাগত জানান। প্রধানমন্ত্রীর সাথে কেন্দ্রীয় পরিবেশ রাষ্ট্র মন্ত্রী বাবুল সুপ্রিয়, মহিলা এবং শিশু কল্যাণ রাষ্ট্র মন্ত্রী দেবশ্রী চৌধুরী, ধর্মেন্দ্র প্রধান এবং প্রতাপ সারেঙ্গী এসেছেন। বিমানবন্দরে সাক্ষাৎপর্ব শেষে তাঁরা সকলে হেলিকপ্টারে ঝূর্ণিঝড়ে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা পরিদর্শনে রওয়ানা দেন।

আমফানের তাণ্ডবে পশ্চিমবঙ্গে মৃত্যু বেড়ে ৮৬

এদিন কলকাতায় পৌছে একটি হেলিকপ্টারে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দোপাধ্যায় এবং রাজ্যপাল জগদীপ ধনকর ও অন্য আরেকটি হেলিকপ্টারে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিগণ প্রথমে উত্তর ২৪ পরগনা যান। সেখানে ঘূর্ণিঝড় প্রভাবিত এলাকা ঘুরে দেখেন। গোসাবা, বসিরহাট, বনগাঁ পরিদর্শন করে তাঁরা চলে যান দক্ষিণ ২৪ পরগনা। সেখানে সুন্দরবন, মিনাখাঁ সহ সমুদ্র উপকূলীয় ক্ষেত্রে আকাশপথে পরিদর্শন করেন। হেলিকপ্টারে বসেই মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দোপাধ্যায় প্রধানমন্ত্রী-কে পরিস্থিতি সম্পর্কে অবগত করেন। ৪৮ ঘন্টা অতিক্রান্ত হওয়া সত্ত্বেও ওই এলাকাগুলিতে এখনো জল জমে রয়েছে, বিষয়টি ব্যাখ্যা করেন মুখ্যমন্ত্রী। সাথে বলেন, রাস্তায় গাছ ভেঙে পরে রয়েছে, এমনকি বিদ্যুতের খুঁটি, তারও ছিড়ে পরে রয়েছে। যা পরিস্থিতিকে আরও জটিল করে তুলেছে।

মুখ্যমন্ত্রী এদিন প্রধানমন্ত্রী-কে জানিয়েছেন, যোগাযোগ ব্যবস্থা সম্পূর্ণ ভেঙে পড়েছে, তাই বিদ্যুতের সমস্যা সমাধান করা যাচ্ছে না। তেমনি, বিদ্যুৎছিন্ন হয়ে যাওয়ায় পানীয় জলের সংকট দেখা দিয়েছে। তাতে, মানুষ ভীষণ সমস্যায় পড়েছেন। মুখ্যমন্ত্রী জানান, এনডিআরএফ-র ২৩টি দল এবং রাজ্য প্রশাসনের দল মাইল ঘূর্ণিঝড় ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় মানুষের জন্য ত্রাণ সামগ্রী পৌছে দিচ্ছে। পাশাপাশি, সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় উদ্ধার কার্য চলছে।

এদিন আকাশপথে পর্যবেক্ষণ শেষে হেলিকপ্টারে তাঁরা বসিরহাট কলেজ ময়দানে অবতরণ করেন এবং সেখানেই প্রধানমন্ত্রী প্রশাসনিক বৈঠক করেন। বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বলেন, আমফান ঘূর্ণিঝড় -এ ক্ষতিগ্রস্ত পশ্চিমবাসীর জন্য ১০০০ কোটি টাকার বিশেষ সহায়তা দেবে কেন্দ্রীয় সরকার। সাথে তিনি যোগ করেন, কাল বিলম্ব দেরি না করে জরুরি ভিত্তিতে ওই আর্থিক সহায়তা রাজ্যের কাছে পৌছে দেওয়া হবে। তাঁর ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

করোনা ঃ প্রধানমন্ত্রীর ঘোষিত বিশেষ প্যাকেজে ৪,৮০২.৮৮ কোটি টাকা পাওয়ার সম্ভাবনা রাজ্যের, জানালেন মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ মে।। করোনা পরবর্তী পরিস্থিতি মোকাবিলায় উদারহস্ত প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তাতে ত্রিপুরার প্রাপ্তি সবিস্তারে বোঝালেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। তাঁর কথায়, সকল স্তরের জন্যই ভেবেছেন প্রধানমন্ত্রী। গ্রাম, গরিব, কৃষক, শ্রমিক, সকল অংশের মানুষ উপকৃত হবেন এতে। ঋণ নিয়ে যুব সম্প্রদায় স্বনির্ভর হতে পারবেন।

মুখ্যমন্ত্রীর দাবি, ত্রিপুরা ৪,৮০২ কোটি ৮৮ লক্ষ টাকা সহায়তা পাবে বলে অনুমান করা হচ্ছে। করোনা-র প্রকোপে দেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় মারাত্মক প্রভাব পড়েছে। স্বাভাবিকভাবেই অর্থনীতির প্রাণ ফেরানোর প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে। সেই দিশায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ২০ লক্ষ কোটি টাকার বিশেষ প্যাকেজের ঘোষণা করেছেন। অবশ্য এই ঘোষণায় আশ্বস্ত হতে পারছেন না অনেকেই। বাস্তবে এই প্যাকেজের প্রতিফলন কীভাবে হবে বলে বিরোধীরা, এমন-কি বিভিন্ন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীও প্রশ্ন তুলেছেন। তারই জবাব দিতে এগিয়ে এলেন ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব।

শুক্রবার মহাকরণে সাংবাদিক সম্মেলনে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব এবং উপমুখ্যমন্ত্রী যীষ্ণু দেববর্মা। ছবি নিজস্ব।

শুক্রবার বিপ্লব কুমার দেব, বিদ্রূপ করে বলেন, কিছু রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী প্রশ্ন তুলেছেন প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণা থেকে তাঁরা কিছুই পাননি। কিন্তু ত্রিপুরা ৪, ৮০২ কোটি ৮৮ লক্ষ টাকা পাবে বলে অনুমান করা হচ্ছে। তাঁর দাবি, বিভিন্ন স্কিমের অধীনে ওই অর্থ আমাদের কাছে পৌঁছোবে। এ-ক্ষেত্রে কিছু অর্থ সরাসরি রাজ্য সরকারের কোষাগারে ঢুকবে। বাকি সরাসরি সুবিধাভোগীর কাছে যাবে। ফলে, সমস্ত স্কিম সম্পর্কে সঠিকভাবে অবগত না হলে, কেন্দ্রের সহায়তার সত্যিকারের উপকার মিলবে না। মুখ্যমন্ত্রী জানান, ইপিএফ, রেগা, কৃষি, প্রাণী কল্যাণ, মৎস্য, জৈব চাষ, মৌমাছি পালন, শিল্প পরিকাঠামো উন্নয়ন, খাদ্য সামগ্রী উৎপাদন ক্ষেত্রে সহায়তা প্রদান করবে কেন্দ্রীয় সরকার।

শুধু তা-ই নয়, লঘু, ক্ষুদ্র এবং মধ্যম শিল্পে বিনা শর্তে ঋণ প্রদান এবং রাজ্যের ঋণ নেওয়ার পরিধি বাড়িয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার। তাঁর দাবি, আগামী দিনে ত্রিপুরা কেন্দ্রের সহায়তার সুযোগ নিয়ে উপকৃত হবে।

পৃথক স্থানে দুই জওয়ানের ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার, চাঞ্চল্য

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা/ চড়িলাম, ২২ মে।। বিএসএফ জওয়ানের ফাঁসিতে ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে। শুক্রবার ভোর রাতে দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলায় সাব্রুমের শ্রীনগরে ক্যাম্পের ভেতরেই সেন্ট্রি ঘরের সামনে বিএসএফ জওয়ান বীরবল যাদব (৪৬)-এর মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে। গতকাল রাত ১১টা থেকে তিনি নিখোঁজ ছিলেন।

শ্রীনগরে বিএসএফ-এর ৩১ নম্বর ব্যাটালিয়নে কর্মরত ছিলেন বীরবল যাদব। বিএসএফ সূত্রের খবর, কয়েকদিন ধরে তিনি পারিবারিক সমস্যা নিয়ে চিন্তিত ছিলেন। তিনি রাজস্থানের বাসিন্দা। দীর্ঘদিন ধরে বিএসএফ ৩১ নম্বর ব্যাটালিয়নে কর্মরত ছিলেন। আজ ভোর রাতে তাঁর ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে। ওই সময় তিনি উর্দি পরা ছিলেন।

সহকর্মীরা মৃতদেহ দেখতে পেয়ে শ্রীনগর পুলিশ ফাঁড়িতে খবর দেন। পুলিশ গিয়ে মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য জিবি হাসপাতালে পাঠিয়েছে। তাঁর মৃতদেহ বর্তমানে জিবি হাসপাতালের মর্গে রয়েছে। আইনি প্রক্রিয়া সেরে তাঁর মৃতদেহ রাজস্থানের পাঠানোর ব্যবস্থা করা হবে। জম্পুইজলা মহকুমার বিশ্রামগঞ্জ থানার অন্তর্গত ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

শুক্রবার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে সাথে নিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন আমফান আক্রান্ত এলাকা ঘুরে দেখেন হেলিকপ্টারে করে। ছবি-পিআইবি।

বাড়িতে একান্তবাস ভঙ্গকারীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেবে সরকার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ মে।। কোভিড-১৯ মোকাবিলায় আগামী ২ মাস ত্রিপুরার জন্য অগ্নিপরীক্ষা। যে কোনওভাবেই রাজ্যের জনগণ নিজেদের সচেতনতার পরিচয় দিয়ে ওই পরীক্ষায় সফলভাবে উত্তীর্ণ হতে হবে। তাই, ত্রিপুরার বাইরে থেকে আসা প্রত্যেক নাগরিক ও তাদের পরিবারকে ১৪ দিনের জন্য বাড়িতে একান্তবাসে থাকা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। এক্ষেত্রে নিয়ম ভঙ্গকারীদের বিরুদ্ধে সরকার কঠোর ব্যবস্থা নেবে সরকারি প্রশাসন। আজ শুক্রবার সচিবালয়ে সাংবাদিক সম্মেলনে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব এভাবেই সতর্ক করেছেন।

তিনি বলেন, ত্রিপুরা সরকার রাজ্যস্তর থেকে ব্লক ও গ্রাম স্তরে কমিটি গঠন করে নজরদারির ব্যবস্থা করেছে। কোনও কোনও ক্ষেত্রে বাড়িতে একান্তবাসের নিয়ম ভাঙার অভিযোগ এসেছে। সেক্ষেত্রে কাউকেই কোনও রেহাই দেওয়া হবে না। মুখ্যমন্ত্রীর সাফ কথা, রাজ্যবাসীর স্বার্থেই এই নিয়ম পালন করা বাধ্যতামূলক। একশো শতাংশ এই নিয়ম মানা প্রয়োজন বলে দৃঢ়তার সাথে বলেন তিনি। তাঁর মতে, এই পরিস্থিতি মোকাবিলা করা সরকারের একার পক্ষে সম্ভব নয়। প্রয়োজন সমাজের সকল অংশের মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ।

ট্রেড লাইসেন্স বাধ্যতামূলক হচ্ছে রাজ্যে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ মে।। ট্রেড লাইসেন্সের সরলীকরণে সরকার প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নিচ্ছে। তাতে দোকানদাররা ঋণ নিতে পারবেন। এক্ষেত্রে সমস্ত দোকানে ট্রেড লাইসেন্স বাধ্যতামূলক করা হচ্ছে।

আজ শুক্রবার সচিবালয়ে সাংবাদিক সম্মেলনে ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব আক্ষেপ করে বলেন, অনেক দোকানদারের ট্রেড লাইসেন্স নেই। আগরতলা শহরে ২২ হাজার দোকানি থাকলেও ট্রেড লাইসেন্স নিয়ে ব্যবসা করছেন মাত্র ৮ হাজার ব্যবসায়ী। ফলে, ট্রেড লাইসেন্স ছাড়া ব্যবসায়ীরা সরকারি সুযোগ সুবিধা নিতে পারছেন না। তিনি বলেন, ট্রেড লাইসেন্স না থাকার ফলে প্রকৃত ব্যবসায়ীরা ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

দেশের অর্থনীতি চাঙ্গা করাই লক্ষ্য ফের রেপো রেট কমাল আরবিআই

মুম্বই, ২২ মে (হি.স.)।। করোনা-ত্রাসের মধ্যে ভারতীয় অর্থনীতিকে চাঙ্গা করাই মূল লক্ষ্য রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া তথা আরবিআই-র। তাই ফের রেপো রেট কমাল আরবিআই। শুক্রবার আরবিআই গভর্নর শক্তিকান্ত দাস জানিয়েছেন, ৪০ বেসিস পয়েন্ট কমানোর পর রেপো রেট স্থির করা হয়েছে ৪ শতাংশ, আগে যা ছিল ৪.৪ শতাংশ। আরবিআই গভর্নর জানিয়েছেন, একই সঙ্গে কমানো হয়েছে রিভার্স রেপো রেটও। যা ৩.৭৫ শতাংশ থেকে কমে দাঁড়িয়েছে ৩.৩৫ শতাংশে। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের আর্থিক নীতি নির্ধারণ কমিটির পাঁচ সদস্যের সর্বসম্মতিতেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

এদিকে, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং কেন্দ্রীয় সরকারের ঘোষণার সাথে আরবিআই-র পদক্ষেপ সামাঞ্জস্যপূর্ণ মন্তব্য করেছেন বিজেপি সর্বভারতীয় সভাপতি জে পি নড্ডা। তাঁর দাবি, ওই পদক্ষেপে মানুষ ও ব্যবসায়ে সহায়তা মিলবে। তিনি বলেন, করোনা মহামারী চলাকালীন এবং তার পরে অর্থনীতিকে শক্তিশালী করার জন্য এই পদক্ষেপ প্রধানমন্ত্রীর দূরদর্শিতার প্রতিফলন। শ্রী নড্ডা আরবিআই-র পদক্ষেপ-কে স্বাগত জানিয়েছেন।

প্রসঙ্গত, কোভিড -১৯ এর বিরূপ প্রভাব মোকাবেলায় আরবিআই ৯০ দিনের জন্য ব্যাংকগুলিকে ১৫,০০০ কোটি টাকা প্রদান করবে। তাতে ব্যাংকগুলিতে ওই মহামারী প্রভাব ফেলবে না বলে মনে করা হচ্ছে।

করোনো ভাইরাসের প্রভাব সত্ত্বেও আরবিআই দেশের অর্থনীতিকে সঠিকভাবে পরিচালনায় প্রশংসার দাবিদার। চলতি অর্থবছরে অর্থনীতির ক্ষেত্রেও অনেক ইতিবাচক বিষয় সামনে এসেছে। ২০২০-২১ অর্থবছরে আমাদের বৈদেশিক মুদ্রার ভান্ডার ৯.২ বিলিয়ন ডলার ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

মাস্ক পরার জন্য জনগণকে সচেতন করতে একটি সংস্থার উদ্যোগে করোনা ভাইরাস, যমরাজা এবং চিত্রগুপ্ত সাজিয়ে র‍্যালী করা হয়েছে রাজধানী আগরতলার বিভিন্ন রাস্তায়। শুক্রবার তোলা নিজস্ব ছবি।

বহিঃরাজ্য থেকে দুটি চার্টার্ড বিমানে আশিজন যাত্রী আসলেন আগরতলায়

২৫ মে শুরু হচ্ছে পরিষেবা, স্বাস্থ্যবিধির মহড়া দিলেন বিমানবন্দর কর্মীরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ মে।। শুক্রবার এম বি বি বিমান বন্দরে অবতরণ করে এয়ার ইন্ডিয়ার দুটি চাটার্ড বিমান। এই বিমানে করে ও.এন.জি.সি-র কর্মীরা বহিঃরাজ্য থেকে রাজ্যে আসেন। মুম্বাই ও দিল্লি থেকে কর্মীদের নিয়ে এই বিমান দুটি অবতরণ করে এম বি বি বিমান বন্দরে। এদিন সকালে বিমানবন্দরে এই বিমান দুটি অবতরণ করে।

এদিন মুম্বাই থেকে আগত এয়ার ইন্ডিয়ার চাটার্ড বিমানে করে মোট ৩৮ জন যাত্রী আগরতলা আসেন। অন্যদিকে পুনরায় মুম্বাই ফিরে যাওয়ার সময় ৪২ জন যাত্রীকে সঙ্গে করে নিয়ে যায় বিমানটি। বিমানটি ডিব্রুগর হয়ে মুম্বাই যাবে। ডিব্রুগড়ে কিছু যাত্রী নামিয়ে সেখান থেকে বিমানে কিছু যাত্রী উঠবে। দিনের দ্বিতীয় বিমানটি আসে দিল্লি থেকে। মোট ৩২ জন যাত্রী নিয়ে আসে। এই যাত্রীরা সবাই ও.এন.জি.সি-র কর্মী। বিমানটি ফিরে যাওয়ার সময় একই রকম ভাবে ডিব্রুগড় হয়ে যাবে। মূলত ও.এন.জি.সি-র কর্মী যারা দিল্লি ও মুম্বাইতে আটকে পড়েন তাদের রাজ্যে আনতে এই চাটার্ড বিমান এদিন এম বি বি বিমান বন্দরে অবতরণ করে।

একই রকম ভাবে যারা রাজ্যে যারা আটকে পড়েন তাদের ফিরিয়ে নেওয়া হয় বিমানে। এই বিষয়ে জানান এম বি বি বিমান বন্দরের টার্মিনাল ম্যানেজার। তবে যারা এদিন বিমান যাত্রা করেন তাদের আগাম স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হয়। একই সঙ্গে বিমান বন্দরে থাকা স্বাস্থ্য কর্মীরা তাদের প্রদেয় মেডিক্যাল রিপোর্ট সংগ্রহ করে তাদের ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

শুক্রবার দুটি চার্টার্ড বিমানে আশি জন যাত্রী আসেন আগরতলায়। ছবি নিজস্ব।

চাকুরী ফিরিয়ে দেওয়ার দাবীতে ফের আন্দোলনে নামল ১০৩২৩

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ মে।। আমাদের চাকরি ফিরিয়ে দাও, সরকার তোমার প্রতিশ্রুতি পালন কর -এই দাবিতে রাজ্যে আন্দোলনে শামিল হয়েছে ১০৩২৩ কর্মচারী সংগঠন। শুক্রবার গোটা রাজ্যে আন্দোলন কর্মসূচি পালন করা হয়। সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখেই আন্দোলন কর্মসূচিতে শামিল হন চাকরিচ্যুতরা।

আন্দোলন কর্মসূচির অংশ হিসেবে রাজধানী আগরতলা শহরের জগন্নাথ বাড়ি সংলগ্ন এলাকায় সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে প্রতিবাদ-বিক্ষোভের সামিল হন চাকুরিচ্যুত ১০৩২৩কর্মচারী সংগঠনের বেশকিছু সদস্য সদস্য। সংগঠনের ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ঋষ্যমুখে ত্রাণ বন্টনে বাধা দেওয়া হচ্ছে, অভিযোগ পিসিসি সভাপতির

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনীয়া, ২২ মে।। বিলোনিয়া ঋষ্যমুখ ব্লকের বিভিন্ন স্থানে ত্রান সামগ্রী বন্টন করতে গিয়ে শাসক বিজেপি দলের কিছু নেতা কর্মীদের দ্বারা বাধার সম্মুখীনের পাশাপাশি আক্রান্ত কংগ্রেস দলের নেতারা। আক্রমনকারীদের নামধাম দিয়ে এমনই অভিযোগ তোলেন প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি পীযূষ বিশ্বাস।

তিনি আরো বলেন সর্ব দলীয় এক সভাতে মুখ্যমন্ত্রী যে কোন রাজনৈতিক দল স্বাধীনভাবে ত্রান সামগ্রী বিতরন করতে পারবে এই কথা বলার পরও কি করে উনার দলের কর্মীরা বিরোধী দলকে ত্রান সামগ্রী বিতরনের কাজে বাধা দিচ্ছে। তাহলে কি বুঝা যায় মুখ্যমন্ত্রীর দলের নিয়ন্ত্রন হারিয়ে ফেলেছে। এই প্রশ্ন তোলে ত্রানে বাধাদান কারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য আহ্বান জানান প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি।শুক্রবার সকালে ঋষ্যমুখ বিধান সভা কেন্দ্রের কৈলাস নগর , জয়পুর ও ত্রান সামগ্রী বিতরণ করতে গিয়ে বিজেপি দলের কিছু কর্মীরা বাধা দেয়।এই বাধাকে উপেক্ষা করে কংগ্রেস দল সামাজিক দায়বদ্ধতার কথা মাথায় রেখে ত্রান সামগ্রী বিতরণ করে কিন্তু এরপরেই ত্রান নিতে আসা মানুষদের এবং এলাকার কংগ্রেস দলের কর্মীদের আক্রমন করে অভিযোগ তুলে বলেন রাজনৈতিক বদ উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার জন্য অন্যান্য দলকে কাজ করতে দিচ্ছে না। ঋষ্যমুখ ও বিলোনিয়া এই দুটি বিধানসভা কেন্দ্রে কংগ্রেসের উদ্যোগে আয়োজিত ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে কর্ম হীন মানুষদের হাতে খাদ্য সামগ্রী তুলে দেন।

বিকালে বিলোনীয়া কালিনগর নুতন মোটরষ্ট্যান্ড সংলগ্ন পিতাস কালী ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা ◘ বর্ষ-৬৮ ◘ সংখ্যা ২১৯ ◘ ২৩ মে ২০২০ ইং ◘৯ জ্যৈষ্ঠ ◘ শনিবার ◘১৪২৭ বঙ্গাব্দ

দায়িত্ব ও উজ্জল মানবতা

মরার উপর খাড়ার ঘা ছাড়া কি। বৃহস্পতিবার আমফান ঝড়ের তান্ডবে পশ্চিমবঙ্গে মৃত্যু হইয়াছে ৭২ জনের। তাঁহাদের মধ্যে শুধু কলকাতাতেই প্রাণ হারাইয়াছেন ১৫ জন। ব্যাপক ধ্বংস তান্ডবে বাংলা তছনছ। আমফান ব্যাপক ধ্বংসলীলা চালায় উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পূর্ব মেদিনীপুর, কলকাতা, হাওড়া, হুগলি সহ দক্ষিণবঙ্গের কয়েকটি জেলায়। ঘন্টায় ১৫৫-১৫৬ কিলোমিটার বেগে আছড়াইয়া পড়িয়াছিল এই রাজ্যে। এই ভয়াবহ ধ্বংসলীলা স্বচক্ষে দেখিতে শুক্রবারই প্রধানমন্ত্রী পশ্চিমবঙ্গে ছুটিয়া আসিয়াছেন। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ ফোনে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে কথা বলিয়াছেন। খোঁজ খবর নিয়াছেন। পঃবঙ্গের এই ভয়ানক দুর্যোগে, যেখানে প্রাথমিক হিসাবে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ এক লক্ষ কোটি টাকা। এই দুর্যোগে প্রধানমন্ত্রী ট্যুইট করিয়া জানাইয়াছেন গোটা দেশ পশ্চিমবঙ্গের পাশে আছে। রাজ্যের পরিস্থিতি দেখিতে প্রধানমন্ত্রী এই তড়িৎ পশ্চিমবঙ্গ সফর মানবিক দায়িত্বের এক উজ্জ্বল নজীর আনিয়া দিল। শুক্রবার প্রধানমন্ত্রী আকাশপথে ক্ষয়ক্ষতিই অবলোকন করেন নাই। বসিরহাটে একটি গ্রামীণ এলাকায় প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের নিয়া বৈঠক করিয়াছেন। প্রধানমন্ত্রী পশ্চিমবঙ্গ সফর সারিয়া তিনি উড়িষ্যার বন্যা, সাইক্লোন বিধ্বস্ত এলাকাও সফর করিয়াছেন।

দেশজুড়িয়া এমনিই ভয়ানক দুর্যোগে সাধারণ মানুষের ভোগান্তির সীমা পরিসীমা নাই। করোনা ভাইরাসের কারণে আতংকিত, বিপর্য্যস্ত মানুষ কোথায় দাঁড়াইবে? লকডাউনের কল্যানে দেশের সব অংশের মানুষের দুর্বিসহ জীবন যখন মুক্তির জন্য ছটফট করিতেছে তখনই ভয়ংকর ঝড় আমফান বাংলাকে লন্ডভন্ড করিয়া দিল। কাড়িয়া নিল ৭২টি প্রাণ। বাংলার এই দুর্যোগ মোকাবিলায় কেন্দ্রীয় সরকার যাবতীয় সাহায্য দিবে বলিয়া অঙ্গীকার করিয়াছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। ইতিপূর্বেও পশ্চিমবাংলাকে বিধ্বস্ত করিয়াছিল আয়লা, বুলবুলের মতো ঝড়। কিন্তু এবার আমফান সমস্ত রেকর্ড ছাড়াইয়া গিয়াছে। এইবারের মতো ক্ষয়ক্ষতি গত দুইশত বছরেও দেখা যায় নাই বলিয়া বিশেষজ্ঞরা জানাইয়াছেন। এই ঝড়ের ব্যাপকতাকে জাতীয় বিপর্য্যয় বলিয়াও অভিহিত করা হইয়াছে। বিপদের এই সময়ে গোটা দেশ ভ্রাতৃসুলভ মনোভাব নিয়া পশ্চিমবাংলার পাশে থাকিবে। করোনা ভাইরাসে পশ্চিমবঙ্গ একেবারেই কাবু। প্রতিদিনই আক্রান্তের সংখ্যা বাড়িতেছে। এক দমবন্ধকর পরিস্থিতির মধ্যে পশ্চিমবঙ্গবাসী মুক্তির জন্য যখন ছটফট করিতেছিল তখনই এই ভয়ানক আমফান আক্রমণ। এখন রাজ্যে যে ব্যাপক ক্ষতি সাধিত হইয়াছে, যেভাবে গাছপালা বাড়ীঘর ভাঙ্গিয়াছে সেখানে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে উদ্ধারের কাজকর্ম করিতেই হইবে। ক্ষয়ক্ষতি নিরূপণ করিয়া বিধ্বস্ত এলাকা পুণর্নির্মানের জরুরী উদ্যোগ নিতে হইবে। বিজেপি ও পশ্চিমবঙ্গের তৃণমূল কংগ্রেসের রাজনৈতিক সংঘাত নতুন নহে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও উঠিতে বসিতে মোদির মুন্ডুপাত করেন। কিন্তু, বিপদের সময় প্রধানমন্ত্রীর শরণাপন্ন হইতে ভুল করেন না। রাজনীতিকে দূরে সরাইয়া ভগ্ন বিধ্বস্ত রাজ্যে প্রাণ ফিরাইয়া আনিতে কেন্দ্রের সাহায্য ছাড়া অসম্ভব। ঝড়ের এই ক্ষয়ক্ষতির জন্য রাজ্য কেন্দ্র কাঁধে কাঁধ মিলাইয়া কাজ করিতে হইবে। এখানে যাহাতে কোনও ভাবেই রাজনীতির সংকীর্ণতা গ্রাস না করে সতর্ক ও সজাগ থাকিতে হইবে। রাজনীতির সময় রাজনীতি। দুর্য্যোগ মোকাবেলায় বিপন্ন মানুষের পাশে দাঁড়ানোর ক্ষেত্রে কোনওরকম রাজনীতি হইবে দেশের মহান ঐতিহ্যের পরিপন্থী। বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যের ভারতের জন্য দেশবাসী তো গর্বিত। সেই ঐতিহ্যের হাত ধরিয়া দেশবাসী একাত্ম হইয়া দুর্গত মানুষের পাশে দাঁড়ায়। অতীতেও বিপর্য্যস্ত অবস্থায় পশ্চিমবঙ্গ উদার সাহায্য হইতে বঞ্চিত হয় নাই। কিন্তু, এই বারে পরিস্থিতি ভিন্ন। লকডাউনে ও করোনা আক্রমণে গোটা দেশ যখন বিপর্য্যস্ত তখনই এই ঝড়ের ধাক্কা। পশ্চিমবঙ্গ এই দুঃসময় নিশ্চয় কাটাইয়া উঠিবে। সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

করিমগঞ্জে সাত বিজেপি কর্মী কংগ্রেসে, এঁদের প্রাথমিক সদস্য পদই নেই, বক্তা গেরুয়া নেতা

করিমগঞ্জ (অসম), ২২ মে (হি.স.) : করোনা অতিমারিজনিত পরিস্থিতিতেও দল বদলে মেতে উঠেছেন করিমগঞ্জের কতিপয়। শুক্রবার বিজেপির সরিষা-মহিশাসন মণ্ডলের সাত কর্মী কংগ্রেস দলে নাম লিখিয়েছেন। দিলীপ সরকারের নেতৃত্বে সাত বিজেপি কর্মী এদিন করিমগঞ্জ জেলা সদর শহরে অবস্থিত ইন্দিরা ভবনে গিয়ে আনুষ্ঠানিক ভাবে কংগ্রেসে যোগ দেন। জেলা কংগ্রেসে সভাপতি সতু রায় তাঁদের সবাইকে দলে স্বাগত জানান।

দিলীপ সরকারের নেতৃত্বে গেরুয়া বসন বদল করে কংগ্রেসের জার্সি গায়ে জড়িয়েছেন গৌতম সরকার, সীতারাম রায়, গৌরা বিশ্বাস, অমৃতলাল নমঃশূদ্র, হীরালাল বিশ্বাস ও রন্টু নমঃশূদ্র। নিজেকে লঙ্গাইঘাট গ্রাম পঞ্চায়েত (জিপি)-এর ৯ নম্বর ওয়ার্ডের বিজেপির বুথ কমিটির সম্পাদক হিসেবে পরিচয় দিয়ে দিলীপ সরকার দল বদলের কারণ ব্যাখ্যা করে অভিযোগ করেন, দলীয় জিপি কমিটি, মণ্ডল কমিটি এমন-কি জেলা কমিটির পক্ষ থেকেও তাঁদেরকে কোন গুরুত্ব দেওয়া হয় না। কোনও সমস্যা নিয়ে দলীয় নেতৃত্বের দ্বারস্থ হলে কোনও সমাধান পাওয়া যায় না। বুথ কমিটি থেকে মণ্ডল কমিটির কোনও পদাধিকারীই কোনও কাজে তাঁদের সহযোগিতা করেন না। দলীয় তরফ থেকে এক প্রকার অবহেলিত হয়েই তারা দল ছাড়তে বাধ্য হয়েছেন। তাছাড়া উত্তর করিমগঞ্জের বিধায়ক কমলাক্ষ দে পুরকায়স্থের কর্মোদ্যম এবং দলীয় সাধারণ কর্মীদের প্রতি তাঁর যথেষ্ট আন্তরিকতা দেখেই কংগ্রেস দলে যোগদান করেছেন তাঁরা, জানান দিলীপ সরকার।

এদিকে বিজেপি-র বুথ সভাপতি কালীপদ শর্মা তাঁর প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে জানান, দিলীপ সরকার সহ যে সাতজন কংগ্রেসে যোগদান করেছেন, এঁদের কারোরই বিজেপির প্রাথমিক সদস্য পদই নেই। তাই বিজেপি ছেড়ে কংগ্রেসে যোগ দেওয়ারও প্রশ্ন উঠে না। আসলে বিজেপিকে বদনাম করতে একটি দুষ্টচক্র কলকাঠি নাড়াচ্ছে, দাবি কালিপদ শর্মার।

পুরুলিয়ায় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উলটে গেল পরিযায়ী শ্রমিকদের বাস, আহত চালক-সহ ১৩

পুরুলিয়া, ২২ মে (হি. স.) : পুরুলিয়া-রাঁচি সড়ক সংলগ্ন লাগদা গ্রামের কাছে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উলটে গেল ভিন রাজ্য থেকে ফেরা শ্রমিকদের বাসটি। আহত হন ১২ জন শ্রমিক ও বাস চালক।

ব্যাঙ্গালুরুতে কাজ করতে গিয়েছিলে পুরুলিয়ার ২৮ জন শ্রমিক। গতকাল সন্ধ্যায় তাঁরা পুরুলিয়ার হুড়া থানা এলাকায় পৌঁছায়। তাঁরা কোটশিলা ও ঝালদার বাসিন্দা। তাই তাঁদের বাড়ি পৌঁছে দিতে জেলা প্রশাসনের তরফে বাসের ব্যবস্থা করা হয়। সেই বাসই শুক্রবার সকালে রওনা দেয়। তখনই মাঝপথে লাগদা গ্রামের কাছে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উলটে যায়। ঘটনায় আহত হয় ১২ জন শ্রমিক ও বাস চালক। তাঁদের উদ্ধার করে পুরুলিয়া সদর হাসপাতালে ভরতি করা হয়। বর্তমানে তাঁরা সেখানে চিকিৎসাধীন।এই ঘটনার জেরে বেশ কিছুক্ষণ যান চলাচল বন্ধ থাকে। পরে পুলিশের সহায়তায় পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়। পাশাপাশি বাসের বাকি ১৬ জন শ্রমিকের জন্য লাগদা গ্রামেই শুকনো খাবার ও পানীয় জলের ব্যবস্থা করা হয়।বাস যাত্রীদের একাংশের অভিযোগ, মদ খেয়ে ছিল চালক। তাই এই দুর্ঘটনা ঘটেছে

করোনা লকডাউনে শিক্ষকদের কর্তব্য ও দায়িত্ব

ড. রতন ভট্টাচার্য্য

মৃত্যু মিছিল অব্যাহত। করোনার কালো ছায়া গ্রাস করেছে গোটা দুনিয়াকে। হঠাৎ করেই যেন সাঁড়াশি চাপের মুখে সারাপৃথিবীর মানুষ শিক্ষকদের আপাতত বাড়িতে থেকেই কাজ করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। স্কুল বন্ধ থাককালীন পড়ুয়াদের পঠন-পাঠনে যে সমস্যা হবে স্কুল খুললে শিক্ষকদের সেগুলি বুঝিয়ে দিতে আবেদন জানাচ্ছে। আপাতত বাড়িতে থেকেই কাজ করতে আবেদন করেছে সরকার। স্কুল বন্ধ থাকাকালীন পড়ুয়াদের পঠনপাঠনজনিত সমস্যা হবে। স্কুল খুললে সেই সমস্যা দূর করতে শিক্ষকদের সচেষ্ট হতে হবে। কিন্তু বন্ধ থাকালীন ডিজিটাল শিক্ষাদান আমাদের দেশে সত্যি কঠিন কাজ। খোদ আমেরিকাতে আগস্ট অবধি স্কুল কলেজে সব বন্ধ। এমনকি বাচ্চাদের (Playschool) ও খোলা নেই। কিন্তু ওদের ডিজিটাল শিক্ষাদান পদ্ধতি উন্নত। তাই লকডাউনের সময়েও বাড়িতে থেকেই কাজ করতে পারে উচ্চতর পর্যায়ে। আমাদের শহরাঞ্চলে অনেক ডিজিটাল শিক্ষাদান বাড়িতে থেকেই করছেন। অনেক (Whatsapp group) খুলে প্রত্যক্ষ পদ্ধতিতে শিক্ষা দিতে চেষ্টা শুরু করেছেন। করোনা ভাইরাস নিয়ে ভয় আছে থাকবেও কিন্তু ভয় করার কোন কারণ নেই। ঘরে থাকতে হবে। সামাজিক দূরত্ব যাকে বলা হচ্ছে তা আসলে ব্যক্তিগত দূরত্ব। কারণ মানুষ মানুষের জন্যই। বিপদের সময় আরো বেশি কাছে থাকতে হয়। এই অদ্ভূত পরিস্থিতি অনেকেই বুঝতে পারছেন না। দূরে থেকে কাছে থাকা। কিভাবে তা সম্ভব এটাই শেখানো শিক্ষকদের কাচে আজ বড় চ্যালেঞ্জ। শিক্ষকরা শেখাবেন কি করে বিজ্ঞান সম্মতভাবে চলতে হবে কিভাবে দৈনন্দিন জীবনের কাজগুলো সতর্কভাবে করে যেতে হবে। যেমন ধরা যাক হাত ধোয়া আর মাস্ক পরা এই দুটো কাজ যা করোনা প্রতিরোধে সবচেয়ে বড় কাজ শিক্ষকদের শেখাতে সচেষ্ট হতে হবে। আসলে ছোট ছেলে মেয়েরা অনেক কিছু নতুন বিষয়ে বাবা মায়ের উপদেশের চাইতেও শিক্ষকদের অন্যতম শুরু ভাবার তরুণ প্রবণতা কাজে লাগাতে শিক্ষকদেরকেই। কোন ছোট ছেলে করোনার লকডাউন নিয়ম মানছেনা। যেহেতু টি ভি রেডিওতে আমাদের ভালো হোক এটা চাওয়ার বিশ্বাস হারানো রাজনৈতিক নেতারা কিছু উপদেশ দিলে তারা শুনতে বা মানতে নারাজ তরণেরা বা যুবকেরা কিন্তু শিক্ষকদের কথা অনেক সহজে মেনে নেয়। রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন 'সহজ কথা বলতে আমায় কহ যে সহজ কথা যায় না বলা সহজে'। তাই সহজে শেখানোর জন্য শিক্ষকদেরকে শিক্ষাদান চালু করা এবং তা নিয়ে শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করা।

কতগুলো বিষয় নুতন ভাবে সিলেবাসে আনতে হবে। যেমন ধরা যাক স্যানিটাইজার তৈরি করা শেখানো যা মাইক্রোবায়োলজির জুলজির, বটানির বা রসায়নের শিক্ষকরা শেখাতে পারবেন। করোনার তথা প্লেগ ফ্লু বা কলেরা ও যক্ষ্মা জাতীয় রোগ নিয়ে নানা ঐতিহাসিক তথ্য দিতে পারেন ইতিহাসের শিক্ষকেরা যা কবিতায় ও গল্পে বা নাটকে মনোজ্ঞ করে তুলতে পারে সাহিত্যের শিক্ষক শিক্ষিকা অধ্যাপক অধ্যাপিকারা। খাওয়া দাওয়ার ব্যাপারে বিজ্ঞান সম্মত তথ্য ও উপদেশ দিতে পারে গৃহবিজ্ঞানের শিক্ষকেরা। বিজ্ঞানসম্মত রান্না শেখানো জরুরি কারণ বিজ্ঞান মেনে স্বাস্থ্যসম্মত আহার খুব কম ছাত্রছাত্রী গ্রহণ করে। এই সব বিষয়গুলো তদারকি করার দায়িত্ব সমবেত ভাবে নিতে পারেন প্রধান শিক্ষক এবং অধ্যক্ষ মণ্ডলী। বিশ্ববিদ্যালয় এবং কলেজ শিকররা ভিডিও কনফারেন্সিং র মাধমে পরিশিক্ষণ দিতে পারেন সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখেও। গোটা রাজ্য জুড়ে শিক্ষক সমিতি গুলো ভিডিও কনফারেন্সিংর মাধ্যমে রাজ্য ও দেশের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি তুলে ধরার দায়িত্ব নিতে পারে।ইউটিউব হোয়াটআপ গ্রুপের মাধ্যমে তরুণ শিক্ষার্থীদের সুস্থ মনোরঞ্জনের আয়োজন ও করা যায়। ধর্মীয় রীতিনীতি পালনে ডিজিটাল পদ্ধতি ব্যবহৃত করে পরামর্শ দিতে পারেন বিভিন্ন ধর্মপ্রবক্তারা এতে বিভিন্ন ধর্মের ভেদাভেদ মুছে গিয়ে অপূর্ব এক সমন্বয় তৈরি হবে। ছোটদের মধ্যে সংক্রমণ ছড়ানোর প্রবণত বেশি।

করোনার সংক্রমণ রুখতে তৎপর সরকার। ইতিমধ্যেই সতর্কতামূলক একাধিক ব্যবস্থা নিয়েছে সরকার। সব সরকারি বেসরকারি স্কুল কলেজ বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার। পরিস্থিতির উপর নজর রাখা হচ্ছে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি চালু নিয়ে ফের সিদ্ধান্ত নেওয়া অবধি আমরা শিক্ষকরা ব্যক্তিগত উদ্যোগে কিছু সামাজিক সেবামূলক কাজ শুরু করতে পারি সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে। আমাদের আশেপাশের গরিব মানুষদের জন্য সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিতে পারি না কি? তাছাড়াও রয়েছে পরিত্যক্ত কুকুর বেড়াল যারা আনাহারে কষ্ট পাচ্ছে আমাদের বন্দ ঘরগুলোর গেটের বাইরে আমাদের চোখের সামনে। কিন্ডারগার্টেন স্কুলগুলোর শিক্ষক শিক্ষিকাদের অঞ্চলভিত্তিক শিশুদের নাচগান আবৃতির আয়োজন করা যেতে পারে ইউটিউব ওডিজিটাল পদ্ধতি ব্যবহৃত করে সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে। মারণ করোনায় আতঙ্কে কাঁপছে গোটা বিশ্ব। ভয়ঙ্কর প্রভাব ভারতেও। আতঙ্ক ছড়িয়েছে রাজ্যগুলিতেও। সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে সব সরকারি বেসরকারি স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধের নির্দেশ আরো প্রলম্বিত হতে পারে। করোনা ভাইরাস সম্পর্কিত জাতীয় পর্যায়ের বিশেষজ্ঞ প্রতিষ্ঠান আইইডিসিআর-এর মতামত অনুযায়ী দেশে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান হটস্পট হিসেবে চিহ্নিত। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো করোনা ইস্যুতে সচেতনতামূলক প্রয়োজনীয় নির্দেশনা পাঠানো এবং সরকারের সহায়তা নিয়ে হ্যান্ড স্যানিটাইজারের সংকট তৈরি হয়েছে এবং দামও বেড়েছে। সেকারনে এগিয়ে আসা দরকার। দেশের মানুষের নিরাপত্তায় সহযোগিতা করা আজ সবচেয়ে প্রাথমিক কাজ।

আশার কথা এই যে সারা দেশের শিক্ষা ক্যাডারদের উদ্যোগে বিভিন্ন কলেজের রসায়ন বিভাগের লাবে হ্যান্ড স্যানিটাইজার তৈরি করা হচ্ছে। মুখ মাস্ক দিয়ে বসে থাকলে হবে না। দেশের সবাই মরে গেলে নিজেরা সুরক্ষিত থেকে সেলফি দিয়ে বিশেষে কিছু হবেনা। দেশব্যাপী করোনা বাইরাস নিয়ন্ত্রণের জন্য সরকারের সংশ্লিষ্ট সব মন্ত্রণালয়, দপ্তর সংস্থা বর্তমানে বিভিন্ন পর্যায়ে সমন্বিতভাবে কার্যক্রম পরিচালনা করছে। সে অবস্থায় অনেকেই ফেসবুক আইডি থেকে নিজ নামে অনভিপ্রেত ও উস্কানিমূলক বক্তব্য ও ছবি পোস্ট করছেন যা সরকারের চলমান সমন্বিত কার্যক্রমের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। শিক্ষক সমাজ এহেন কার্যকলাপ সরকারি ব্যবস্তাপনা বিরোধী, শৃঙ্খলা পরিপন্থি ও জনস্বার্থ বিরোধী অসদাচরণে জড়াবে না তো বটেই বরং এসবের বিরুদ্ধে প্রচার করার চেষ্টা করবে। আপনি নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষের গোচরে অবস্থান করবেন বলেও পৃথক আদেশে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

দেশব্যাপী করোনা ভাইরাস নিয়ন্ত্রণের জন্য সরকারের সংশ্লিষ্ট সব মন্ত্রণালয়, দপ্তর সংস্থা বর্তমান বিভিন্ন পর্যায়ে সমন্বিতভাবে কার্যক্রম পরিচালনা করছে। সে অবস্থায় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের দায়িত্ব সব চেয়ে বেশি। করোনা সঙ্কট সৃষ্টি হওয়ার পর কর্মহীনতার কারণে অভাবগ্রস্ত হয়ে পড়া সাবেক ও বর্তমান শিক্ষার্থীদের পাশে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেওয়া শিক্ষক সমাজের কাজ।

যেহেতু কোভিড ভাইরাসটি যে কোন দেশে এবং যে কোন সম্প্রদায়ের শিশু ও পরিবারের মধ্যে বিস্তার লাভ করতে পারে, সেহেতু ইউনিসেফ এর প্রশমনে বিভিন্ন ব্যবস্থা গ্রহণ করছে। পরিবার ও শিশুদের এই ভাইরাস থেকে সুরক্ষিত রাখতে ইউনিসেফ বিভিন্ন দেশের সরকার ও সহযোগী সংস্তাগুলোর সাতে নিরন্ত্র কাজ করে যাচ্ছে। শিক্ষা, শিক্ষার্থী এবং শিক্ষক এই তিনটির মধ্যে রয়েছে নিবিড় সম্পর্ক। ছাত্রছাত্রী তথা ভবিষ্যৎ প্রজন্মের মধ্যে মূল্যবোধ সৃষ্টির জন্য শিক্ষরে ভূমিকা অনস্বীকার্য। শিক্ষক হলো মূল্যবোধ বিনির্মাণের আদর্শ কারিগর। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান হলো মূলোবোধ চর্চার অনন্য কারখানা। শিক্ষার মধ্য দিয়ে ছাত্রছাত্রী তথা সমাজের মধ্যে মূল্যবোধের বিকাশ ঘটে। শিক্ষা ভালো-মন্দ বিচার করতে শেখায়। আর এই ভালো-মন্দের বিচার মূল্যবোধের ওপর ভিত্তি করেই গড়ে ওঠে। একটি সুস্থ, সুন্দর ও মানুষের উপযোগী সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্য মূলবোধের কোন বিকল্প নেই। মূলোবোধর অনুপস্থিতি পরিবার,সমাজ, রাষ্ট্র, পরিবেশ ও রাজনীতিসহ সর্বত্র মানব জীবনব্যবস্থাকে অস্থিতিশীল করে তোলে। এটি কোনভাবেই কাম্য নয়। সমাজ বা রাষ্ট্র কখনো এটা আশা করে না।

মূল্যবোধ হচ্ছে সেই সব নিয়মনীতি যারাদ্বারা আমার বুল ও সঠিক, উচিত ও অনুচিত, বালো ও মন্দ প্রভৃতি সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নিতে পারি। এই সব নিয়মনীতি আমাদের আরও বলে দেয় কোনটি প্রয়োজনীয়, কোনটি বেশি বা কম গুরুত্বপূর্ণ। মূল্যবোধ সটিক আচরণ ও সুষ্ঠু -সুন্দর -কাঙ্ক্ষিত জীবন গড়তে সহায়তা করে। মূল্যবোধ বিভিন্ন ধরনের হতে পারে। যেমন নৈতিক মূল্যবোধ, পেশাগত মূল্যবোধ, সামাজিক মূল্যাবোধ, ধর্মীয় মূল্যবোধ, নান্দনিক মূল্যবোধ ইত্যাদি। একজন আদর্শ মানুষ হওয়ার জন্য সব ধরনের মূল্যবোধের সমন্বয় থাকা আবশ্যক। নৈতিক মূল্যবোধের অর্থ -নৈতিক মূল্য সম্পর্কে উপলব্ধি এর প্রকৃত উৎস হলো নৈতিক চেতনা। নৈতিক চেতনা মানুষের অন্তস্থ এক শক্তি। এটি ভালো-মন্দ, ন্যায় -অন্যায়, ঔচিত্য-অনৈচিত্যের মধ্যে পার্থক্যবাধ সৃষ্টি করে। জীবন চলার পথে মানুষকে প্রতিনিয়ত নানা ধরনের সিদ্ধান্ত নিতে হয়। আমরা যখন বলি যে, 'সক্রেটিস একজন সৎ ব্যক্তি ছিলেন' তখন ব্যক্তি 'সক্রেটিস' নৈতিক মূল্যবোধ 'সততা'-এর সঙ্গে একটি সম্পর্ক স্থাপন করে। আর এভাবেই আমরা নৈতিক মূল্যবোধ বিচার করি।

যে জাতির নৈতিক মূল্যবাধ যত বেশি জাগ্রত হয়, সে জাতি তত বেশি উন্নত এই সত্যটির সঙ্গে সব চিন্তাশীল মানুষই একমত। সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক নিয়ন্ত্রণ ও সুশাসনের জন্য নৈতিক মূল্যবোধ অনন্য ভূমিকা পালন করে। এর ওপর একটি জাতির সভ্যতা, নৈতিক সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য গড়ে ওঠে। আমাদের শিক্ষকদের উচিৎ নৈতিক শিক্ষার মাধ্যমে ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে নৈতিক মূল্যবোধ জাগিয়ে তুলে আদর্শ মানুষ হিসেবে গড়ে তোলা। যে কোন পেশায় সফলতা পেতে হলে পেশার প্রতি দায়িত্বশীল থাকতে হয়। অর্থাৎ কিছু নৈতিক আচরণ পালন বা অনুসরণ করতে হয়। এগুলোকে বলাহয় পেশাগত মূল্যবোধ। শিক্ষকতা একটি মহান পেশা। এই পেশাটি অন্য আট-দশটি পেশা থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। এ পেশায় পেশাগত মূল্যবোধ খুবই জরুরি। একজন পেশাজীবীর কিছু বিশেষ জ্ঞান থাকা অবশ্যক। এই জ্ঞানকে যেমন তাকে ভিন্ন ভিন্ন ক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে হয়,তেমনি ভিন্নি ভিন্ন ক্ষেত্রে তার কিছু দায়িত্বও পালন করতে হয়। শিক্ষকতার ক্ষেত্রে পেশাদারিত্ব হচ্ছেন এমন মনোভাব যা একজন শিক্ষককে তার শিক্ষকতার দায়িত্ব ভালোভাবে পালনের জন্য কিছু নির্ধারিত আচরণ করতে পরিচাতি করে। শিক্ষককে অনেকগুলো মূল্যবোধের মধ্য দিয়ে পথ চলতে হয়। করোনা কবলিত পৃথিবীতে সামাজিত সাংস্কৃতিক অর্থনৈতিক উন্নয়ন শিক্ষকদের যে পেশাগত দায়বদ্ধতা আছে সে সম্পর্কে সচেতন হয়ে ওঠা জরুরি হয়ে পড়েছে। (সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

আমি এবং এক আশ্চর্য চাঁদমারির গল্প

ভাস্কর লেট

'পুলিশ। পুলিশ এসেছে, পুলিশ।'

শব্দের একটা ভাপালো মণ্ড থেকে -থেকেই ভেঙে ছত্রাকার হয়ে যাচ্ছে। একপাল কুচো ও কাঁচা 'পুলিশ এসেছে, পুলিশ' বলতে বলতে হেসে গড়িয়ে পড়ছে। এই শব্দবাহুল্য তাদেরই মুগ্ধতার স্বস্তিক। হাসতে হাসতে গ্রাম্য রাস্তায় খালি পায়ে কখনও তারা দূরে সরে যাচ্ছে। কখনও আবার এগিয়ে আসছে।

সংশোধিত নাগরিকত্ব আইনের প্রতিবাদে এখন টায়ার পোড়ানোর মহোৎসব। রাস্তায় ধোঁয়ার কুণ্ডলী। উল্লাসের রং কালো। বেদনার রঙে অনিশ্চয়ের সর।

কিন্তু 'টায়ার' বলতেই আমার মনে একটা খুশির ঘূর্ণন জাগে সমবসময়। সাইকেলের যেসব টায়ার আর ব্যবহার করার মতো অবস্থায় থাকে না, তারই একটা সংসগ্রহ করে নিয়ে গ্রামের বাচ্চারা ব্যাপক খেলে। চামড়ার খোলের টায়ারটাকে তারা দৌড় করায়। পাশে পাশে নিজেরাও দৌড়াতে থাকে। হাতে একটা কঞ্চি। বা, ছিপছিপে লাঠি।

রহস্য ও প্রতিভার আশ্চর্য মেলবন্ধন কঞ্চি দিয়ে পটাং পটাং করে মারতে মারতে টায়ারকে চালনার মধ্যে। হয়তো মাটরি ঢাল উঁচু নীচু হওয়ার জন্য টায়ার কিছুটা গিয়েই পড়ে গেল। বা, সামান্যর জন্য হয়তো মনঃসংযোগ নড়ে গিয়েছিল। তখন আবারও পড়ে যাওয়া টায়ারখানি কুড়িয়ে শূন্য থেকে শুরু করা।

পুলিশের যে বাহারি বন্দনার কথা শুরুতে বলেছিলাম, সে চাঁদমারির কেন্দ্রে আর কেউ না। আমি, স্বয়ং। একটা গ্রামে গিয়েছি। একেবারে হাড্ডিসার গরিব ও ময়লা গ্রাম। তখন, কত হবে, সিক্সে পড়ি হয়তো।

যে জায়গায় গিয়েছি এখন সেটা ঝাড়খণ্ডের অন্তর্গত। জব্বর শীতের মাঘ। জ্যাকেট, জুতো, টুপি-সহ। যাদের বাড়ি গিয়েছি, তারা বসতে দিয়েছে বেতের মোড়ার ওপর। বসে আশি বিস্তীর্ণ মেঠো বারান্দায়। একটা জুতসই মিষ্টি রোদের আবহ। সঙ্গে অভিভাবকরা আছে।

খেয়াল করিনি, কখন একদল 'ন্যাংটা ভুটুম সাধের কুটুম' হাজির হয়েছে সেখানে। কেউ বছর দশকের বেশি হবে না। অমন হাড়মচকানো ঠাণ্ডায় তারা পড়ে আছে যেসব জামা, সেগুলোতে বোতাম ঠিকঠাক নেই। তার ওপরে হয়তো একটা সোয়েটার । শতচ্ছিন্ন, তেল, চিটচিটে। তবে সকলেরই গায়ে একটা করে মোটা ও সাইজে বড় দেখতে চাদর বেড কভার মাপের। কান-মাথা মুড়ে পিঠের কাছে গিঁট দেওয়া। কারও পরনে ইজের আছে।অনেকেরই নেই। চাদরের আস্তরণ সরে গেলেই ডিগডিগে হাত -পা দেখা যাচ্ছে। কালো খড়ি ওঠা। এবং প্রত্যেকের নাকে জ্যাবজ্যাব করছে সর্দি।

আমি দেখছি ওদের। টেরিয়ে টেরিয়ে। ওরা দেখছে আমাকে। অপলক ও খাড়া চোখে। দুই বিজাতীয় একই দেশের মাটিতে সন্দেহে ও বিশ্বাসে খণ্ডিত। আমি ভাবছি, বাপস, এমনও হয়। এ কেমনধারার। ওরা ভাবছে, এ কে এল ? এ-ও হয়।

ভাবা সংগত। আমার শরীরের যাতে শীতে সামান্য দস্তখত করতে না পারে,তার বিধিব্যবস্থা চূড়ান্ত ও নিশ্চিদ্র। ওরা সেখানে পরস্পরাক্রমে সীতের খাজনা চুকিয়ে চুকিয়ে ক্লান্তপ্রাণ। নির্বস্ত্র। নিরুপায়।

এমন সময় আর এক বান্দা কোথাকে হাজির হল। তারও শরীরে অমন একটি চাদর আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা। নিম্নাঙ্গে আদৌ কিচু আছে কি না বুঝতে পারিনি। খালি পা ধুলোয় মাখা। নাকে সর্দি। সে একটি টায়ার কঞ্চি দিয়ে পেটাতে পেটাতে উপস্থিত হল। আমাকে দেখল। তারপর ফ্যাঁচ করে একগাল হেসে বলে উঠল 'পুলিশ'। ফের বলল, ' পুলিশ'। পুলিশ এসেছে, পুলিশ।' বলেই ধাঁ। মানে, উধাও।

কিন্তু তার স্বরপ্রক্ষেপ দাবানলের মতো ছড়িয়ে গেল গ্রামের এই ন্যাংটা ভুটুমদের কুঞ্জে।। তাদের তাতিয়ে দিল। তারা থেকে-থেকেই মৌচাক-ভাঙা মৌমাছির মতো গুঞ্জরিত হতে থাকল;'পুলিশ। পুলিশ এসেছে। পুলিশ।'

আমার উদ্দেশ্যই বলা । কিন্তু কেন? আজও তার সদুত্তর খুঁজে পাইনি। শুধু মনে আঁকা আছে অনূর্ধ্ব দশ বছরের একদল শীর্ণ, শীতজর্জর ও হতমান বাচ্চার 'পুলিশ' বলতে বলতে, হাসতে হাসতে কখনও গ্রাম্য রাস্তা ধরে পিছিয়ে যাওয়া, কখনও এগিয়ে আসা। না। তাদের সে একাদোক্কায় নাগরিক ছায়া ছিল না। **(সৌজন্যে-প্রতিদিন)**

শালবাগান এলাকায় বিএসএফ প্রধান কার্যালয়ের কাছে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি পালন করছেন বিএসএফ। ছবি ঃ নিজস্ব

করোনা: বাংলাদেশে একদিনে ২৪ জনের মৃত্যু, আক্রান্ত ছাড়ালো ৩০ হাজার

মনির হোসেন,ঢাকা,মে ২২।। বাংলাদেশে করোনাভাইরাসে (কোভিড-১৯) আক্রান্ত হয়ে গত একদিনে আরও ২৪ জন মারা গেছেন। এটি একদিনে সর্বোচ্চ মৃত্যুর রেকর্ড। ফলে ভাইরাসটিতে মোট ৪৩২ জনের মৃত্যু হয়েছে। গত ২৪ ঘণ্টায় করোনায় আক্রান্ত হিসেবে শনাক্ত হয়েছেন আরও এক হাজার ৬৯৪ জন। এতে মোট আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়াল ৩০ হাজার ২০৫ জনে। শুক্রবার দুপুরে স্বাস্থ্য অধিদফতরের করোনাভাইরাস বিষয়ক নিয়মিত হেলথ বুলেটিনে এ তথ্য জানানো হয়। বুলেটিন উপস্থাপন করেন অধিদফতরের অতিরিক্ত মহাপরিচালক (মহাপরিচালকের দায়িত্বপ্রাপ্ত) অধ্যাপক ডা. নাসিমা সুলতানা। তিনি জানান, করোনাভাইরাস শনাক্তে গত ২৪ ঘণ্টায় আরও নয় হাজার ৯৯৩টি নমুনা সংগ্রহ করা হয়। পরীক্ষা করা হয় নয় হাজার ৭২৭টি নমুনা। এ নিয়ে দেশে মোট নমুনা পরীক্ষা করা হলো দুই লাখ ২৩ হাজার ৮৪১টি। নতুন নমুনা পরীক্ষায় আরও এক হাজার ৬৯৪ জনের দেহে করোনা শনাক্ত হয়েছে। এ নিয়ে দেশে মোট আক্রান্ত হয়েছেন ৩০ হাজার ২০৫ জন। আক্রান্তদের মধ্যে মারা গেছেন আরও ২৪ জন, যা একদিনে সর্বোচ্চ মৃত্যুর রেকর্ড। ফলে মৃতের সংখ্যা দাঁড়াল ৪৩২ জনে। গত ২৪ ঘণ্টায় সুস্থ হয়েছেন আরও ৫৮৮ জন। এ নিয়ে সুস্থ হয়ে ওঠা রোগীর সংখ্যা দাঁড়াল ছয় হাজার ১৯০ জনে।

নতুন করে যারা মারা গেছেন, তাদের ১৩ জন ঢাকা বিভাগের, নয়জন চট্টগ্রাম বিভাগের, একজন বরিশাল বিভাগের এবং একজন ময়মনসিংহ বিভাগের। বয়সের দিক থেকে ২১ থেকে ৩০ বছর বয়সী পাঁচজন, ত্রিশোর্ধ তিনজন, চল্লিশোর্ধ দুজন, পঞ্চাশোর্ধ পাঁচজন, ষাটোর্ধ ছয়জন, সত্তরোর্ধ দুজন এবং ৮১ থেকে ৯০ বছর বয়সী একজন রয়েছেন। ১৫ জন মারা গেছেন হাসপাতালে, আটজন বাসায় এবং একজন হাসপাতালে আনার পথে মারা যান। শুক্রবারের বুলেটিনে বলা হয়, করোনা রোগী শনাক্ত বিবেচনায় এখন পর্যন্ত সুস্থতার হার ২০ দশমিক ৪৯ শতাংশ এবং মৃত্যুহার ১ দশমিক ৪৩ শতাংশ। ডা. নাসিমা জানান, গত ২৪ ঘণ্টায় আইসোলেশনে নেয়া হয়েছে আরও ২২৫ জনকে এবং বর্তমানে আইসোলেশনে রয়েছেন চার হাজার ৬০ জন। গত ২৪ ঘণ্টায় আইসোলেশন থেকে ছাড় পেয়েছেন ৬২ জন এবং এ পর্যন্ত ছাড় পেয়েছেন দুই হাজার ২৮ জন। সারাদেশে আইসোলেশন শয্যা আছে ১৩ হাজার ২৮৪টি। এর মধ্যে রাজধানী ঢাকায় সাত হাজার ২৫০টি এবং ঢাকার বাইরে আছে ছয় হাজার ৩৪টি। সারাদেশে আইসিইউ শয্যা আছে ৩৯৯টি এবং ডায়ালাইসিস ইউনিট আছে ১০৬টি। গত ২৪ ঘণ্টায় হোম ও প্রাতিষ্ঠানিক মিলিয়ে কোয়ারেন্টাইনে নেয়া হয়েছে দুই হাজার ৫৬০ জনকে। এ পর্যন্ত কোয়ারেন্টাইনে নেয়া হয়েছে দুই লাখ ৫৮হাজার ৯৪ জনকে। গত ২৪ ঘণ্টায় কোয়ারেন্টাইন থেকে ছাড় পেয়েছেন দুই হাজার ১৯ জন। এ পর্যন্ত মোট ছাড় পেয়েছেন দুই লাখ তিন হাজার ১৭১ জন। বর্তমানে হোম ও প্রাতিষ্ঠানিক মিলিয়ে কোয়ারেন্টাইনে রয়েছেন ৫৪ হাজার ৯২৩ জন। দেশের বিভিন্ন জেলা-উপজেলা পর্যায়ে প্রাতিষ্ঠানিক কোয়ারেন্টাইনের জন্য ৬২৬টি প্রতিষ্ঠান প্রস্তুত রয়েছে। এসব প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে তাৎক্ষণিকভাবে সেবা দেয়া যাবে ৩১ হাজার ৮৪০ জনকে। বুলেটিনে করোনাভাইরাস সংক্রমণের ঝুঁকি এড়াতে সবাইকে স্বাস্থ্য অধিদফতর ও বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার পরামর্শ-নির্দেশনা মেনে চলার অনুরোধ জানানো হয়। বাংলাদেশে প্রথম করোনাভাইরাস শনাক্ত হয় গত ৮ মার্চ। তারপর দিন গড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে আক্রান্তের সংখ্যা। লম্বা হচ্ছে মৃত্যুর মিছিলও।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার কার্যনির্বাহী বোর্ডের চেয়ারম্যানের পদে দায়িত্ব নিলেন ডঃ হর্ষ বর্ধন

নয়াদিল্লি, ২২ মে (হি. স.) : কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রী ডঃ হর্ষ বর্ধন বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার কার্যনির্বাহী বোর্ডের চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। শুক্রবার সংস্থার অনুষ্ঠিত ১৪৭ তম কার্যনির্বাহী বোর্ড সভায় তিনি চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন। এদিনই তিনি দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তিনি জাপানের ডাঃ হিরোকি নাকাতানির স্থলাভিষিক্ত হয়েছেন। গত ১৮—১৯ মে ৭৩তম বিশ্ব স্বাস্থ্য সভায় ভারতকে ৩৪ সদস্যের কার্যনির্বাহী বোর্ডে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল। সেই থেকে ডাঃ হর্ষ বর্ধনের প্রতিনিধিত্ব শক্তিশালী হয়ে উঠে বলে মনে হচ্ছিল।

ডঃ হর্ষ বর্ধন শুক্রবার কার্যনির্বাহী বোর্ডের চেয়ারম্যানের দায়িত্ব দিয়ে সম্মানিত করার জন্য সবাইকে ধন্যবাদ জানান। এই উপলক্ষে তিনি সমস্ত সদস্য দেশগুলির সাথে করোনা মোকাবিলায় সামনের সারির যোদ্ধা, স্বাস্থ্যকর্মী এবং চিকিৎসকদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। এদিন তিনি সকল সদস্যদের উদ্দেশ্যে বলেন, করোনা রোগটি মানবজীবনে এক দুঃখজনক অধ্যায় এবং আগামী দুই দশকে এ জাতীয় আরো অনেক চ্যালেঞ্জ-র মোকাবিলা করতে হবে। তাঁর কথায়, ওই সমস্ত চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় সুনির্দিষ্ট প্রচেষ্টার দরকার। এই মহামারী স্বাস্থ্য ব্যবস্থার ত্রুটিগুলি এবং প্রস্তুতি-তে উপেক্ষা করার ফলাফলগুলি সম্পর্কে আমাদের অবগত করেছে। তাঁর দাবি, বৈশ্বিক সঙ্কটের সময়ে ঝুঁকি মোকাবিলার বিভিন্ন উপায় ভাগ করে নেওয়ার সাথে অংশীদারিত্ব আরও জোরদার করার প্রয়োজন হবে।

করোনার সংক্রমণ মোকাবেলায় ভারত সফল

দেশে করোনার মোকাবেলা করার ব্যবস্থা বর্ণনা করে তিনি বলেন, ভারতে ১৩৫ কোটি জনসংখ্যায় এক লাখেরও বেশি করোনার মামলা রয়েছে এবং মৃত্যুর হার তিন শতাংশ। যদিও সুস্থ হওয়ার হার ৪১ শতাংশ এবং করোনা আক্রান্তের হার দ্বিগুণ হতে ১৩ দিন সময় নিচ্ছে। তাঁর কথায়, সময়ে সময়ে করোনার মোকাবেলায় ভারত পদক্ষেপ নিয়েছে এবং সংক্রমণের গতি থামাতে সক্ষম হয়েছে। তিনি আশ্বস্থ করে বলেন, সদস্য দেশ এবং সংস্থার অংশীদাররা সকলের স্বার্থ বিবেচনায় রেখে স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে সংস্কারকে জোরদার করতে এবং টেকসই উন্নয়ন-কে ত্বরান্বিত করতে সহযোগিতা করব ডাঃ হর্ষ বর্ধন-র দাবি, সুস্বাস্থ্য অর্জন প্রতিটি মানুষের অন্যতম মৌলিক অধিকার, ডব্লিউএইচও এই নীতিতে বিশ্বাস করে, যা প্রত্যেককেই কোনও বৈষম্য ছাড়াই পাওয়া উচিত। তবে তা যে কোনও বর্ণ, ধর্ম, রাজনৈতিক বিশ্বাস, অর্থনৈতিক বা সামাজিক অবস্থানের সাথে সম্পর্কিত হোক। তাই, সমস্ত সদস্য দেশকে একসঙ্গে কাজ করার জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হওয়া উচিত, প্রত্যয়ের সাথে বলেন তিনি।

করোনা আক্রান্ত কংগ্রেস নেতা সঞ্জয় ঝা

নয়াদিল্লি, ২২ মে (হি. স.) : এবার করোনায় আক্রান্ত হলেন কংগ্রেস নেতা সঞ্জয় ঝা। শুক্রবার নিজেই ট্যুইট করে করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হওয়ার কথা জানালেন তিনি। বললেন, 'কখনই ভাইরাস সংক্রমণের সম্ভাবনা এড়িয়ে যাওয়া উচিত নয়।' আগামী ১০-১২ দিন তিনি কোয়ারেন্টাইনে থাকবেন বলে জানিয়েছেন। তবে তাঁর কোনও উপসর্গ নেই। এদিন ট্যুইট করে বলেন, 'সংক্রমণের সম্ভাবনা কখনই উড়িয়ে দেওয়া উচিত নয়। আমাদের প্রত্যেকেরই ঝুঁকি আছে।'

পাকিস্তানে বিমান দুর্ঘটনায় শোক প্রকাশ করলেন প্রধনামন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী

নয়াদিল্লি, ২২ মে (হি. স.) : পাকিস্তানে বিমান দুর্ঘটনায় টুইটারে শোক প্রকাশ করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। টুইটারে তিনি লেখেন, "পাকিস্তানের বিমান দুর্ঘটনায় প্রাণহানিতে আমি গভীরভাবে শোকাহত।। নিহতদের পরিবারের প্রতি আমাদের সমবেদনা এবং আহতদের দ্রুত উদ্ধারের কামনা করছি।" প্রসঙ্গত, অবতরণ করার ঠিক এক মিনিট আগে করাচি বিমানবন্দরের কাছে ভেঙে পড়ে লাহোর থেকে রওনা হওয়া পাকিস্তান ইন্টারন্যাশনাল এয়ারলাইন্সের একটি বিমান। ঘটনায় এখনও পর্যন্ত ১৪ জনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গিয়েছে। বিমানটিতে ৯৮ যাত্রী ছিল বলে জানা গিয়েছে। করাচি বিমানবন্দর থেকে ঢিল ছোঁড়া দূরত্বে মালিরের মডেল কলোনির কাছে জিন্নাহ গার্ডেন এলাকায় এই দুর্ঘটনা ঘটেছে। বিমান বিধ্বস্তের ঘটনায় এলাকার বাড়িঘরও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। বেশ কয়েকটি বাড়িতে আগুন লেগেছে। ঘটনার পরপরই খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছে উদ্ধারকর্মীরা তৎপরতা শুরু করেন। পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী ইমরান খান এ ঘটনায় গভীর দুঃখ প্রকাশ করে দুর্ঘটনার বিষয়টি দ্রুত তদন্ত করার আশ্বাস দিয়েছেন।

রোহিঙ্গাদের ইউরোপে আশ্রয় দিতে বাংলাদেশের আহ্বান

মনির হোসেন,ঢাকা,মে ২২।। বাংলাদেশ ১১ লাখ রোহিঙ্গাকে আশ্রয় দিয়েছে। আমাদের পক্ষে এর বেশি আর সম্ভব নয়। যারা বিশ্বে বড় বড় মাতব্বর, যারা সব সময় আমাদের উপদেশ দেন, তারা কিছু রোহিঙ্গা নিতে পারেন। তবে তারা নেন না। শুক্রবার সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বাংলাদেশের বিদেশ মন্ত্রী ড একে আব্দুল মোমেন এ কথা বলেন। ড মোমেন বলেন, সেদিন ইউরোপের একজন রাষ্ট্রদূত আমার কাছে এসেছিলেন। আমি বললাম, আমার দেশের মাথাপিছু আয় দুই হাজার ডলার, আর আপনার দেশের মাথাপিছু আয় ৫৬ হাজার ডলার। আমার দেশে প্রতি বর্গমাইলে ১২শ লোক থাকেন আর আপনার দেশে প্রতি বর্গমাইলে ১৫ জন লোক থাকেন। আপনারা কিছু রোহিঙ্গা নিয়ে যান। আমাদের কোনো আপত্তি নেই। মন্ত্রী বলেন, রোহিঙ্গারা ক্যাম্পে অনেক ঘিঞ্জি পরিবেশে থাকেন। আর এখানে অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড করেন। তারা ভাসানচরে গেলে কাজের সুযোগ পাবেন। রাখাইনে যেমন মাছ ধরতেন, কৃষিকাজ করতেন, তেমন সুবিধা সেখানেও পাবেন। তারা অর্থনৈতিক কাজে যুক্ত হতে পারবেন। এতে তাদের ভালো হবে। ড় মোমেন আরো বলেন, ভাসানচরে যাতায়াতের সমস্যার কথা বলছেন অনেকেই। তবে যারা বলছেন, তারা বোট সার্ভিস চালু করতে পারেন। কেন তারা এই সার্ভিস চালুর জন্য এগিয়ে আসছেন না।

যাদবপুর লোকসভা কেন্দ্রের ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা পর্যবেক্ষণ মিমির

কলকাতা, ২২ মে (হি স):ঘূর্ণিঝড় আমফানের তাণ্ডবে ভিত গোটা বাংলা।আমফানের দাপটে ওলট পালট তিলোত্তমা। আর্তেল শুক্রবার যাদবপুর লোকসভা কেন্দ্রের ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা পর্যবেক্ষণ করলেন তারকা সংসদ মিমি।

বুধবার ১৩৩ কিলোমিটার বেগে ঘূর্ণিঝড় আমফান কলকাতার উপর দিয়ে বয়ে গিয়েছে। তার দাপটে ভেঙে গিয়েছে গাছ এবং বিদ্যুতের খুঁটি। উড়ে গিয়েছে বহু বাড়ির ছাদ চাল। কলকাতার মতো দশা উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পূর্ব মেদিনীপুর, হাওড়া, হুগলি, নদিয়া-সহ একাধিক জেলার। ক্ষতিগ্রস্ত বহু মানুষ।আমফানের জেরে ব্যাপক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে সোনারপুর, বারুইপুরের বিভিন্ন এলাকা।আমফানের প্রভাবে থরহরি কম্প এই সব এলাকার মানুষজন শুক্রবার বারুইপুর, সোনারপুর এবং ভাঙ্গরে আমফানে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা ঘুরে দেখলেন তারকা সাংসদ ও তাঁর প্রতিনিধি দল।যাদবপুর লোকসভা কেন্দ্রের ক্ষতিগ্রস্ত মানুষদের সঙ্গে দেখা করেন মিমি।

নয়জন লামডিং রেলওয়ে হাসপাতালের আইসোলেশনে

লামডিং (অসম), ২২ মে (হি.স.) : ডিমা হাসাও জেলার এক ব্যক্তি সহ মোট নয় জনকে লামডিং রেলওয়ে হাসপাতালের আইসোলেশন ওয়ার্ডে রাখা হয়েছে। বহিঃরাজ্য থেকে শুক্রবার ভোরে শ্রমিক স্পেশাল ট্রেনে লামডিং জংশনে এঁদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হয়েছিল। পরীক্ষায় ওই নয় ব্যক্তির শরীরে প্রচণ্ড জ্বরের উপসর্গ ধরা পড়ে। সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের লামডিং রেলওয়ে হাসপাতালের আইসোলেশন ওয়ার্ডে নিয়ে ভরতি করা হয়েছে। ওই নয় ব্যক্তির মধ্যে একজন ডিমা হাসাও জেলার এবং অন্য একজন কারবি আংলং জেলার বলে জানা গিয়েছে। এরা সবাই বহিঃরাজ্যে কর্মরত ছিলেন। শুক্রবার সকালে ওই নয় ব্যক্তি শ্রমিক স্পেশাল ট্রেনে লামডিং জংশনে এসে পৌঁছেছিলেন। তাঁদের উপযুক্ত চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হচ্ছে বলে প্রশাসনিক সূত্রের খবর।

ঘূর্ণিঝড় আমফান : মমতা-কে ফোন করে খোঁজ নিলেন রাষ্ট্রপতি ও বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী

কলকাতা, ২২ মে (হি. স.) : দানবীয় ঘূর্ণিঝড় আমফান-এ ক্ষতিগ্রস্ত পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান পরিস্থিতি সম্পর্কে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দোপাধ্যায়-র কাছে খোঁজ নিলেন রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ এবং বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। মুখ্যমন্ত্রী নিজেই আজ এ-বিষয়ে জানিয়েছেন।

শুক্রবার দুপুরে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় একটি টুইট করেন। তাতে তিনি লিখেন, আমি রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি, তিনি ফোনে পশ্চিমবঙ্গের পরিস্থিতি নিয়ে দুঃখ প্রকাশ করেছেন। সাথে আশ্বস্থ করেছেন, বাংলার দুর্দশা ধীরে ধীরে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসবে। আমরা একসাথে এই পরিস্থিতি থেকে বেরিয়ে আসব। এদিন দুপুরেই বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাথে ফোনে পরিস্থিতির খোঁজ খবর নিয়েছেন। তাঁরা প্রায় ১৫ মিনিট আমফান ঘূর্ণিঝড় সম্পর্কে কথা বলেছেন। শেখ হাসিনা মুখ্যমন্ত্রীকে জানিয়েছেন, ঘূর্ণিঝড়ের কারণে বাংলাদেশেও ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। কমপক্ষে ১২ জন মারা গেছে। আড়াই লাখেরও বেশি বাড়িঘর ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে। এদিকে, দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল এবং ওড়িশার মুখ্যমন্ত্রী নবীন পট্টনায়েকও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে ফোনে এই সঙ্কটের মুহূর্তে একাত্মতা প্রকাশ করেছেন।

''মুখ্যমন্ত্রী আমাদের সাথ দিয়েছে এই বদল আমার ভালো লেগেছে'': মন্তব্য রাজ্যপালের

কলকাতা, ২২ মে (হি স): ঘূর্ণিঝড় আমফানের দাপটে বিধ্বস্ত বাংলা। শুক্রবার বিধ্বস্ত এলাকা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে আকাশপথে পরিদর্শনে করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। সঙ্গে ছিল রাজ্যপাল জগদীপ ধনখর। এরপর সাংবাদিক বৈঠক করে "মুখ্যমন্ত্রী আমাদের সাথ দিয়েছে এই বদল আমার ভালো লেগেছে" এমনটাই মন্তব্য করলেন রাজ্যপাল। আমফান মোকাবিলায় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের তহবিলে ৫০ লক্ষ টাকা অনুদান করেছেন রাজ্যপাল জগদীপ ধনখরের। সেই প্রসঙ্গ টেনে রাজ্যপাল বলেন, "৫০ লক্ষ টাকা এমন কিছু বড় অঙ্ক নয়।এই কঠিন সময়ে আপনি কত টাকা সাহায্য করছেন সেটা কোনও বিষয় নয়।এই সংকটের সময় রাজ্যের সাহায্যে সবাইকে এগিয়ে আসা প্রয়োজন "। এরপরেই প্রধানমন্ত্রীর রাজ্যে আসা প্রসঙ্গ টেনে রাজ্যপাল বলেন ," আজ প্রধানমন্ত্রী রাজনৈতিক নেতা রূপে এখানে আসেননি। লোকের দুঃখ ভাগ করে নিতে এসেছিলেন। সবাইকে একথাই বলতে এসেছিলেন কেন্দ্র এবং রাজ্য একসঙ্গে হয়ে এমন ব্যবস্থা করবে যাতে সব ক্ষতিগ্রস্ত জায়গা পুনর্গঠন হবে।আজ প্রধানমন্ত্রী-মুখ্যমন্ত্রী একসঙ্গে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা পরিদর্শন করেছেন।মুখ্যমন্ত্রী আমাদের সাথ দিয়েছেন।এটা অনেক বড় একটা বদল। এই বদল আমার ভালো লেগেছে। এইসময় কেন্দ্র সরকার রাজ্য সরকারকে একসঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে চলতে হবে। এখন রাজনীতিকে অনেক দূরে রাখতে হবে। এটা রাজনীতি করার সময় নয়"।

চরম অব্যবস্থা করিমগঞ্জের সুতারকান্দি ট্রেড সেন্টারের কোয়ারেন্টাইন শিবিরে

করিমগঞ্জ (অসম), ২২ মে (হি.স.) : সুতারকান্দি ট্রেড সেন্টারে কোয়ারেন্টাইন শিবিরে চরম অব্যবস্থার অভিযোগ উঠেছে। বহির্রাজ্য থেকে পাঁচ দিনের ট্রেন যাত্রা করে বাড়ি ফিরে আগত ৪৪ জন ছাত্র সহ পরিযায়ী শ্রমিককে কোয়ারেন্টাইন সেন্টারে বিশ্রাম নেওয়ার পরিবর্তে, গোটা রাত কাটাতে হয়েছে ট্রেড সেন্টারের মেঝে, বারান্দা ও সিঁড়িতে বসে। বহির্রাজ্য থেকে ট্রেন সফর করে বাড়ি ফিরেছেন করিমগঞ্জের বিভিন্ন প্রান্তের ৪৪ জন যুবক। বৃহস্পতিবার রাত আনুমানিক দুটো নাগাদ তাঁরা বদরপুর জংশনে পৌঁছেন। সেখানে তাঁদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করে প্রশাসনের ব্যবস্থায় ৪৪ জন যুবককে নিয়ে আসা হয় করিমগঞ্জ সুতারকান্দি ট্রেড সেন্টারের কোয়ারেন্টাইনে। কিন্তু মাঝরাতে ট্রেড সেন্টারের সামনে গাড়ি থেকে নামিয়ে দিয়েই দায়িত্ব সেরে নেন দুই সরকারি আধিকারিক। বহির্রাজ্য থেকে বাড়ি ফেরত যুবকদের অভিযোগ, তাঁদেরকে রাতে গাড়ি থেকে নামিয়ে সেখান থেকে গাড়ি নিয়ে কেটে পড়েন দায়িত্বপ্রাপ্ত সরকারি কর্মচারীরা। কোথায় থাকবেন, কী নিয়ম নীতি রয়েছে কোয়ারেন্টাইন সেন্টারের, কোনও কিছু জানানো হয়নি তাদের। ট্রেড সেন্টারের একটি ভবন পুরোপুরি বন্ধ ছিল। আর অন্য একটি ভবনে আগে থেকেই কয়েকজন কোয়ারেন্টাইনে রয়েছে। আর সেই কক্ষেই মাত্র ৭ টি বিছানা খালি রয়েছে দেখে ৪৪ জনের মধ্যে মাত্র সাতজন দখল নেন সেখানে। রাতে সেখানে কর্মরত ছিলেন দুই পুলিশ কর্মী। অসহায় হয়ে তাঁরা দুই পুলিশ কর্মীর সঙ্গে যোগাযোগ করলেও কোন সুরাহা হয়নি তাদের। সকাল পর্যন্ত দেওয়া হয়নি কোনও ধরনের খাদ্য সামগ্রীর যোগান। তাই বাধ্য হয়ে বৃষ্টির রাতে বারান্দার মেঝে ও সিঁড়িতে কাপড় পেতে রাত কাটাতে হয় তাদের।

কোয়ারেন্টাইন সেন্টারের এই চরম অব্যবস্থার চিত্র নিজেদের মোবাইলে ভিডিও রেকর্ডিং করে তারা বিধায়ক কমলাক্ষ দে পুরকায়স্থের মোবাইলে পাঠান। গ্রামেগঞ্জে ১০৮ পরিষেবা নামে খ্যাত বিধায়ক তাদের ডাকে সাড়া দিয়ে ভোরবেলায়ই ছুটে যান সুতারকান্দি কোয়ারেন্টাইন সেন্টারে। বহির্রাজ্য থেকে বাড়ি ফিরে এসে হয়রানির শিকার যুবকদের কাছে ক্ষমা চেয়ে বিধায়ক সঙ্গে সঙ্গে যোগাযোগ করেন জেলাশাসকের সঙ্গে। জেলাশাসকের নির্দেশ পেয়ে ছুটে আসেন সদর সার্কল অফিসার রাকেশ ডেকা। পরে অবশ্য সার্কল অফিসার রাকেশ ডেকার উপস্থিতিতে সমস্যার সমাধান হয়। রাতে ট্রেড সেন্টারের বন্ধ অন্য একটি ভবন খুলে দেওয়া হয় তাদের জন্য।

১৫ জুন থেকে সিকিমে খুলছে স্কুল, কলেজ

গ্যাংটক, ২২ মে (হি. স.) : এখনও পর্যন্ত সংক্রমণের ঘটনা না ঘটায় ১৫ জুন থেকে সিকিমে স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় খুলছে। সিকিম সরকারের তরফে এই সংক্রান্ত ঘোষণা করা হয়েছে। সিকিম সরকারের শিক্ষা দপ্তর সূত্রে খবর, কেজি থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত পড়ুয়াদের আপাতত স্কুলে আসতে হবে না। এছাড়া স্কুল খুললেও সকালের প্রার্থনাও বন্ধ থাকছে। পাশাপাশি স্কুল প্রাঙ্গণে সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখার বিষয়টি স্কুল কর্তৃপক্ষকে সুনিশ্চিত করার নির্দেশ দিয়েছে শিক্ষা দফতর। আপাতত শনিবার স্কুল ছুটি থাকছে না। স্কুলের বার্ষিক পরীক্ষা ২০২১ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে হবে। স্কুলের ক্ষেত্রে নানা বিধিনিষেধ থাকলেও কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়মিত ক্লাস হবে।

করিমগঞ্জ জেলায় ঈদগাহে নয় ঈদের নামাজ প্রশাসন আহূত সর্বদলীয় বৈঠকের সিদ্ধান্ত

করিমগঞ্জ (অসম), ২২ মে (হি. স.) : করিমগঞ্জ জেলায় ঈদের নামাজ ঈদগাহে আদায় না করে অন্য কোনও পবিত্র স্থানে সীমিত সংখ্যক মুসল্লি নিয়ে আদায় করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে প্রশাসন আহূত সর্বদলীয় এক বৈঠকে।

করিমগঞ্জের জেলাশাসকের কনফারেন্স হল-এ শুক্রবার ডিস্ট্রিক্ট ডেভেলপমেন্ট কমিশনার (ডিডিসি) রঞ্জিত কুমার লস্করের পৌরোহিত্যে অনুষ্ঠিত সর্বদলীয় বৈঠকে সর্বসম্মতিক্রমে এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। ঈদগাহের পরিবর্তে ব্যক্তি বিশেষের বাড়িতে বা অন্য কোনও পবিত্রস্থানে সীমিত সংখ্যক মুসল্লি নিয়ে ছোট ছোট জমায়েতে ঈদের নামাজ আদায়ের পক্ষে রায় দেন আজকের বৈঠকে আমন্ত্রিত বিভিন্ন দলের নেতা ও বিশিষ্টজনেরা। তবে ছোট ছোট জমায়েতগুলিতেও সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখার ব্যাপারে বিশেষ ভাবে গুরুত্ব আরোপ করার কথা বলা হয়। বর্তমান সময়ে বিশ্বে ত্রাস সৃষ্টিকারী কোভিড-১৯ মারণ ভাইরাস প্রতিরোধে সরকার কর্তৃক ঘোষিত বিধিনিষেধ মেনে ঈদ উৎসব পালন করার উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন সকলেই। ঈদের কেনাকাটায় হাটবাজারে সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে চলতে জেলাবাসীর প্রতি আহ্বান জানান এদিনের বৈঠকে উপস্থিত বিভিন্ন দলের নেতা ও বিশিষ্ট ব্যক্তিরা। মারণ ভাইরাস প্রতিরোধে সরকারি গাইড লাইন মেনে চলতে জেলাবাসীর প্রতি কড়া বার্তা দেন ডিডিসি রঞ্জিত কুমার লস্কর। সেই সঙ্গে জেলার ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের প্রতি ঈদের শুভেচ্ছা জানানোর পাশাপাশি পবিত্র ঈদ উৎসব সকলের জীবনে সুখ শান্তি ও সমৃদ্ধি নিয়ে আসুক এই কামনা করেন তিনি।

জেলাশাসকের কনফারেন্স হল-এ অনুষ্ঠিত প্রশাসন আহগূত আজকের সর্বদলীয় বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন উত্তর করিমগঞ্জের বিধায়ক কমলাক্ষ দে পুরকায়স্থ, বদরপুরের বিধায়ক জামাল উদ্দিন আহমদ, দক্ষিণ করিমগঞ্জের বিধায়ক আজিজ আহমদ খান, হবিবুর রহমান চৌধুরী, জেলা বিজেপির পক্ষে কৃষ্ণ দাস, জেলা কংগ্রেস সভাপতি সতু রায়, এআইইউডিএফ জেলা সভাপতি আজিজুর রহমান তালুকদার, মওলানা আসাব উদ্দিন, দেওয়ান আব্দুল হেকিম প্রমুখ।

অল ইন্ডিয়া ইউটিইউসি এর উদ্যোগে বিভিন্ন দাবিতে প্রতিবাদ দিবস পালন করা হয়। শুক্রবার। ছবি- নিজস্ব।

হরেকরকম ○ হরেকরকম ○ হরেকরকম

ঘর ভাঙল ট্রান্সফরমার নায়িকার

ভেঙে গেল হলিউড তারকা মেগান ফক্স ও ব্রায়ান অস্টিন গ্রিনের ১০ বছরের সংসার। ট্রান্সফরমারসহ বেশ কিছু ছবিতে অভিনয় করে জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলেন মেগান। মন ছুটে গিয়েছিল তাঁর। স্বামী ও তিন সন্তানকে ছাড়াই নিজের মতো বাঁচতে বেশি স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করছিলেন তিনি। তাই সংসারের মায়ায় নিজেকে বেঁধে রাখতে পারেননি এই অভিনয়শিল্পী।

সম্প্রতি স্ত্রীর সঙ্গে বিচ্ছেদের ঘটনাটি প্রকাশ করেছেন ব্রায়ান। তবে তাঁদের দুজনের মাঝখানে তৃতীয় ব্যক্তির অনুপ্রবেশকে খুব বেশি গুরুত্ব দিচ্ছেন না এই অভিনেতা। এক অনুষ্ঠানে এ প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন, ''বাড়ির বাইরে শুটিংয়ে একা একা দারুণ সময় কাটে মেগানের। স্বামী-সন্তান-সংসারের চেয়েও নাকি সেই সময়গুলো বেশি আনন্দের। তাই আমাদের আর একত্রে থাকা হলো না।'' অবশ্য এটা তাঁর ইচ্ছে নয়, ভেতরকার অনুভব। তাঁর নিজের মতো থাকার অধিকার আছে।

স্ত্রীকে এতটুকু দোষারোপ না করে বরং ব্রায়ান বলেছেন, ''চমৎকার একটা জীবন কাটিয়েছি আমরা। আমি সব সময় তাকে ভালোবাসব, জানি সেও বাসবে। ছুটিছাটায় সন্তানদের নিয়ে পরিবারের মতো করেই সময় কাটাব। বাচ্চাদের দিকে আমরা অবশ্যই বিশেষভাবে নজর দেব।''র‍্যাপার মেশিন গান কেলির কথাও বাদ দেননি ব্রায়ান। জানিয়েছেন, ওরা ভালো বন্ধু। মেগানও নাকি তার খুব প্রশংসা করেছে। মিডনাইট ইন দ্য সুইচগ্রাস ছবির শুটিং সেটে তাঁদের পরিচয়। সেখান থেকেই বন্ধুতা। তাঁকে নিয়ে তেমন নেতিবাচক কিছু ভাবতে চান না অভিনেতা ব্রায়ান। এমনকি ভক্তদেরও বলেছেন, ''আমাকে ক্ষতিগ্রস্ত আর কেলিকে ভিলেন ভাববেন না যেন!''

আলুর ভালো মন্দ যাচাই

আলু খেয়ে ভাতের ওপর চাপ কমাতে চাইলে বরং জেনে নিন ভালো আলু চেনার উপায়।আগে যা করতে হয়নি এখন এই গৃহবন্দি জীবনে হয়ত অনেক কিছুই করতে হচ্ছে।বাজার করা, সবজি সংরক্ষণ বা রান্না করার মতো বিষয়গুলো যাদের ক্ষেত্রে নতুন তারা-সহ সবাকেই জানানোর জন্য আলু-বিষয়ক সাধারণ কিছু বিষয় এখানে তুলে ধরা হল।আর তথ্যগুলো নেওয়া হয়েছে বিভিন্ন কৃষি ও পুষ্টিবিষয়ক ওয়েবসাইটে প্রকাশিত প্রতিবেদন থেকে।হয়ত অনেকেই ভাববেন এত সবজি থাকতে আলু কেন? কারণ আলু এমনই এক সবজি যা যেকোনভাবেই খাওয়া যায়। সহজে রান্না করা যায়। আর সঠিকভাবে সংরক্ষণ করতে পারলে টেকেও অনেকদিন।

আলু খারাপ কিনা তা বোঝার উপায়

আলুতে কোনো রকম ছত্রাক দেখা দিলে তা কোনোভাবেই খাওয়া ঠিক নয়। কারণ ছত্রাকের অংশ কেটে ফেললেও এর ভেতরে ছত্রাক ছড়িয়ে পড়ে। যদি আলু কিছুটা নরম হয় বা অঙ্কুরিত থাকে তাহলে কী করবেন? মনে রাখতে হবে যতক্ষণ আলু দেখতে টানটান লাগবে ততক্ষণ পর্যন্ত তা রান্না করা যাবে। আলুর ৮০ শতাংশ পানি। তাই নরম হওয়ার মানে হল আলুর ভেতর পানি শুকাচ্ছে। তবে খুব বেশি নরম বা সংকুচিত হলে তা না খাওয়াই ভালো।

সবুজাভ রং হলে

আলুর রং সবুজ হয়ে আসলে তা খাওয়া ঠিক নয়।'ইউনাইটেড স্টেটস ডিপার্টমেন্ট অফ এগ্রিকালচার (ইউএসডিএ)'র তথ্যানুসারে অনুসারে, আলুর ওপরে সবুজভাব দেখা দেওয়া মানে হল এতে বিষাক্ত যৌগ সোলেনিন রয়েছে। যা মাথা ব্যথা, বমি-বমিভাব এবং স্নায়ুবিক নানান সমস্যার কারণ হতে পারে।ইউএসডি আরও জানায়, সবুজভাব যদি কেবল আলুর ত্বকে দেখা দেয় তবে তা ফেলে দিয়ে আলু খাওয়া যাবে। কিন্তু আলুর ভেতরের অংশে যদি সবুজভাব প্রবেশ করে তবে তা না খাওয়া উচিত। কারণ এই অংশ তিতা স্বাদযুক্ত।

সঠিকভাবে সংরক্ষণ করা হলে আলু কয়েক সপ্তাহ এমনকি এক মাসও ভালো থাকে।

- কেনার সময় দাগ মুক্ত, কাটা বা ছোপ নেই এমন আলু বেছে নিন।
- কেনার পরে আলু প্লাস্টিকের ব্যাগে না রেখে বাতাস চলাচল করে এমন প্যাকেটে রাখুন।
- রান্নার প্রয়োজন ছাড়া আলু ধোয়া যাবে না। আলুর খোসার ওপর জমে থাকা ময়লা একে অকালে পচে যাওয়া থেকে রক্ষা করে এবং আর্দ অবস্থায় আলু সংরক্ষণ করা হলে তা ছত্রাকের সৃষ্টি করতে পারে।
- আলু ঠাণ্ডা স্থানে সংরক্ষণ করুন, ঠাণ্ডা তাপমাত্রায় নয়। ৪৫-৫৫ ডিগ্রি ফারেন্টহাইট তাপমাত্রা আলু সংরক্ষণের জন্য উপযোগী। খুব বেশি শীতল স্থানে (রেফ্রিজারেটরে) রাখালে তা আলুর স্বাদ ও গঠনে পরিবর্তন আনে। ৫৫ ডিগ্রি ফারেন্টহাইটের ওপরে আলু সংরক্ষণ করা হলে তা আলুর পানিশূণ্যতার সৃষ্টি করে।
- অতিরিক্ত সূর্যালোকের কারণে আলু সবুজ হয়ে যেতে পারে। তাই একে সূর্যালোক থেকে খনিকটা দূরে অন্ধকার স্থানে রাখা উচিত। - আলু ও পেঁয়াজ কখনই এক সঙ্গে রাখবেন না। কারণ পেঁয়াজ এক ধরনের গ্যাস নিঃসরণ করে যা আলুর দ্রুত পচনের জন্য দায়ী।

প্রাকৃতিকভাবে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ানোর উপায়

রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে প্রয়োজন স্বাস্থ্যকর ও পুষ্টিকর খাবার।বিপাকক্রিয়া বৃদ্ধি ও রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা ভাইরাস মোকাবিলা করতে সাহায্য করে।পুষ্টিবিষয়ক একটি ওয়েবসাইটে প্রকাশিত প্রতিবেদন থেকে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ানোর উপায় সম্পর্কে জানানো হল।ভিটামিন ডি সমৃদ্ধ খাবার: ভাইরাসের সঙ্গে মোকাবেলা করতে ভিটামিন ডি'র উপকারিতা প্রমাণিত। যা সংক্রমণ থেকে সুরক্ষা পেতে সহায়তা করে।ভিটামিন ডি পাওয়ার সবচেয়ে ভালো উপায় হল সূর্যালোক। লকডাউনের কারণে যেহেতু এখন বাইরে যাওয়া সম্ভব না তাই খাবারের মাধ্যমে ভিটামিন ডি গ্রহণ করার ব্যবস্থা করতে হবে।মাছ, ডিম ও মাশরুম বিপাক বাড়ানোর পাশাপাশি রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে সাহায্য করে।এগুলোর পাশাপাশি, পর্যাপ্ত ঘুম, ধূমপান ও নেশার অভ্যাস বাদ দেওয়া, মানসিক চাপ কমানো ও পর্যাপ্ত পানি পান করা জরুরি বলে পরামর্শ দেন, ভারতের ইন্টারন্যাশনাল ফার্টিলিটি সেন্টারের প্রতিষ্ঠাতা ও স্ত্রীরোগ-ধাত্রীবিদ্যা বিশেষজ্ঞ ডা. রিতা বকশি।প্রদাহনাশক খাবার: শরীরেরে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে প্রদাহনাশক খাবার খাওয়া প্রয়োজন। হলুদ, টমেটো, জলপাইয়ের তেল, আদা, মাছের তেল, আখরোট, বেরি ইত্যাদি ওমেগা-থ্রি সমৃদ্ধ খাবার রোগ প্রতরোধ ক্ষমতা বাড়াতে সাহায্য করে।আঁশ সমৃদ্ধ খাবার: আঁশ সমৃদ্ধ খাবার শরীরে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে পর্যাপ্ত পুষ্টি উপাদান সরবারহ করে। এটা খনিজ ও ভিটামিন সমৃদ্ধ যা শরীরের পর্যাপ্ত সম্পূরক যোগায়।আঁশ-জাতীয় খাবার শরীরে দুর্বলতা ও রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা হ্রাস করে এমন সংক্রমণ ও ভাইরাসের বিরুদ্ধে কাজ করে।বর্তমান সময়ে শরীরে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ানো সবচেয়ে বেশি জরুরি। নতুন ভাইরাস বা ফ্লু'র থেকে নিজেকে নিরাপদ রাখতে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায় এমন খাবার যেমন- দই, পালংশাক, কাঠবাদাম, গ্রিন টি, সূর্যমুখীর বীজ, টক ফল ইত্যাদি খাবার প্রতিদিনকার খাবার তালিকায় যোগ করার পরামর্শ দেন ডা. বকশি।

বার বার ধোয়ার কারণে হাত শুষ্ক হলে

অতিরিক্ত ধোয়ার কারণে শুষ্ক হওয়া হাত আর্দ রাখার জন্য রয়েছে প্রাকৃতিক উপাদান। করোনাভাইরাসের তাণ্ডব মোকাবেলায় ঘরে থাকা আর হাত ধোয়া ছাড়া আর কোনো হাতিয়ার আমাদের এখন পর্যন্ত নেই। বার বার হাত ধোয়ার কারণে হাত শুষ্ক হয়ে যাচ্ছে। বিশেষ করে অ্যালকোহলযুক্ত স্যানিটাইজার ব্যবহার করলে এই শুষ্কতা আরও বাড়ছে।অনেকের আবার অতিরিক্ত স্যানিটাইজার ব্যবহারের কারণে হাতের চামড়াও উঠছে। তাই বলে হাত পরিষ্কার রাখা তো আর বন্ধ রাখা যাবে না।

তাই স্বাস্থ্যবিষয়ক একটি ওয়েবসাইটে প্রকাশিত প্রতিবেদন অবলম্বনে জানানো হল এমন পরিস্থিতিতে হাতের ত্বকের যত্ন নেওয়ার উপায়।অ্যালো ভেরা: ত্বককে প্রশান্তি দেওয়ার ক্ষমতা থাকে অ্যালোভেরাতে। এছাড়াও এতে থাকে ব্যাক্টেরিয়ানাশক ও প্রদাহনাশক গুণাবলীও। বাজারে আজকাল বেশ সহজলভ্য অ্যালো ভেরা, আবার বাসাতেও সহজেই অ্যালে ভেরার গাছ লাগিয়ে ফেলতে পারেন। প্রাকৃতিক এবং নিরাপদ ময়েশ্চারাইজার হিসেবে অ্যালোভেরার জুড়ি মেলা ভার।

পেট্রোলিয়াম জেলি: এই খনিজ উপাদানটি ময়েশ্চাইজার হিসেবে আমরা ব্যবহার করে আসছি বহু বছর ধরে। এটি ত্বকের ওপর তৈরি করে সুরক্ষা কবচ, ধরে রাখে তার জৈবিক তেল।সূর্যমুখীর তেল: বিশেষজ্ঞদের মতে এই তেল ময়েশ্চারাইজার হিসেবে ব্যবহার করলে ত্বকের স্বাভাবিক আর্দতা ধরে রাখার পদ্ধতি জোরদার হয়।ওটস: গোসলের পানিতে যেকোনো ধরনের ওটস মিশিয়ে নিয়ে তা ত্বকের ক্ষয়পূরণ করতে সাহায্য করে। এছাড়াও জলপাইয়ের তেলের সঙ্গে ওটস মিশিয়ে ত্বকের প্রয়োগ করলেও উপকার পাওয়া যায়।গ্লাভস: ঘরের কাজ নিজে করাই ভালো। গৃহস্থালী বিভিন্ন কাজে যথেষ্ট মাত্রায় শরীরচর্চা হয়। তবে পানি নিয়ে যেকোনো কাজ করার সময় রাবারের গ্লাভস ব্যবহার করলে হাতের শুষ্কতা কমবে। কারণ লম্বাসময় পানিতে হাত ভেজা থাকলে ত্বকের জৈবিক তেল ধুয়ে যায়।লেবুর রস: শুষ্ক ত্বকের সমাধানে লেবুও বেশ কার্যকর। এর রসে প্রচুর পরিমাণে পটাশিয়াম থাকে যা ত্বকের ক্ষয়পূরণ করে। ত্বকের শুষ্কতার কারণে যে বলিরেখা দেখা দেয় সেটা দূর করতে লেবুর রস অত্যন্ত উপকারী।নারিকেল তেল: ময়েশ্চারাইজার হিসেবে নারিকেল তেল যেমন নিরাপদ, তেমনি পেট্রোলিয়াম জেলির মতোই কার্যকর। এর নিয়মিত ব্যবহারে ত্বকের আর্দতা বাড়ে, সেই সঙ্গে বাড়ে ত্বকের উপরিভাগের 'লিপিড ফ্যাট'য়ের মাত্রাও। নারিকেল তেলে থাকে 'স্যাচুরেইটেড ফ্যাটি অ্যাসিড' যা শুষ্ক ত্বকের ক্ষয়পূরণ করে ত্বককে মসৃণ করে তোলে। মধু: ত্বক আর্দ রাখার পাশাপাশি প্রদাহ দূর করতে সাহায্য করে মধু। ত্বকের যত্নে একটি আদর্শ উপাদান এটি। মধু সরাসরি ত্বকের প্রয়োগ করতে পারেন নিশ্চিন্তে।

দাঁত ও মাড়ির জন্য উপকারী খাবার

দাঁত পরিষ্কার রাখা, ফ্লসিং ও কুলকুচি ছাড়াও খাদ্যভ্যাস দাঁত ও মাড়ি সুস্থ রাখতে সাহায্য করে।স্বাস্থ্য-বিষয়ক একটি ওয়েবসাইটে প্রকাশিত প্রতিবেদন থেকে দাঁত ও মাড়ি সুস্থ রাখতে কয়েকটি খাবারের নাম সম্পর্কে জানানো হল।দুধ ও দুগ্ধজাত খাবার: ক্যালসিয়াম সমৃদ্ধ যা দাঁত ও হাড় ভালো রাখে। দুধে আছে ক্যাসেইন যা মুখগহ্বরের ক্ষরীয়ভাব নিষ্ক্রিয় করে। পনির দুধ-জাতীয় আরেকটি উন্নত খাবার যা মুখে লালার নিঃসরণ বাড়ায় এবং মুখ ও দাঁত পরিষ্কার রাখে। দইয়ের প্রোবায়োটিক মুখ ও দাঁতের স্বাস্থ্য সুরক্ষিত রাখে।

কপি-জাতীয় সবজি ও ফল: এই ধরনের খাবার উচ্চ আঁশ সমৃদ্ধ যার মানে হল তা ভালো মতো চিবিয়ে খেতে হয়। এটা দাঁত ও মাড়ি সুস্থ রাখে। তাছাড়া এইসকল খাবার থেকে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন ও খনিজ পাওয়া যায় যা সার্বিকভাবে শরীর ভালো রাখে ও রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়।

কাঁচা-পেঁয়াজ: দাঁত ও মাড়ি প্রাকৃতিকভাবে ভালো রাখে। এর গন্ধ অপছন্দ হলেও তা নিয়মিত খাওয়া হলে মুখের ব্যাক্টেরিয়ার সংক্রমণ দূর হয়। দাঁত এবং মাড়ি ভালো রাখতে সাহায্য করে। এটা দাঁতের স্বাস্থ্য ভালো রাখতে এটা খুব ভালো অ্যান্টি-মাইক্রোবিয়াল উপাদান সমৃদ্ধ।পানি: খাবারের কণা দাঁতের কোণায় আটকে থাকতে পারে এবং তা দীর্ঘ সময় আটকে থাকার ফলে ব্যাক্টেরিয়ায় সৃষ্টি হয়। পর্যাপ্ত পরমাণ পানি পান করলে এইসকল আটকে থাকা খাবারের কণা দূর হয়ে যায় ও সংক্রমণের সৃষ্টি হয়না। এছাড়াও খাওয়ার পরে কুলকুচির মাধ্যমে মুখ পরিষ্কার করা যেতে পারে। পানি 'পিএইচ' সমৃদ্ধ প্রাকৃতিক পরিষ্কার। এর কাজ চা বা কফি দিয়ে করার চেষ্টা করা ভুল। বরং যে কোনো মিষ্টি পানীয় ব্যবহারে দাঁতের ক্ষতি হতে পারে।

ঘরে থেকেও চোখে কালি পড়ার কারণ

অনিয়মিত জীবনযাপনের কারণে চোখের চারপাশে কালচেভাব হতে পারে।ঘরবন্দি জীবনের প্রভাবে বেশিরভাগ মানুষের দিন কাটছে মোবাইল, কম্পিউটার, টেলিভিশনের দিকে তাকিয়ে। স্বাভাবিক জীবনযাত্রায় এসেছে নানান বিশৃঙ্খলা। স্বাস্থ্যকর জীবনযাপনের অসংখ্য অভ্যাস হারিয়ে গেছে অবহেলায়। পাশাপাশি ঘুমের নিয়মেও পরিবর্তন এসেছে।অনেকেই সারারাত জেগে থাকছেন, ঘুমিয়ে পার করছেন পুরোদিন। খাদ্যাভ্যাসও চুলোয় গেছে। কোনো বেলায় কিছুই খাচ্ছেন না। আবার সিনেমা দেখার সময় উল্টোপাল্টা খাবার খাচ্ছেন লাগাম ছাড়া।এত অনিয়মে শুধু যে স্বাস্থ্যহানি হচ্ছে এমনটা নয়, ত্বকেরও ক্ষতি হচ্ছে অনেক। যার মধ্যে একটি হল 'ডার্ক সার্কেল' বা চোখের নিচে কালি পড়া।বিশৃঙ্খল জীবনযাপনের কারণে হওয়া নানান ত্বকের সমস্যার মধ্যে অন্যতম এই 'ডার্ক সার্কেল'।

ওয়েবএমডি'র প্রতিবেদন অনুযায়ী, ''শরীরের প্রধান মানসিক চাপ সৃষ্টিকারী হরমোন হল 'কর্টিসল', যা মস্তিষ্কের নির্দিষ্ট কিছু অংশে কাজ করার মাধ্যমে মেজাজ, কাজের উৎসাহ, ভয় ইত্যাদি নিয়ন্ত্রণ করে।''মোবাইলের পর্দায় চোখ লাগিয়ে পড়ে থাকা আর অনিদ্রার কারণে এই হরমোনের মাত্রা বাড়ে, ফলে মানুষ অলস হয়ে পড়ে। খাওয়া রুচি ও স্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাস নষ্ট হওয়ার পেছনেও 'কর্টিসল' হরমোনের ভূমিকা আছে, যা 'ডার্ক সার্কেল' দেখা দেওয়ার আশঙ্কা বাড়ায়।স্বাস্থ্যবিষয়ক একটি ওয়েবসাইটে প্রকাশিত প্রতিবেদনের আলোকে জানানো হল চোখের নিচের কালি বা 'ডার্ক সার্কেল' দূর করার উপায় সম্পর্কে।পানি পান: ত্বকের সকল সমস্যার পেছনেই অপর্যাপ্ত পানি পানের প্রভাব থাকে। ঘুমের সমস্যা, চোখ ফুলে থাকা, চোখের কালি ইত্যাদির সমাধানে আদর্শ উপায় পানি পান করা। পানি শরীর থেকে বর্জ্য অপসারণ করে, চোখের চারপাশের লবণের ঘনত্ব কমায়। তাই সুস্থ জীবনযাপনের একটি প্রধান উপায় হল পর্যাপ্ত পানি পান করা। শীতল ভাব: ঘুমের ঘাটতি থাকলে এবং চোখ ক্লান্ত মনে হলে অবশ্যই 'কোল্ড কম্প্রেস' নেওয়া উচিত। কাপড়ে কয়েক টুকরা বরফ পেঁচিয়ে নিয়ে তা দিয়ে চোখের ওপর আলতো করে চাপ দিন, চারপাশেও বুলিয়ে নিতে হবে। অথবা 'টি ব্যাগ' ঠাণ্ডা পানিতে কিছুক্ষণ ডুবিয়ে পরে সেগুলো চোখের ওপর রেখে দিতে পারেন। 'ডার্ক সার্কেল' কমার পাশাপাশি মানসিক প্রশান্তিও মিলবে এই পদ্ধতিতে।যোগ ব্যায়াম ও ধ্যান: নির্ঘুম রাতের অন্যতম কারণ হল মানসিক চাপ, যা 'ডার্ক সার্কেল' দেখা দেওয়া সম্ভাবনাও বাড়ায়। এক্ষেত্রে যোগ ব্যায়াম আর ধ্যান আপনার মন শান্ত করবে, জীবনে ভারসাম্য ফিরিয়ে আনতে সাহায্য করবে। অনিদ্রা দূর করার পাশাপাশি 'ডার্ক সার্কেল'ও দূর হবে এভাবে।পর্যাপ্ত ঘুম: চোখের নিচের অংশ ফুলে ওঠা কিংবা সেখানে কালি দেখা দেওয়া অসংখ্য কারণের মধ্যে অন্যতম হল ঘুমের অভাব। আর ঘুমই হল তার সমাধান। এজন্য প্রতিদিন একটানা আট ঘণ্টা নির্ভেজাল ঘুম অবশ্যই নিশ্চিত করতে হবে।

নিজেই নিজের চুল কাটলেন রাধিকা

করোনাকালে লকডাউনে ঘরে বসে মানুষ কী না করছে! এদিকে বিটাউন তারকারাও এখন সাধারণ মানুষের মতো বাসন মাজছেন, রান্না করছেন, ঘরকন্নার নানান কাজ করছেন। এমনকি চুল কাটতেও বেশ পটু হয়ে উঠেছেন তাঁরা। প্রিয়জনের হেয়ারস্টাইলিংয়ের দায়িত্ব নিয়ে নিয়েছেন অনেক বিটাউন তারকা। এই যেমন বিরাট কোহলির চুল কেটে দিলেন আনুশকা। কিন্তু এ ক্ষেত্রে বলিউড অভিনেত্রী রাধিকা আপ্তে আরও একটু ব্যতিক্রমী। নিজেই নিজের চুল কেটে ফেললেন তিনি।

প্রথমে লম্বা চুলের একটা ছবি শেয়ার করে রাধিকা ইনস্টাগ্রামে লিখেছেন, ''প্রথমে একটা কাঁচি নিয়ে এই চুলগুলোকে এখন কচকচ করে কাটা হবে। আমি আমার স্বাস্থ্যবান আর লম্বা চুল সত্যিই ভালোবাসি। কিন্তু এখন এগুলোকে বিদায় বলার সময় চলে এসেছে।''পরের ছবিতেই রাধিকাকে দেখা গেছে ছোট ছোট চুলে। আর ক্যাপশনে লিখেছেন, ''এই দেখুন, আমার ছোট ছোট চুল। মাথা তো নয়, মনে হচ্ছে মাশরুমগাছ।''বলিউড তারকাদের সাধারণত নিজস্ব হেয়ারস্টাইলিস্ট থাকে। তাঁদের পরামর্শমতো চলেন তাঁরা। কিন্তু রাধিকা এবার নিজেই নিজের চুল কেটে ফেললেন। অবশ্য মন্তব্যের ঘরে সবাই জানিয়েছেন, এই হেয়ারকাটে বেশ মানিয়েছে রাধিকাকে। রাধিকা নিজেও তাঁর নতুন হেয়ারস্টাইল নিয়ে বেশ সন্তুষ্ট।

রাধিকা এখন যুক্তরাজ্যের লন্ডনে আছেন। করোনার কারণে তিনিও গৃহবন্দী। সংগীতশিল্পী স্বামী বেনেডিক্ট টেলরের সঙ্গে দারুণ সময় কাটাচ্ছেন রাধিকা। লকডাউন বেশ উপভোগ করছেন তিনি। বই পড়ে, প্রিয় ওয়েব সিরিজ দেখে সময় কাটছে রাধিকার।

সিআইটিইউ বিভিন্ন দাবিতে সিটি সেন্টারের সামনে অবস্থান ধর্না আন্দোলন সংগঠিত করা হয়। ছবি ঃ নিজস্ব

বিদেশে আটকা পড়া ওসিআই-দের ভারত সফরের অনুমোদন দিয়েছে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক

নয়াদিল্লি, ২২ মে (হি. স.) : ভারতীয় বংশোদ্ভূত বিদেশী নাগরিকদের ভারত সফরের অনুমোদন দিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার। দেশে কোভিড -১৯ মহামারী দেখা দেওয়ায় ভারতের বাইরে বিদেশী নাগরিকদের ভিসা এবং ভারতীয় বংশোদ্ভূত বিদেশী নাগরিকদের ওসিআই কার্ড স্থগিত করা হয়েছিল। শুক্রবার তা পুনরায় চালু করে দিয়েছে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক। এ-বিষয়ে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের জারি করা আদেশে বলা হয়েছে, ওসিআই কার্ডধারীদের ভারতীয় বংশোদ্ভূত বিদেশে জন্ম ছোট বাচ্চাদের আসার অনুমতি দেওয়া হবে। এছাড়া যে কার্ডধারীদের পরিবারে জরুরি পরিস্থিতি দেখা দিয়েছে যেমন কারোর মৃত্যু হয়েছে, কেবল তাদেরকেই অনুমতি দেওয়া হবে। এছাড়া কোন দম্পতি যার একজনের কাছে ওসিআই কার্ড রয়েছে এবং উভয়ের ভারতে স্থায়ী ঠিকানা রয়েছে। এমন শিক্ষার্থীদের যাদের কাছে কার্ড রয়েছে, তবে তাদের বাবা-মা ভারতে থাকেন, তাদের দেশে প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হবে।

হাইলাকান্দির সমাজকল্যাণ দফতরে বেলাগাম দুর্নীতির অভিযোগ

হাইলাকান্দি (অসম), ২২ মে (হি.স.) : হাইলাকান্দি জেলায় সমাজকল্যাণ বিভাগের অধীন বিভিন্ন আইসিডিএস প্রকল্পে শিশুখাদ্য সরবরাহ, সরকারি কার্যালয়কে ঠিকাদারের গুদাম বানানো সহ শিশুখাদ্যের পরিবহণ ব্যয়ের নামে বেলাগাম দুর্নীতি হচ্ছে বলে অভিযোগ উঠেছে। অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী সহায়িকা সংস্থা সহ জেলার বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও সংগঠনের পক্ষ থেকে এ নিয়ে সিআইডি তদন্তের দাবি জানিয়ে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর হস্তক্ষেপ কামনা করা হয়েছে

লালা আইসিডিএস প্রকল্পের কার্যালয়ের ভেতরে ঠিকাদার রীতিমতো গুদাম বানিয়ে নিয়েছেন। অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের প্রতিটি শিশুর প্রতিদিনের খাদ্যের পরিবহণ ব্যয়ের জন্য অর্থ মঞ্জুর হলেও অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীদের ভাগ্যে পুরো ক্যারিং ভাতা মিলে না। যার ফলে এ নিয়ে জেলার অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী সহায়িকাদের মধ্যে তীব্র অসন্তোষ দেখা দিয়েছে। ক্ষুব্ধ অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীরা প্রতিবাদে সোচ্চার হয়ে জেলাশাসকের দ্বারস্থ হয়েছেন।

জেলার লালা আইসিডিএস প্রকল্প সহ বিভিন্ন প্রকল্পের বিভিন্ন অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে অত্যন্ত নিম্নমানের শিশুখাদ্য, সামগ্রী সরবরাহ করে কোটি কোটি টাকা হাতিয়ে নেওয়া হচ্ছে বলে অভিযোগ তুলে অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী সংস্থা হাইলাকান্দির জেলাশাসককে নালিশ জানিয়েছে। হাইলাকান্দির নবাগত জেলাশাসক মেঘনিধি দাহালকে প্রদত্ত এক স্মারকপত্রে লালা আইসিডিএস প্রকল্পের অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী সহায়িকা সংস্থার সম্পাদিকা মধুমিতা গুপ্ত উল্লিখিত অভিযোগ করে বলেন, বিভাগীয় ঠিকাদার লালা আইসিডিএস প্রকল্পে নিম্নমানের সামগ্রী সরবরাহ করে থাকেন। যার ফলে প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলে সাধারণ মানুষের কাছে অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীদের বিভিন্ন সময়ে অপদস্থ হতে হচ্ছে। তাই শিশু খাদ্য সরবরাহ নিয়ে দুর্নীতি বন্ধ করতে এবং এর গুণগত মান যাচাই করতে তদন্ত কমিটি গঠনের জন্য তিনি জেলাশাসকের কাছে অনুরোধ জানান।

মধুমিতা গুপ্ত বলেন, অন্য সরকারি বিভাগের আধিকারিক দ্বারা শিশু খাদ্যগুলো সরকারি গাইড লাইন মতে পরীক্ষা করে দেখার পর তা, বিতরণ করা হলে দুর্নীতি হ্রাস পাবে। পরীক্ষা নিরীক্ষার পর অনুমতি পাওয়ার পর বিভাগীয় কার্যালয়ের গুদাম থেকে কর্মীদের মধ্যে বণ্টন করার দাবি জানিয়েছেন তিনি। এছাড়াও বিভাগীয় তরফে জারি করা পণ্য সামগ্রীর মূল্য তালিকা থেকে বাজার মূল্য অনেক বেশি থাকে। যার ফলে অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীরা অনেক সময় তাঁদেরকে গাঁটের কড়ি খরচ করতে হচ্ছে। তাই এ ব্যাপারে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করার পাশাপাশি লালা আইসিডিএস প্রকল্প কার্যালয় যেহেতু অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী সহায়িকা অর্থাৎ মহিলাদের কার্যালয়, সেই হেতু মহিলাদের নিরাপত্তার কথা মাথায় রেখে ওই কার্যালয়কে সিসিটিভি-র আওতায় আনার দাবি জানিয়েছেন মধুমিতা গুপ্ত। এতে তিনি আরও লিখেছম, করোনা ভাইরাস সংক্রমণ প্রতিরোধ করতে সরকারি নির্দেশে মেডিক্যাল টিমের সঙ্গে অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীরা বাড়ি বাড়ি গিয়ে কর্তব্য পালন করতে হচ্ছে। তাই মেডিক্যাল টিমের মতো পর্যাপ্ত পরিমাণে প্রতিরোধ মূলক কিটস অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীদের প্রদান করতে তিনি জেলাশাসকের কাছে জোরালো দাবি জানিয়েছেন।

এদিকে হাইলাকান্দির সমাজকল্যাণ বিভাগের মাধ্যমে বরাদ্দ শিশুখাদ্য আত্মসাতের বিষয়ে বিভিন্ন মহল থেকে অসম রাজ্য শিশু সুরক্ষা কমিশনার অজয় দত্তের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলে কমিশন এ ব্যাপারে অবগত হয়েছে। বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলে জানা গেছে।

রামনাথ কোবিন্দকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন মুখ্যমন্ত্রীর

কলকাতা,২২ মে (হি স):ঘূর্ণিঝড় আমফানের দাপটে বিপর্যস্ত গোটা বাংলা।এই বিপর্যয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে রাজ্যকে সমস্ত রকম সহযোগিতার আশ্বাস দিয়েছেন রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ। এরপরে শুক্রবার টুইট করে রামনাথ কোবিন্দকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন মুখ্যমন্ত্রীর। প্রথমে টুইট করে রাষ্ট্রপতি লিখেছিলেন, ''সমস্ত বিপর্যস্ত মানুষের জন্য প্রার্থনা করি, আশা করব খুব শীঘ্রই আবার স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসবে সাইক্লোনে বিধ্বস্ত এলাকার মানুষজন''। আমফানে বিপর্যস্ত দুর্গত মানুষদের সহযোগিতার বার্তা দিয়েছিলেন। পরে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে ফোন করেন রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ। এরপরে শুক্রবার টুইট করে রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন মুখ্যমন্ত্রীর। পাশাপাশি ওড়িশার মুখ্যমন্ত্রী নবীন পট্টনায়ক এবং কেরলের মুখ্যমন্ত্রী পিনারাই বিজয়ন দুজনেরই ফোন করেছেন মুখ্যমন্ত্রীকে। তাঁদেরও ধন্যবাদ জানান মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

বিপর্যস্ত দক্ষিণ দমদম পরিদর্শন ব্রাত্য বসুর

কলকাতা,২২ মে (হি স): প্রবল শক্তি নিয়ে বুধবার বাংলার উপর ঝাঁপিয়ে পরেছিল ঘূর্ণিঝড় আমফান। আমফানের তাণ্ডবে ক্ষতিগ্রস্ত কলকাতা। দুদিন কেটে গেলেও কাটেনি তার জের। আমফানের দাপটে বিপর্যস্ত দক্ষিণ দমদম। শুক্রবার দক্ষিণ দমদম পুর এলাকা পরিদর্শন করলেন মন্ত্রী ব্রাত্য বসু। বুধবার ১৩৩ কিলোমিটার বেগে ঘূর্ণিঝড় আমফান কলকাতার উপর দিয়ে বয়ে গিয়েছে। তার দাপটে ভেঙে গিয়েছে গাছ এবং বিদ্যুতের খুঁটি। কলকাতার মতো দশা উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পূর্ব মেদিনীপুর, হাওড়া, হুগলি, নদিয়া-সহ একাধিক জেলার। ক্ষতিগ্রস্থ দক্ষিণ দমদমও ক্ষতিগ্রস্থ এলাকা পরিদর্শন করে ব্রাত্য বসু বলেন,'' প্রাকৃতিক দুর্যোগের ফলে যে ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে তার থেকে আমরা খুব তাড়াতাড়ি বেরিয়ে আসতে পারব''।

জল ও খাবার না পেয়ে বিক্ষোভ তুফানগঞ্জে কোয়ারান্টিন সেন্টারে

বক্সিরহাট, ২২ মে (হি. স.) : কোচবিহারের তুফানগঞ্জ-২ ব্লকের বারকোদালি কৃষি খামার কোয়ারান্টিন সেন্টারে শুক্রবার জল ও খাবার না পেয়ে বিক্ষোভ দেখালেন আবাসিকরা। এক সময় তালা ভাঙারও চেষ্টা করা হয় বলে অভিযোগ। তাদের চিৎকার শুনে আতঙ্কিত এলাকাবাসীরা কোয়ারান্টিন সেন্টারের কাছে ছুটে আসেন। আবাসিকরা চিৎকার করে জানান বৃহস্পতিবার রাত থেকে সেন্টারের বাথরুমে জল নেই ফলে বাথরুম ও শৌচালয় নোংরা হয়ে রয়েছে। তারা জলের অভাবে হাতমুখ ধোওয়া ও শৌচকর্মও করতে পারছেনা।

জানা গিয়েছে, সেখানে দেড়শতাধিক মানুষ রয়েছেন। এর মধ্যে অনেকেই বৃহস্পতিবার রাতে এসেছেন। কিন্তু তারা এসে দেখেন কোয়ারান্টিনের ভেতরে উচ্ছিষ্টে ভরপুর, তা সাফাই করা হয়নি। সেখানেই তাদের থাকতে হচ্ছে। অভিযোগ, রাতে তাদের ঠান্ডা খিচুরি দেওয়া হয়েছিল কিন্তু তা নিম্নমানের হওয়ায় অনেকেই খেতে পারেননি। শুক্রবার বেলা ১১টা পর্যন্ত কোনও খাবার বা জলের ব্যবস্থা না হওয়ায় তারা ক্ষীপ্ত হয়ে ওঠেন। ভিডিও করে তাদের আত্মীয়দের কাছে পাঠান তারা। পরে তাদের আত্মীয় ও স্থানীয় লোকেরাই বিডিওকে খবর দেন। খবর পেয়ে বক্সিরহাট থানা থেকে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছায়।

রাজৌরিতে ফের যুদ্ধবিরতি লঙ্ঘন করেছে পাকিস্তান, যোগ্য জবাব ভারতীয় সেনা-র

রাজৌরি, ২২ মে (হি. স.) : পাকিস্তান নিজেদের ঘৃণ্য আচরণ বন্ধ করতেই চাইছে না। জম্মু-কাশ্মীরে নিয়ন্ত্রণ রেখায় প্রায়দিন গোলাবাড়ি করছে। প্রতিনিয়ত তারা যুদ্ধবিরতি চুক্তি লঙ্ঘন করে চলেছে। এমনই শুক্রবার সকালেও পাক সেনা রাজৌরি জেলায় কৃষ্ণা ঘাঁটি তথা শাহপুর সেক্টরে যুদ্ধবিরতি চুক্তি লঙ্ঘন করেছে। তবে, ভারতীয় সেনা পাক বাহিনীর হামলার যোগ্য জবাব ফিরিয়ে দিয়েছে।

শুক্রবার সকালে পাক আর্মি রাজৌরি জেলার কৃষ্ণা ঘাঁটি তথা শাহপুর সেক্টরে ভারতীয় সেনা ছাউনি এবং আবাসিক অঞ্চলগুলিকে লক্ষ্য করে ভারী গুলি বর্ষণ শুরু করে। ভারতীয় সৈন্যরাও পাকিস্তানের নৃশংস কর্মকাণ্ডের যথাযথ জবাব দিয়েছে। ওই গোলাগুলিতে কোনও ক্ষয়ক্ষতির খবর পাওয়া যায়নি। খবর লেখা পর্যন্ত উভয় পক্ষ থেকে গুলি চালানো হচ্ছে। এর আগে বৃহস্পতিবার ভোর রাত সাড়ে ৩ টার দিকে পাক সেনাবাহিনী রাজৌরি জেলার কৃষ্ণ উপত্যকা এবং শাহপুর সেক্টরে গুলি চালিয়ে যুদ্ধবিরতি লঙ্ঘন করে। কিছুক্ষন দুই দিকেই গোলাগুলি চলেছে। পরে বন্ধ হয়ে গিয়েছে। ওই গোলাগুলিতেও ক্ষয়ক্ষতির কোনও খবর নেই।

হাতির মৃতদেহ উদ্ধারের ঘটনায় চাঞ্চল্য

নাগরাকাটা, ২২ মে (হি. স.) : জলপাইগুড়ির বামনডাঙ্গা চা বাগান সংলগ্ন নাথুয়ার জঙ্গল থেকে মৃতদেহ উদ্ধারের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়াল এলাকায়। শুক্রবার হাতির মৃতদেহ উদ্ধার হয়। এদিন সকালে হাতির দেহ পড়ে থাকতে দেখেন স্থানীয়রা। খবর দেওয়া হয় বন দপ্তরে। খবর পেয়ে বন দপ্তরের নাথুয়া রেঞ্জ ও গরুমারা সাউথ রেঞ্জের বনকর্মীরা ঘটনাস্থলে যান। বন দপ্তরের জলপাইগুড়ি ডিভিশনের ডিএফও মৃদুল কুমার জানান, দেহ ময়নাতদন্ত করা হচ্ছে। ময়নাতদন্তের রিপোর্ট আসার পরই মৃত্যুর প্রকৃত কারণ জানা যাবে।

পাইকারি সব্জি বাজার ফিরিয়ে আনতে বিক্ষোভ ব্যবসায়ীদের

হুগলি, ২২ মে (হি.স.): শেওড়াফুলি হাট আগের জায়গায় ফিরিয়ে দেওয়ার দাবীতে পুলিশ ফাঁড়িতে বিক্ষোভ, জিটি রোড অবরোধ। শুক্রবার শেওড়াফুলি ফাঁড়ির সামনে জরো হয় হাটের ব্যবসায়ী ও তাদের পরিবার।

ব্যবসায়ীদের অভিযোগ এক শ্রেনীর স্বার্থান্বেষী মানুষের জন্য অনাহারে কাটছে হাটের ব্যবসায়ীদের। লকডাউন শুরু হওয়ার পর সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখতে শেওড়াফুলি স্টেশন সংলগ্ন ঘিঞ্জি এলাকা থেকে সরিয়ে দিল্লি রোডের পাশে আর এম সি''তে নিয়ে যাওয়া হয় পাইকারী বাজার।সেখানে কৃষকদের সুবিধা হলেও ব্যবসায়ীরা সমস্যায় পরেন। ট্রেনে করে বহু পাইকারী ক্রেতা শেওড়াফুলি হাটে আসতেন। ট্রেন বন্ধ থাকায় বেচাকেনা প্রায় বন্ধ হয়ে যায়। তার উপর হাট স্থানান্তরিত হওয়ায় ব্যবসায়ীরা আতান্তরে পরেন।সুরাহা চেয়ে বৈদ্যবাটি পুরসভা স্থানীয় প্রশাসনকে জানানো হয়। কিন্তু কোনও সমাধান হয়নি। আজ শেওড়াফুলি পুলিশ ফাঁড়িতে গিয়ে কয়েকশ ব্যবসায়ী ও তাদের পরিবার বিক্ষোভ শুরু করে।

সন্তোষ হোজাই হত্যাকাণ্ডে অভিযুক্ত ডিএসপিকে তিন দিনের মধ্যে গ্রেফতারের দাবি ডিমাসা সংগঠনগুলির

হাফলং (অসম), ২২ মে (হি.স.) : ঠিকাদার সন্তোষ হোজাই হত্যাকাণ্ডে অভিযুক্ত ডিএসপি সূর্যকান্ত মরানকে তিন দিনের মধ্যে গ্রেফতার করার সময়সীমা বেঁধে দিয়েছে অল ডিমাসা স্টুডেন্টসইউনিয়ন, ডিমাসা স্টুডেন্টসইউনিয়ন এবং ডিমাসা মাদার্স অ্যাসোসিয়েশন। সন্তোষ হোজাই হত্যাকাণ্ডের সিবিআই তদন্তের দাবি সহ এই হত্যাকাণ্ডে জড়িত ডিএসপিকে অবিলম্বে গ্রেফতার করা এবং প্রয়াতের পরিবারকে রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে এককালীন আর্থিক সাহায্য প্রদান করার দাবিতে হাফলঙে জেলাশাসকের কার্যালয়ের সামনে অল ডিমাসা স্টুডেন্টসইউনিয়ন, ডিমাসা স্টুডেন্টসইউনিয়ন এবং ডিমাসা মাদার্স অ্যাসোসিয়েশনের সঙ্গে বিভিন্ন দল এ সংগঠন প্রতিবাদী কর্মসূচি চালিয়ে যাচ্ছে বুধবার থেকে। আজ শুক্রবার তাঁদের প্রতিবাদী কর্মসূচির শেষ দিন সন্তোষ হোজাইর খুনে জড়িত ডিএসপিকে তিন দিনের মধ্যে গ্রেফতার করার দাবি জানিয়ে ডিমা হাসাওয়ের জেলাশাসক পল বরুয়ার মাধ্যমে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সনোয়ালের উদ্দেশ্যে এক স্মারকপত্র পাঠিয়েছেন প্রতিবাদী ধরনাকারীরা। অল ডিমাসা স্টুডেন্টসইউনিয়নের সভাপতি উত্তম লাংথাসা এই খবর জানিয়ে বলেন, আমরা তিন দিন সময় বেঁধে দিয়েছি। সন্তোষ হোজাই হত্যাকাণ্ডের সুবিচার চেয়ে এবং ডিএসপি সূর্যকান্ত মরানকে অবিলম্বে গ্রেফতার করা, এই হত্যাকাণ্ডের সিবিআই তদন্ত এবং সন্তোষ হোজাইর পরিবারকে রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে এককালীন আর্থিক সাহায্য প্রদানের দাবি জানিয়ে গত তিনদিন থেকে ধরনায় বসেছি। এর পরও সরকারের পক্ষ থেকে এখন পর্যন্ত আমাদের কোনও আশ্বাস প্রদান করা হয়নি। তাই আগামী তিন দিনের মধ্যে যদি রাজ্য সরকার এ ব্যাপারে বিহিত ব্যবস্থা গ্রহণ না করে তা হলে সমগ্র জেলা জুড়ে শুরু হবে তীব্র আন্দোলন, হুঁশিয়ারি দিয়ে জানিয়েছেন উত্তম লাংথাসা।

এদিকে বৃহস্পতিবার হারাঙ্গাজাওয়ে প্রয়াত সন্তোষ হোজাইয়ের বাড়িতে গিয়েছেন দক্ষিণ অসম রেঞ্জের ডিআইজি দিলীপ কুমার দে এবং ডিমা হাসাও জেলার পুলিশ সুপার জয়ন্ত সিং। তাঁরা মৃত সন্তোষ হোজাইয়ের স্ত্রী জয়ন্তা হোজাইর সাক্ষ্য গ্রহণ করেছেন। ডিআইজি দিলীপ কুমার দে জয়ন্তা হোজাইকে আশ্বস্ত করে নাকি বলেছেন, গৌহাটি হাইকোর্টের তদারকিতে সমগ্র তদন্ত প্রক্রিয়া চলছে। এমন-কি ফরেনসিক বিশেষজ্ঞ এসে যেখানে সন্তোষ হোজাইয়ের মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়েছে সেখানকার মাটিও নিয়ে গেছে। তিনি বলেন, নিরপেক্ষ তদন্তের জন্য পূর্ববর্তী পুলিশ সুপার বীরবিক্রম গগৈ এবং ডিএসপি সূর্যকান্ত মরানকে বদলি করা হয়েছে। তবে তদন্তের স্বার্থে যখনই তলব করা হবে তাঁদের এখানে আসতে হবে বলে জয়ন্তা হোজাইকে জানিয়েছেন ডিআইজি দিলীপ কুমার দে।

ভয়ঙ্কর আমফানের দাপটে হুগলির চাষিদের মাথায় হাত

হুগলি, ২২ মে (হি.স.): লকডাউনের প্রভাব তো আগে থেকেই ছিল, এবারে আমফানের দাপট যেন গোঁদের উপর বিষফেঁড়া। শ্রীরামপুর উত্তরপাড়া ব্লকের পেয়ারাপুর এলাকায় এগ্রিকালচারের পাশাপাশি হর্টিকালচারেরও ব্যাপক চাষ হয়। পাশাপাশি রঙীন মাছ চাষেরও যথেষ্ট নাম রয়েছে এই এলাকার। লকডাউনের জেরে আগে থেকেই বহু ফসল মাঠে পরে নষ্ট হয়েছে, এবারে আমফানের দাপট কফিনের শেষ পেঁড়েক পুঁতলো।

স্থানীয় চাষীভাইদের বক্তব্য লকডাউনের জেরে শ্রমিক না মেলায় সেভাবে বোরো ধান তোলা যায়নি। এবারে আম ফানের জেরে মাঠের ধান মাঠে পরেই নষ্ট হল। একই অবস্থা পটল, কুমড়ো, উচ্ছে, বড়বঁটির মতন ফসলের। প্রচুর ক্ষতি হয়েছে আম, জাম, কাঁঠাল, লিচু চাষেও। একই অবস্থা এলাকার রঙীন মাছ চাষীদের। লকডাউনের জেরে সেইসমস্ত মাছ বাজারে পৌঁছতে না পারায় অনেক ক্ষতির মুখে পড়তে হচ্ছে। স্থানীয় চাষীভাইরা বলেন রাজ্য সরকারের তাঁদের দিকে কোন নজর নেই। অবিলম্বে সরকার এবিষয়ে হস্তক্ষেপ না করলে তাঁদের মরন ছাড়া গতি নেই।

অসম : অন্তঃসত্ত্বা সাংবাদিক ছাঁটাই, প্রতিবাদ ডিওয়াইএফআই, মানবাধিকার ও সাংবাদিক সংগঠনের

গুয়াহাটি, ২২ মে (হি.স.) : টানা তেরো বছর ধরে এক বৈদ্যুতিন সংবাদ প্রতিষ্ঠানে কর্মরত সাংবাদিক রঞ্জিতা রাভাকে 'অন্যায়ভাবে ছাঁটাই' করার তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে সোচ্চার হয়েছে ডিওয়াইএফআই। সংগঠনের রাজ্য সম্পাদক নয়ন ভুইয়াঁ এবং সভাপতি লোকনাথ অধিকারী শুক্রবার এক প্রেস বিবৃতিতে বলেছেন, লকডাউনের ফলে গোটা দেশে সংকট নেমে এসেছে। এর মধ্যে রঞ্জিতার মতো একজন দক্ষ ও নিরপেক্ষ সাংবাদিককে ছাঁটাই করে দিয়েছে গুয়াহাটির একটি বেসরকারি টিভি চ্যানেল কর্তৃপক্ষ। সাংবাদিক রঞ্জিতা বর্তমানে পাঁচ মাসের অন্তঃসত্ত্বা। তিনি মাতৃত্বকালীন ছুটির জন্য আবেদন করেছিলেন মালিকপক্ষের কাছে। কিন্তু মালিকপক্ষ তাঁর আবেদন গ্রাহ্য না করে উল্টো চাকরি থেকে বরখাস্ত করে দিয়েছে। যা অত্যন্ত অমানবিক কাজ।

ডিওয়াইএফআই-এর রাজ্য সম্পাদক এবং সভাপতি আরও বলেন, এছাড়া দেশের আইনকেও বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ প্রদর্শন করেছেন চ্যানেল কর্তৃপক্ষ। দ্য মেটারনিটি বেনিফিট (সংশোধিত) আইন-২০১৭ অনুযায়ী একজন কর্মরত গর্ভবতী মহিলা বারো সপ্তাহ পর্যন্ত মাতৃত্বকালীন ছুটি পেতে পারেন। সেই আইন বলে রঞ্জিতার ছুটি পাওয়ার কথা। দেশে আইন থাকা সত্ত্বেও সেই সুবিধা রঞ্জিতাকে দেননি কর্তৃপক্ষ। এখন একদিকে কর্মহীন, এই মুহূর্তে অন্তঃসত্ত্বা মহিলাটি নিয়মিত চেকআপ এবং পুষ্টিকর খাবার কীভাবে জোগাড় করবেন, তা নিয়ে দুশ্চিন্তায় রঞ্জিতা ও তাঁর পরিবার।

ডিওয়াইএফআই-এর অভিযোগ, শুধু রঞ্জিতা রাভাই নন, বহু সাংবাদিকের চাকরিজীবনে অনিশ্চয়তা নেমে এসেছে। দীর্ঘদিন ধরে কর্মরত সাংবাদিক বা সংবাদকর্মীদের দুই-তিন মাসের বেতন ধরিয়ে ছাঁটাই করে দেওয়ার খবরও তাঁদের কাছে আছে। গণতন্ত্রের চতুর্থ স্তম্ভ বলে দাবিদার সংবাদমাধ্যম বেঁচে আছে কেবল সাংবাদিকদের অক্লান্ত পরিশ্রমের বলে। ফলে সাংবাদিকদের জীবনে অনিশ্চয়তা নেমে এলে এর প্রভাব সমাজজীবনে পড়বে বলে মনে করেন ডিওয়াইএফআই নেতা নয়ন ভুইয়াঁ ও লোকনাথ অধিকারী।

তাঁদের স্পষ্ট দাবি, রঞ্জিতা রাভাকে চাকরিতে বহাল রাখতে হবে কর্তৃপক্ষকে। এছাড়া, রাজ্যের সকল সাংবাদিক ও সংবাদকর্মীদের কাজের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে সরকারকে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে হবে।

প্রসঙ্গত, গত ১৯ মে তাঁর ব্লগে তাঁকে চাকরি থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছিলেন সাংবাদিক রঞ্জিতা রাভা। সংশ্লিষ্ট চ্যানেল কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে কিছু প্রশ্ন তুলে তিনি লিখেছেন, গর্ভবতী হওয়ার জন্যই তাঁকে সাংবাদিকতার চাকরি থেকে অব্যাহতি নিতে বাধ্য করা হয়েছে। ব্লগে তিনি তাঁর আবেগ ধরে রাখতে পারেননি। এতে তিনি লিখেছিলেন, এই প্রতিষ্ঠানের হয়ে টানা ১৩ বছর আপসহীন সাংবাদিকতা করে গেছেন। তাঁর কাজে সন্তুষ্ট হয়ে মালিক তথা কর্তৃপক্ষ বহুবার বাহবাও দিয়েছেন। কিন্তু পরিণতি এমন হবে ভাবতে পারছেন না। তাঁকে রিজাইন দিতে বাধ্য করা হয়েছে।

এ ঘটনার পর হিন্দুস্থান সমাচার-এর সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে মানবাধিকার কর্মী ড় দিব্যজ্যোতি শইকিয়া জানান, 'আমি বিস্মিত, বহু বছর ধরে দেখছি, সংবাদ প্রতিষ্ঠানের মালিকগোষ্ঠী কী ধরণে সাংবাদিকদের ওপর মানসিক চাপ দেয়। সেই সাংবাদিক হাউজটির বিরুদ্ধে দাঁড়ান না। সাংবাদিকরা অন্যের ন্যায় বা অন্যায়ের কথা বলেন। কিন্তু নিজের বেলায় যখন অন্যায় সংগঠিত হয় তখন তাঁরা নীরব থাকেন বা নিজের লাইন পরিবর্তন করতে হয়। অন্যের ক্ষেত্রে যেভাবে সাংবাদিকরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন, নিজের বেলায় সেই দৃঢ় পদক্ষেপ নিতে হবে প্রত্যেক সাংবাদিকের।' ড় দিব্যজ্যোতি শইকিয়া আরও বলেন, 'রঞ্জিতা রাভাকে বহুবার পেয়েছি। তাঁর কর্মোদ্যম প্রশংসনীয়। তিনি বিনা বেতনে মেটারনিটি লিভ চেয়েছিলেন। কিন্তু তাতে রাজি না হয়ে রিজাইন করতে বাধ্য করা হয়েছে। এটা তাঁর বিরুদ্ধে গুরুতর অন্যায় হয়েছে।'

এদিকে ঘটনাটি সোশাল মিডিয়ায় ভাইরাল হলে প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করেছেন কর্মরত সাংবাদিকদের সংগঠন জাফা-র প্রধান সম্পাদক কুঞ্জমোহন রায়। এক বিবৃতি জারি করে তিনি বলেন, 'অসমে সাংবাদিকতা জগতে প্রায় দুই দশক ধরে সংবাদ পরিষেবার সঙ্গে যুক্ত একজন সাহসী তথা দায়িত্বশীল ও নিষ্ঠাবান বলে খ্যাত মহিলা সাংবাদিক রঞ্জিতা রাভাকে অন্তঃসত্ত্বা হওয়ার জন্যই যদি চাকরি থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়, তা হলে এটা চূড়ান্ত অমানবিক এবং আইন বিরুদ্ধ কাজ হয়েছে।' কুঞ্জমোহন বলেন, 'সাংবাদিক রঞ্জিতা রাভাকে চাকরি থেকে অব্যাহতি দেওয়ার ঘটনা সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট টিভি চ্যানেলের কর্তৃপক্ষকে শীঘ্র নিজের স্থিতি জনস্বার্থে প্রকাশ করা উচিত।

এ ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট টিভি চ্যানেল প্রাগ নিউজের প্রধান পরিচালন অধিকর্তা (সিএমডি) সঞ্জীব নারায়ণের বক্তব্য জানতে চাওয়া হয়েছিল। তাঁর বক্তব্য, 'তাঁকে আমরা বাধ্য করিনি। তিনি নিজে রিজাইন দিয়েছেন।' তাছাড়া তিনি উল্টো প্রশ্ন করেন, 'তিনি একজন অন্তঃসত্ত্বা মহিলা। সে ক্ষেত্রে কোভিড-১৯-এর প্রকোপ যখন চলছে, তখন তাঁকে রিপোর্টিং করতে দেওয়া যায় না কি? যদি কেউ কোভিড-১৯-এর আবহে রিপোর্টিং করলেই তাঁর (রঞ্জিতা) কোনও ক্ষতি হবে না বলে দায়িত্ব নেন, তা হলে তাঁকে আমরা নিতে প্রস্তুত।' মেটারিনিটি লিভ প্রসঙ্গে সঞ্জিব নারায়ণ বলেন, 'আমাদের প্রতিষ্ঠান বেসরকারি। তাই বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে মেটারনিটি লিভে পে করার কথা নয়। তিনি যে রেজিগন্যাশন লেটার দিয়েছেন তাতে স্পষ্ট করে লিখেছেন, সন্তান জন্ম নেওয়ার পর আবার এসে কাজে যোগদান করবেন তিনি।'

অসম বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে বিএড-এর প্রথম ও তৃতীয় সেমিস্টার পরীক্ষায় কালিগঞ্জ ডায়েট-এর কৃতিত্ব

করিমগঞ্জ (অসম), ২২ মে (হি.স.) : অসম বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে বিএড-এর প্রথম ও তৃতীয় সেমিস্টার পরীক্ষায় কৃতিত্ব অর্জন করেছেন করিমগঞ্জের কালিগঞ্জে অবস্থিত ডিস্ট্রিক্ট ইনস্টিটিউট অব এডুকেশন অ্যান্ড ট্রেনিং সংক্ষেপে ডায়েট-এর ছাত্রছাত্রীরা। অসম বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনস্থ ১১টি ডায়েট-এর মধ্যে করিমগঞ্জের কালিগঞ্জের ডায়েট প্রথম স্থান দখল করতে সামর্থ হয়েছে। জানা গেছে, প্রথম সেমিস্টারে পরীক্ষার্থী ছিলেন ৫২ জন। এর মধ্যে ২২ জন পেয়েছেন এ গ্রেড। বি প্লাস গ্রেড পেয়েছেন ২৯ জন পরীক্ষার্থী। তৃতীয় সেমিস্টার পরীক্ষায় সকল পরীক্ষার্থী ৬০ শতাংশের অধিক মার্কস পেয়েছেন। প্রয়োজনের চেয়ে কম সংখ্যক শিক্ষক ও ডায়েট-এর পরিকাঠামোগত অভাবের মধ্যেও সেমিস্টার পরীক্ষায় ১১টি ডায়েট-এর মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করায় সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক ও ছাত্রছাত্রীদের অভিনন্দন জানিয়েছেন অধ্যক্ষ প্রভাত কুমার নাথ। সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টার জন্যই কালিগঞ্জ ডায়েট এই সাফল্য অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে। এর জন্য সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেছেন ডায়েট-এ অধ্যক্ষ প্রভাত কুমার নাথ। তিনি বলেন, প্রয়োজনের তুলনায় কম সংখ্যক শিক্ষক, পরিকাঠামোগত অভাব সহ হাজারো সমস্যায় ভুগছে উপত্যকার ঐতিহ্যবাহী করিমগঞ্জের কালিগঞ্জ ডায়েট। ডায়েট-এর বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের জন্য অনেকবার সরকারের দ্বারস্থ হয়েছিলেন কর্তৃপক্ষ। কিন্তু কোনও সুরাহা হয়নি। ডায়েট-এর সমস্যাগুলোর সমাধান হয়ে গেলে, আগামী দিনে কালিগঞ্জ ডায়েট সাফল্যের ক্ষেত্রে রাজ্যের অন্যতম ডায়েট হিসেবে পরিগণিত হবে। দাবি করেছেন করেছেন কালিগঞ্জ ডায়েট-এর অধ্যক্ষ প্রভাত কুমার নাথ।

বৈঠকির ঘরানার উদ্যোগে কর্তব্যরত পুলিশ কর্মীদের হাতে মিষ্টি বিতরণ করা হয় সংস্থাটির প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষ্যে। ছবি ঃ নিজস্ব

আমফান মোকাবিলায় মুখ্যমন্ত্রীর তহবিলে ৫০ লক্ষ অনুদান

কলকাতা, ২২ মে (হি স): ভয়ঙ্কর ঘূর্ণিঝড় আমফানে তছনছ বাংলা। ক্ষতিগ্রস্ত উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা। আর তাই আমফান মোকাবিলায় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের তহবিলে ৫০ লক্ষ টাকা অনুদান রাজ্যপাল জগদীপ ধনকরের। শুক্রবার টুইট করে এমনটাই জানালেন রাজ্যপাল। টুইট করে রাজ্যপাল লিখেছেন, পঞ্চাশ লক্ষ অনুদান আমফান মোকাবিলায় মুখ্যমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলে। ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা পুনর্নির্মাণ করার জন্য অনুরোধ। প্রধানমন্ত্রী এদিন মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে বিমানে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা পরিদর্শণ করবেন"। উল্লেখ্য,বুধবার ১৩৩ কিলোমিটার বেগে ঘূর্ণিঝড় আমফান কলকাতার উপর দিয়ে বয়ে গিয়েছে। তার দাপটে ভেঙে গিয়েছে গাছ এবং বিদ্যুতের খুঁটি। কলকাতার মতো দশা উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পূর্ব মেদিনীপুর, হাওড়া, হুগলি, নদিয়া-সহ একাধিক জেলার। আর তাই শুক্রবার আকাশপথে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে পরিদর্শনে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।

গাছ সরিয়ে শহরতলি পরিষ্কার করতে উদ্যোগী কলকাতা পুলিশ

কলকাতা, ২২ মে (হি. স.) : ঘূর্ণিঝড় আমফানের দাপটে লন্ডভন্ড তিলোত্তমা।চেনা তিলোত্তমা যেন এক অন্য রূপ নিয়ে হাজির শহরবাসীর কাছে। কোথাও উপরে পড়েছে গাছ আবার কোথাও ল্যাম্পপোস্ট। বুধবার আমফানের তাণ্ডবে তছনছ কলকাতা। তবে,গাছ সরিয়ে শহরতলিকে শহরবাসী চলার উপযোগী করতে উদ্যোগী কলকাতা পুলিশ।শুক্রবার সকাল থেকেই শহরের বিভিন্ন রাস্তায় পড়ে থাকা গাছ সরাতে নেমে পড়েছে কলকাতা পুলিশ ও কলকাতা পুলিশের বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী। একদিকে করোনা অপরদিকে ঘূর্ণিঝড় আমফান। বুধবার আমফানের তাণ্ডবে ক্ষতিগ্রস্ত গোটা শহরতলী। ঝড়ের তাণ্ডবে একাধিক জায়গায় পরেছে গাছ ল্যাম্পপোস্ট।

বুধবার সকাল থেকেই শহরবাসীকে মাইকিং করে সজাগ করেছিল কলকাতা পুলিশ। কিন্তু দুপুর গড়াতেই তান্ডব শুরু হয় ঘূর্ণিঝড় আমফানের।আমফানের তাণ্ডবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় কলকাতা। শুধু কলকাতাই নয় ক্ষতিগ্রস্ত গোটা বাংলা। শহরের বিভিন্ন প্রান্তে ঝড়ের দাপটে পরে রয়েছে গাছ পোস্ট। বিভিন্ন জায়গায় তার জড়িয়ে রাস্তার মাঝে পরে রয়েছে গাছ। তবে সমস্যা মোকাবিলায় তৎপর প্রশাসন। শুক্রবার রাস্তা পরিষ্কারের উদ্যোগি কলকাতা পুলিশ। শহরের বিভিন্ন প্রান্তের রাস্তায় পরে থাকা গাছ কেটে রাস্তা পরিষ্কার করছে কলকাতা পুলিশ।

গাছ সরিয়ে শহরতলি পরিষ্কার করতে উদ্যোগী কলকাতা পুলিশ

কলকাতা, ২২ মে (হি. স.) : ঘূর্ণিঝড় আমফানের দাপটে লন্ডভন্ড তিলোত্তমা।চেনা তিলোত্তমা যেন এক অন্য রূপ নিয়ে হাজির শহরবাসীর কাছে। কোথাও উপরে পড়েছে গাছ আবার কোথাও ল্যাম্পপোস্ট। বুধবার আমফানের তাণ্ডবে তছনছ কলকাতা। তবে,গাছ সরিয়ে শহরতলিকে শহরবাসী চলার উপযোগী করতে উদ্যোগী কলকাতা পুলিশ।শুক্রবার সকাল থেকেই শহরের বিভিন্ন রাস্তায় পড়ে থাকা গাছ সরাতে নেমে পড়েছে কলকাতা পুলিশ ও কলকাতা পুলিশের বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী। একদিকে করোনা অপরদিকে ঘূর্ণিঝড় আমফান। বুধবার আমফানের তাণ্ডবে ক্ষতিগ্রস্ত গোটা শহরতলী। ঝড়ের তাণ্ডবে একাধিক জায়গায় পরেছে গাছ ল্যাম্পপোস্ট।

বুধবার সকাল থেকেই শহরবাসীকে মাইকিং করে সজাগ করেছিল কলকাতা পুলিশ। কিন্তু দুপুর গড়াতেই তান্ডব শুরু হয় ঘূর্ণিঝড় আমফানের।আমফানের তাণ্ডবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় কলকাতা। শুধু কলকাতাই নয় ক্ষতিগ্রস্ত গোটা বাংলা। শহরের বিভিন্ন প্রান্তে ঝড়ের দাপটে পরে রয়েছে গাছ পোস্ট। বিভিন্ন জায়গায় তার জড়িয়ে রাস্তার মাঝে পরে রয়েছে গাছ। তবে সমস্যা মোকাবিলায় তৎপর প্রশাসন। শুক্রবার রাস্তা পরিষ্কারের উদ্যোগি কলকাতা পুলিশ। শহরের বিভিন্ন প্রান্তের রাস্তায় পরে থাকা গাছ কেটে রাস্তা পরিষ্কার করছে কলকাতা পুলিশ। হিন্দুস্থান সমাচার /পায়েল

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

মল্লারপুরে সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরলেন করোনা যোদ্ধা স্বাস্থ্যকর্মী

রামপুরহাট, ২২ মে (হি. স.) : করোনাকে হারিয়ে সম্বর্ধনার মধ্য দিয়ে বাড়ি ফিরলেন মল্লারপুরের স্বাস্থ্যকর্মী। তাঁকে পুষ্পস্তবক দিয়ে সম্বর্ধনা জানান স্বাস্থ্য দফতর থেকে স্থানীয় বাসিন্দারা। এই সম্বর্ধনা পেয়ে আনন্দে আপ্লুত ওই স্বাস্থ্য কর্মী।

প্রসঙ্গত, ময়ূরেশ্বর ১ নম্বর ব্লকের রাতমা স্বাস্থ্যকেন্দ্রের স্বাস্থ্যকর্মীর রিপোর্ট করোনা পজিটিভ আসে। তিনি রামপুরহাট কোভিড হাসপাতালে কর্মরত ছিলেন। জেলায় একমাত্র স্বাস্থ্যকর্মী আক্রান্ত হওয়ায় তাঁকে তড়িঘড়ি বোলপুর কোভিড হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সেখানে চিকিৎসায় সুস্থ হয়ে ওঠেন তিনি। এরপরেই শুক্রবার দুপুরে তাঁকে বাড়ি পাঠানো হয়। এদিন তাঁকে বাড়িতে পুষ্পস্তবক দিয়ে সম্বর্ধনা জানান মল্লারপুর ব্লক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের বি এম ও এইচ শিবায়ন রায়, স্বাস্থ্যকর্মী শঙ্করী জানা, পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য শিবরতন বাগদি, তৃণমূল নেতা পথিক মণ্ডল এবং এলাকার মহিলারা। এলাকার মহিলারা তাঁর উপর ফুলের পাপড়ি ছুঁড়ে করোনা যোদ্ধা হিসেবে সম্বর্ধনা দেন। এদিন আপ্লুত স্বাস্থ্যকর্মী বলেন, "সহকর্মী এবং এলাকার মানুষের কাছে থেকে যে উৎসাহ পেলাম তাতে করোনার বিরুদ্ধে লড়াইয়ে আরও উৎসাহ বাড়িয়ে দিয়েছে"।

শনিবারের মধ্যে বিদ্যুৎ সমস্যা মিটবে আশ্বাস ফিরহাদের

কলকাতা, ২২ মে (হি স):ঘূর্ণিঝড় আমফান নাড়িয়ে দিয়েছে শহরতলীকে।আমফানের দাপটে কোথাও নেই বিদ্যুৎ তো কোথাও নেই জল।আমফানের তান্ডবে বহু জায়গায় ভেঙে পরেছে ল্যাম্পপোস্ট। শহরতলীর বিভিন্ন জায়গায় এখনও পর্যন্ত নেই বিদ্যুৎ। তবে শুক্রবার কলকাতা পুরসভা থেকে সাংবাদিক সম্মেলন করে শনিবারের মধ্যে বিদ্যুৎ সমস্যা মেটানোর আশ্বাস দিলেন কলকাতা পুরসভার প্রশাসক ফিরহাদ হাকিম।

এ প্রসঙ্গে ফিরহাদ হাকিম বলেন, " শহর কলকাতায় বিস্তীর্ণ অঞ্চলে বিদ্যুৎসংযোগ বিচ্ছিন্ন। সিইএসসি কর্তৃপক্ষের সঙ্গে বৈঠক হয়েছে। তারা আমাকে জানিয়েছেন, আজ শুক্রবার নাহলে আগামিকাল, শনিবারের মধ্যে বিদ্যুৎসংযোগ জুড়ে দেওয়া হবে। শনিবারের মধ্যে বিদ্যুৎ সমস্যা মিটে যাবে। দরকার পড়লে আমি নিজে দাঁড়িয়ে থেকে আমি কাজ শেষ করব"।

জাতীয় শিল্প সংস্থা গুলিকে বেসরকারি করনের প্রতিবাদে শ্রমিক বিক্ষোভ মেজিয়ায়

বাঁকুড়া,২২ মে (হি. স) দেশের লাভ জনক সমস্ত শিল্প সংস্থা গুলিকে বেসরকারিকরনের প্রতিবাদে শুক্রবার মেজিয়া শিল্পাঞ্চলে বিক্ষোভ প্রদর্শন করা হয়। কেন্দ্রীয় সরকার লকডাউনের সুযোগ নিয়ে পিছনের দরজা দিয়ে দেশের জাতীয় শিল্পসংস্থাগুলিকে বেসরকারিকরণ ও শ্রমিক শোষণের রাস্তা পরিষ্কার করেছে এই অভিযোগে শুক্রবার সারা দেশজুড়ে সিআইটিইউ, আইএনটিইউসি, ইউটিইউসি সহ বিরোধী শ্রমিক সংগঠনগুলি বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করে। বাঁকুড়ার মেজিয়া শিল্পাঞ্চলের সিটু পরিচালিত ডিভিসি শ্রমিক ইউনিয়ন, আইএনটিইউসি পরিচালিত ডিভিসি কর্মচারী সংঘ ও ইউটিইউসি"র ডিভিসি স্টাফ অ্যাসোসিয়েশন যৌথভাবে বিদ্যুৎ অ্যামেন্ডমেনট বিল ২০২০ এর কপি পুড়িয়ে বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করে। এদিন ডিভিসি কলোনি গেটের সামনে কেন্দ্রীয় সরকারের এই চক্রান্তের বিরোধিতা করে শ্রমিক ইউনিয়নের সারাভ্যালি কার্যকরী সভাপতি সমীর বাইন বলেন, ১৭ এপ্রিল এই বিদ্যুৎ বিলের ফরমান জারি হয়।মতামত জানতে সমস্ত রাজ্য সরকারকে ২১ দিনের সময় দেওয়া হয়। কেরল ও তামিলনাড়ু সরকার বিলের বিরোধিতা করে মতামত জানিয়ে দেয়।করোনা পরিস্থিতিতে বাকি রাজ্য সরকার গুলি সময় চাইলে ৫ জুন পর্যন্ত সময় দেয় কেন্দ্রীয় সরকার। সমির বাবু বলেন, এই বিলে "বিদ্যুৎ পরিবহন ব্যবস্থা কে বেসরকারি হাতে ছেড়ে দেওয়া হবে। তাতে কোম্পানিকে কোনো লাইসেন্স ফি দিতে হবে না। পাশাপাশি উচ্চবিত্তদের কাছ থেকে বেশি দাম নিয়ে গরিবদের জন্য যে ভর্তুকি দেওয়া হতো সেই ক্রশ সাবসিডি তুলে দেওয়ার কথাও রয়েছে। এতে কৃষক ও মধ্যবিত্ত, গরিব মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হবেন। ডিভিসি কর্মচারী সম্পাদক অরিন্দম ব্যানার্জি বলেন, শ্রমিকরা দীর্ঘ লড়াই ও বহু রক্তের বিনিময়ে যে অধিকার অর্জন করেছিলেন সেই শ্রম আইন বাতিল করে ৮ ঘণ্টার পরিবর্তে ১২ ঘন্টা কাজ করার নির্দেশিকা জারি করেছে কেন্দ্রীয় সরকার। তিনি বলেন, দেশের দুর্দিনে আর্থিক মন্দা কাটাতে শ্রমিকরা ১২ ঘণ্টা কাজ করতে রাজি আছেন। কিন্তু তার বিনিময়ে শ্রম আইন মেনে বাড়তি মজুরি ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধা দিতে হবে। সরকার তা মানতে রাজি নয়। এভাবে শ্রমিক শোষণ করা আইন লাগু করা চলবে না বলেও জানান তিনি। স্টাফ অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক সঞ্জিত সাহা বলেন, কয়লা, বিদ্যুৎ, রেল ইত্যাদি মৌলিক শিল্প সংস্থা গুলি দেশের আর্থিক পরিকাঠামোকে ধরে রেখেছে। বর্তমান পরিস্থিতিতেও যতটুকু আর্থিক সচ্ছলতা আসছে তা এইসব সেক্টর গুলি থেকেই। এইসব সংস্থাগুলিকে বেসরকারি করন চাইছে মোদি অমিত শাহ জুটি। এতে দেশের ক্ষতি হবে। সেটা আমরা কোনোমতেই হতে দেব না। বর্ষিয়ান সিটু নেতা তপন সামন্ত বলেন, এই ৩টি দাবি ছাড়াও আমাদের আরও ২ টি দাবি হল দেশের বিভিন্ন প্রান্তে থাকা পরিযায়ী শ্রমিকদের সসম্মানে নিয়ম বিধি মেনে বাড়িতে পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা করুক কেন্দ্রীয় সরকার এবং আমফানকে জাতীয় বিপর্যয় ঘোষণা করে বাংলার জন্য আলাদা আর্থিক প্যাকেজ ঘোষণার দাবী জানান তিনি

দক্ষিণ ২৪ পরগনা পরিদর্শনে মুখ্যমন্ত্রী

কলকাতা,২২ মে (হি স): ঘূর্ণিঝড় আমফানের দাপটে শুক্রবার বিধ্বস্ত এলাকা পরিদর্শন করেন রাজ্যে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ও মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।আগামীকাল শনিবার দক্ষিণ ২৪ পরগনা পরিদর্শনে যাবেন মুখ্যমন্ত্রী।ড এদিন কলকাতা বিমানবন্দরে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "আগামিকাল আমি আবার নিজে দক্ষিণ ২৪ পরগণার পাথরপ্রতিমা, গোসাবা, বাসন্তী, নামখানা, কাকদ্বীপ ঘুরে দেখব। তারপর কাকদ্বীপে প্রশাসনিক বৈঠক করব"। উল্লেখ্য, বুধবার ১৩৩ কিলোমিটার বেগে ঘূর্ণিঝড় আমফান কলকাতার উপর দিয়ে বয়ে গিয়েছে। তার দাপটে ভেঙে গিয়েছে গাছ এবং বিদ্যুতের খুঁটি। কলকাতার মতো দশা উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পূর্ব মেদিনীপুর, হাওড়া, হুগলি, নদিয়া-সহ একাধিক জেলার।

আমফানের তাণ্ডবে ক্ষতিগ্রস্ত রাজ্যবাসী

আটের পাতার পর কলকাতা থেকে জেলাগুলি। বিভিন্ন জায়গায় নেই বিদ্যুৎ নেই মোবাইলের ইন্টারনেট কানেকশন। হাহাকার পরে গেছে গোটা বাংলায়। কোথাও তীব্র পানীয় জলের সঙ্কট তো কোথাও নদী-বাঁধ ভেঙে জলমগ্ন গোটা এলাকা। টেলি-যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন বহু হাওড়া পুরসভা এলাকায় পানীয় জলের সঙ্কট। পাশাপাশি, বিভিন্ন এলাকা জলমগ্ন। জল ঢুকেছে পদ্মপুকুর জল প্রকল্পের ভিতরে। ৯টি পাম্পের মধ্যে অধিকাংশ পাম্পই জলের তলায়। সেগুলি মেরামতির কাজ চলছে। পানীয় জলের সঙ্কট দেখা দেওয়ায় বিভিন্ন ওয়ার্ডে জলের ট্যাঙ্ক পাঠিয়ে পরিস্থিতি মোকাবিলার চেষ্টা চলছে। কলকাতা পুরসভা থেকেও ৫০টি জলের ট্যাঙ্ক পাঠানো হচ্ছে। দাশনগর এলাকায় পানীয় জলের ট্যাঙ্ক থেকে জল নেওয়ার জন্য লম্বা লাইন। কার্যত বিধ্বংসী অবস্থা বাংলার।

দাঁড়ালেন তৃণমূলের নেতা

আটের পাতার পর রেশনের চালে কোন রকমে পেট ভরছে। সামনে বড় উৎসব ঈদ। কিন্তু ছেলে মেয়েদের কাপড় জামা কিনে দিতে পারিনি। আগামী দিনে কি খাবো তারও কোন ভরসা নেই। এই অবস্থায় যে সাহায্য টুকু পেলাম সেটা অনেক।' তৃণমূল নেতা কাজল শেখ বলেন,' আমরা সকলের কাছ থেকেই খাদ্য সামগ্রী নতুন জামাকাপড় সংগ্রহ করেছি। তা গ্রামের গরীব দুঃস্থ মানুষদের কাছে পৌঁছে দেয়ার চেষ্টা করেছি মাত্র। এটা আমার একক প্রচেষ্টায় হয় নি। '

ত্রাণ শিবির থেকে করোনা সংক্রমণ বেড়ে যাবার আশঙ্কা প্রকাশ করলেন সংসদ মিমি চক্রবর্তী

বারুইপুর, ২২ মে (হি. স.) : আমফানের তাণ্ডবের পর এলাকার পরিস্থিতি দ্রুত কিভাবে স্বাভাবিক করা যায় সে সম্পর্কে বৈঠক করতে শুক্রবার দুপুরে বারুইপুরে মহকুমা শাসকের দফতরে এলেন সাংসদ মিমি চক্রবর্তী। এদিন তিনি জরুরি বৈঠক করেন বারুইপুর মহকুমা শাসক দেবারতি সরকারের সাথে। সঙ্গে ছিলেন বারুইপুর ব্লকের সহ-সভাপতি শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী ও বারুইপুর পৌরসভার চেয়ারম্যান শক্তি রায়চৌধুরী। এছাড়াও সোনারপুরের বিডিও ও ভাঙড়ের বিডিওর সাথে সংসদ বৈঠক করবেন। মূলত পৌরসভা এলাকায় ও গ্রামীণ এলাকায় বিদ্যুৎ পরিষেবা ও পানীয় জল পরিষেবা চালু করার লক্ষ্যে এই বৈঠক পাশাপাশি বিদ্যুৎ দফতর ও পিএইডি সঙ্গেও তিনি কথা বলবেন পরিষেবা স্বাভাবিক করার জন্য।

স্থানীয় প্রতিনিধিদের সঙ্গেও তিনি কথা বলেন। একদিকে ঘূর্ণিঝড়ের তাণ্ডবে ঘরছাড়া হয়েছেন বহু মানুষ, আশ্রয় নিয়েছেন ত্রাণশিবিরে। সেখানে সামাজিক দূরত্ব কিভাবে বজায় থাকবে তা নিয়ে তিনি সংশয় প্রকাশ করেন। পাশাপাশি এই সময় করোনা সংক্রমণ আরও বেড়ে যেতে পারে বলেও তিনি আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন। সবাইকে সাবধানে নিরাপদে ত্রাণ দেওয়ার জন্য স্থানীয় প্রতিনিধিদেরকে তিনি অনুরোধ জানান।

মিমি বলেন, " এই করোনা আবহের মধ্যেই প্রকৃতির রোষ আমাদের উপর এসে পড়েছে। ফলে এই মুহূর্তে সবার আগে বিদ্যুৎ ও পানীয় জলের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। আর ত্রাণ শিবিরে যারা রয়েছেন তারা যাতে ঠিকমতো খাবার পান সেটা দেখা ও প্রয়োজন। আর খেয়াল রাখতে হবে ত্রাণ শিবিরে যেন যথাযথ পরিষ্কার ভাবে, মুখে মাস্ক দিয়ে ও সামাজিক দূরত্বের বিধি নিষেধ মেনে চলা হয়। নাহলে করোনা সংক্রমণ বাড়তে পারে"।

আইসিএসসি আইএসসি -র নির্ঘণ্ট প্রকাশ

কলকাতা, ২২ মে (হি স): করোনা সংক্রমণ এড়াতে দেশজুড়ে চলছে চতুর্থ দফার লকডাউন। লকডাউন এর জেরে ইতিমধ্যেই বন্ধ করা হয়েছে স্কুল-কলেজ। লকডাউন এর জেরে স্থগিত পরীক্ষা। তবে এরই মাঝে শুক্রবার আইসিএসসি আইএসসি - র বাকি থাকা পরীক্ষার দিনক্ষণ ঘোষণা করা হল। আইসিএসসি পরীক্ষা ২ জুলাই থেকে শুরু হবে।

২ জুলাই হবে ভূগোল এইচ.সি . জি পেপার২। ৪ জুলাই হবে আর্ট পেপার ৪।৬ জুলাই হবে গ্রুপ থ্রি ইলেকটিভ।৮ জুলাই হবে হিন্দি।১০ জুলাই বায়োলজি।১২ জুলাই হবে ইকোনমিক। পরীক্ষা শুরু হবে সকাল ১১ টা থেকে। অন্যদিকে, আইএসসি পরীক্ষা ১ থেকে জুলাই থেকে শুরু হবে।১ জুলাই হবে বায়োলজি।৩ জুলাই বিজনেস স্টাডিজ।৫ জুলাই ভূগোল।৭ জুলাই হবে সাইকোলজি।৯ জুলাই হবে সোশিয়লজি।১১ জুলাই হোম সাইন্স।১৩ জুলাই ইলেক্টিভ ইংলিশ।১৪ জুলাই আর্ট পেপার ৫। পরীক্ষার শুরু হবে ১১ টা থেকে। ৮

সাত দিনের মধ্যে কলকাতাকে সচল করার আশ্বাস দিলেন ফিরহাদ

কলকাতা, ২২ মে (হি স):ঘূর্ণিঝড় আমফান নাড়িয়ে দিয়েছে গোটা বাংলাকে।বুধবার আমফানের তাণ্ডবে বিধ্বস্ত কলকাতা। কোথাও পরে গাছ কোথাওবা ল্যাম্পপোস্ট। বিস্তীর্ণ এলাকায় নেই বিদ্যুৎ। লন্ডভন্ড তিলোত্তমা। তবে শুক্রবার কলকাতা পুরসভা থেকে "সাত দিনে ফের কলকাতাকে সচল করার প্রচেষ্টা চলছে" বলে জানালেন কলকাতা পৌরসভার প্রসাশক ফিরহাদ হাকিম।

এপ্রসঙ্গে ফিরহাদ আরও বলেন, "ভাগ করে দেওয়া হয়েছে গাছ কাটা, বিদ্যুৎ-জল সরবরাহের কাজ।ঘূর্ণিঝড়ে কলকাতায় সাড়ে ৫ হাজার গাছ পড়েছে।আড়াইহাজার বিদ্যুৎ স্তম্ভ পরে গেছে।সাত দিন সময় লাগবে কলকাতাকে সচল করতে।সিএসসির কাজের সুবিধার জন্য গাছ ঘিরে দেওয়া হবে।আজকের মধ্যে স্বাভাবিক করবে বিদ্যুৎ নিগম। খিদিরপুর,

মেলাঘরে সিপিএম নেতার উপর হামলার অভিযোগ

আগরতলা, ১২ মে ।। মেলাঘরের সিপিএম নেতা গৌরাঙ্গ ঠাকুরতার উপর হামলা চালানোর অভিযোগ করেছে দলের রাজ্য সম্পাদকমন্ডলী। দলের পক্ষ থেকে এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে বিজেপির দুর্বৃত্তরা এই হামলা চালিয়েছে। তাঁর মাথা ফাটিয়ে দেওয়া হয়েছে। জিবি হাসপাতালে তাকে ভর্তি করা হয়েছে। এই ঘটনার সাথে জড়িতদের অবিলম্বে গ্রেপ্তারের দাবী জানিয়েছে সিপিএম।

পরিষেবা স্বাভাবিক করার দাবি তুলে ইএম বাইপাসে বিক্ষোভ স্থানীয়দের

কলকাতা, ২২ মে (হি স):বুধবার কলকাতাজুড়ে তাণ্ডব চালিয়েছে ঘূর্ণিঝড় আমফান।দুদিন আগে বয়ে যাওয়া ঘূর্ণিঝড়ের প্রভাব এখনো শহরে। বিভিন্ন জায়গায় নেই আলো নেই জল।পরিষেবা স্বাভাবিক করার দাবি তুলে শুক্রবার অজয়নগরের কাছে ইএম বাইপাস অবরোধ করে বিক্ষোভ স্থানীয় বাসিন্দাদের। আমফানের তাণ্ডবে শহরতলীর বিভিন্ন রাস্তায় উপরে পড়েছে গাছ। আর ঠিক তেমনই গাছ উপড়ে পড়ায় রাস্তা বন্ধ অজয়নগরের কাছে ইএম বাইপাস। এলাকায় জল নেই। আলো নেই। পরিশেবা স্বাভাবিক করার দাবি তুলে ইএম বাইপাস অবরোধ করেন একাকার বাসিন্দারা। সার্ভে পার্ক থানা ও পূর্ব যাদবপুর ট্রাফিক গার্ডের পুলিশ বিক্ষোভকারীদের সঙ্গে কথা বলে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। উল্লেখ্য, বুধবার ১৩৩ কিলোমিটার বেগে ঘূর্ণিঝড় আমফান কলকাতার উপর দিয়ে বয়ে গিয়েছে। তার দাপটে ভেঙে গিয়েছে গাছ এবং বিদ্যুতের খুঁটি। কলকাতার মতো দশা উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পূর্ব মেদিনীপুর, হাওড়া, হুগলি, নদিয়া-সহ একাধিক জেলার।

দক্ষিণ দিনাজপুরে করোনা আক্রান্ত ভিনরাজ্য ফেরত পরিযায়ী শ্রমিক

বালুরঘাট, ২২ মে (হি. স.) : দক্ষিণ দিনাজপুরের কুমারগঞ্জ ব্লকে করোনা আক্রান্তে ভিনরাজ্য ফেরত এক পরিযায়ী শ্রমিক। যদিও স্বাস্থ্য দফতরের তরফে সরকারি ভাবে আক্রান্তের বিষয়ে কিছুই জানানো হয়নি।

আক্রান্ত ব্যক্তি কুমারগঞ্জ ব্লকের মোহনা এলাকার বাসিন্দা। লকডাউনে আটকে থাকার পর সম্প্রতি তিনি ভিন রাজ্য থেকে বাড়ি ফিরেছিলেন। এরপর তিনি বাড়িতেই ছিলেন। কয়েকদিন আগেই তাঁর লালার নমুনা নেওয়া হয়। শুক্রবার ভোরে লালার রিপোর্ট করোনা পজিটিভ আসতেই এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়েছে। সূত্রের খবর, এদিন সকালে আক্রান্তকে বালুরঘাট কোভিড হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। এই আক্রান্তকে ধরে এখনও পর্যন্ত দক্ষিণ দিনাজপুর জেলায় মোটা করোনা আক্রান্তের সংখ্যা দাঁড়াল ৫। আগের ৪ জনই কুশমন্ডি ব্লকের বাসিন্দা। তাঁরা রায়গঞ্জ ও বালুরঘাট কোভিড হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। এরাও ভিনরাজ্য ফেরৎ পরিযায়ী শ্রমিক। হিন্দুস্থান সমাচার / সোনালি

আরবিআই

● প্রথম পাতার পর

বেড়েছে। চতুর্থ ত্রৈমাসিকে মুদ্রাস্ফীতির হার হ্রাস পেয়েছে যা আরবিআই-র নির্ধারিত লক্ষ্য-র অপেক্ষায় কম প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাংক আজ সকালে রেপো রেট ০.৪০ শতাংশ হ্রাস করার ঘোষণা দিয়েছে। তাতে ৪.৪ শতাংশ থেকে কমিয়ে ৪ শতাংশ করা হয়েছে। এই সিদ্ধান্ত সাধারণ মানুষের ইএমআই কমার সম্ভাবনা রয়েছে।

বাংলাদেশের সাথে ত্রিপুরার নৌ পরিবহণ, ধন্যবাদ কর্মসূচী বিজেপির

আগরতলা, ২২ মে।। ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে নৌ যোগাযোগ স্থাপনের জন্য দ্বিপাক্ষিক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে সম্প্রতি। এজন্য দুই দেশের প্রধানমন্ত্রী এবং ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানাবে বিজেপি। আগামী শনিবার সকাল ১১টায় রাজ্যের প্রতিটি বুথ স্তরে, বিভিন্ন বাজার, চৌমাথা এবং বাসস্ট্যান্ডের সামনে দশ থেকে বার জনের কার্যকর্তা শারীরিক দূরত্বের সরকারী নির্দেশিকা মেনে ধন্যবাদ সূচক প্লে কার্ড দেখাবেন। যদিও কর্মসূচীতে দলীয় পতাকা ব্যবহার করা হবে না। কোন ধরনের শ্লোগানও দেওয়া হবে না। প্রসঙ্গত, ত্রিপুরার নদীপথে শ্রীমন্তপুর থেকে বাংলাদেশের আশুগঞ্জের দূরত্ব প্রায় ৩৫ কিমি। নদীপথে নৌ পরিবহন ব্যবস্থা চালু করার পরিকল্পনা ত্রিপুরায় বিজেপি সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরই নেয়া হয়েছিল।

সভাপতির

● প্রথম পাতার পর

বাড়ি প্রাঙ্গনে দরিদ্র মানুষের হাতে ত্রান সামগ্রি তুলে দিয়ে এই অভিযোগ করে কথাগুলি বলেন। অনুষ্ঠানে এছাড়া উপস্থিত ছিলেন বিলোনীয়া ব্লক কংগ্রেস সভাপতি অরুপ দেব প্রাক্তন বিধায়ক দীলিপ চৌধুরির সহ অন্যান্যরা। এদিন ঋষ্যমুখ বিধানসভার বিভিন্ন এলাকায় মানুষের মধ্যে ত্রান সামগ্রী বিতরন করা হয় প্রাক্তন বিধায়ক দিলীপ চৌধুরীর সহায়তায় এদিন মোট ৪০০ এর উপরে কর্মহীন মানুষদের মাঝে ত্রান তুলে দেওয়া হয়

বাংলাকে

● প্রথম পাতার পর

দাবি, এছাড়াও কেন্দ্রীয় সরকার প্রয়োজনীয় সমস্ত সহায়তা প্রদান করবে।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, "আমি সব ঘুরে দেখেছি। পশ্চিমবঙ্গের এই কঠিন সময়ে আমার সাথে সমগ্র দেশবাসী বাংলার পাশে থাকবে। বাংলা যাতে আবার দ্রুত ঘুরে দাঁড়াতে পারে, তার জন্য ভারত সরকার কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করবে। এদিন তিনি আরও ঘোষণা দেন, ঘূর্ণিঝড়ে মৃতদের পরিবারকে প্রধানমন্ত্রীর তহবিল থেকে ২ লক্ষ টাকা করে ও আহতদের পরিবারকে ৫০,০০০ টাকা করে দেওয়া হবে"।

প্রসঙ্গত, বৃহস্পতিবার একাধিক ট্যুইটে প্রধানমন্ত্রী জানিয়েছিলেন, পুরো দেশ পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে রয়েছে। শুধু তাই নয়, ক্ষতিগ্রস্তদের সাহায্যের ক্ষেত্রে কোনও কার্পণ্য করা হবে না। ট্যুইটে প্রধানমন্ত্রী লেখেন, "ঘূর্ণিঝড় আমফান-এ পশ্চিমবঙ্গের ধ্বংসলীলা দেখলাম। এটা কঠিন সময়। পশ্চিমবঙ্গের প্রতি সহমর্মিতার সঙ্গে রয়েছে পুরো দেশ। তিনি রাজ্যের মানুষের দ্রুত সুস্থ হয়ে ওঠার কামনা করেন। সাথে বলেন, স্বাভাবিক পরিস্থিতি ফেরানোর নিরন্তর চেষ্টা থাকবে।

এদিন বাংলার পর ওড়িশায় চলে যান প্রধানমন্ত্রী মোদী। ওড়িশাতেও ঘূর্ণিঝড়ের তাণ্ডবে ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে। ফলে সেখানে উপকূলবর্তী এলাকায় ব্যাহত হয়েছে বিদ্যুৎ, টেলিকম যোগাযোগ ব্যবস্থা। ওড়িশা সরকারের তরফে জানানো হয়েছে সে রাজ্যে ৪৪.৮ লক্ষ মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত।

রাজ্যে

● প্রথম পাতার পর

বিমা এবং ঋণের সুবিধা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। সরকারের ঋণ নিয়ে ব্যবসার প্রসার ঘটানোর সুযোগ থাকলেও ট্রেড লাইসেন্স না থাকার কারণে সুবিধা প্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। মুখ্যমন্ত্রী জানান, ট্রেড লাইসেন্সের সরলীকরণের জন্য সরকার প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নিচ্ছে। এর ফলে প্রায় এক থেকে দেড় লক্ষ দোকানদার সুবিধা পাবেন।

এদিকে, ত্রিপুরায় 'এক ন্যাশন - এক রেশন কার্ড' চালু রয়েছে বলে জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। ফলে রেশন কার্ড বন্ধক দেওয়ার খবর সঠিক নয় বলে দাবি করেন তিনি। এদিন তিনি বলেন, গণবণ্টন ব্যবস্থায় কম্পিউটার পদ্ধতিতে ই-পিডিএস চালু রয়েছে। এই পদ্ধতিতে সংশ্লিষ্ট রেশন কার্ড হোল্ডারের আঙুলের টিপ ছাপ এবং রেটিনার ভিজন মিললে পড়েই গ্রাহক রেশন সামগ্রী তুলতে পারবেন। তিনি বিদ্রুপ করে বলেন, ২০-২৫ বছর আগে রেশন কার্ড থাকলেই রেশন মিলত। ফলে, তখন একজনের রেশন কার্ড দিয়ে অন্যজনে রেশন সামগ্রী তুলতেন। তাঁর দাবি, বর্তমানে কম্পিউটারাইজড গণবণ্টন ব্যবস্থা চালু হওয়ার ফলে রেশন কার্ড বন্ধকের পদ্ধতি শেষ হয়ে গেছে। এক ন্যাশন - এক রেশন কার্ড পদ্ধতি চালু হওয়ার ফলে যে কোনও গ্রাহক যে কোনও জায়গা থেকে রেশন সামগ্রী তুলতে পারবেন। এক্ষেত্রে গ্রাহকের সচেতনতার প্রয়োজন বলে মনে করেন মুখ্যমন্ত্রী।

আগরতলায়

● প্রথম পাতার পর

বিমানে ওঠার অনুমতি প্রদান করেন। এম বি বি বিমান বন্দরে কেবল মাত্র থার্মাল স্ক্রিনিং ও যাত্রীদের প্রদেয় মেডিক্যাল রিপোর্ট যাচাই করা হচ্ছে বলে জানান এম বি বি বিমান বন্দরের টার্মিনাল ম্যানেজার। দীর্ঘ দিন বিমান পরিসেবা বন্ধ থাকার পর আগামী ২৫ মে থেকে পুনরায় চালু হতে যাচ্ছে। তার আগে এম বি বি বিমান বন্দর দিয়ে যাত্রী চলাচল এক প্রকার শুরু হল।

বিমান চলাচল পুরোদমে শুরু হলে কি কি ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে তা নিয়েই এদিন একটি মহড়া অনুষ্ঠিত হয় এম বি বি বিমানবন্দরে। কিভাবে দ্রুত এবং নিরাপদ ভাবে যাত্রীদের পরিষেবা প্রদান করা যায় নতুন নির্দেশিকা অনুযায়ী তার জন্য এদিন পরীক্ষা মূলক ভাবে কর্মীদের কাজে লাগানো হয়। এদিন ৮০ জন যাত্রী আগরতলায় আসে এবং একই সংখ্যক যাত্রী বিমানে যাত্রা করে।

পৃথক

● প্রথম পাতার পর

পাথালিয়াঘাট এডিসি ভিলেজের তারাপদ বাড়ি রাবার বাগানে ফাঁসিতে ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার করা হয়েছে এক টিএসআর জওয়ানের। রাবার শ্রমিকরা রাবার কাটতে গিয়ে মৃতদেহ দেখে খবর দেয় বিশ্রামগঞ্জ থানায়। মৃতের নাম স্বপন ত্রিপুরা (৩৫)। বাবা ফাল্গুন ত্রিপুরা। বাড়ি দক্ষিণ জেলার সাব্রুমের কালাঢেপা এলাকায়। তিনি টিএসআর ১১ নাম্বার ব্যাটিলিয়ানে কর্মরত ছিলেন। বর্তমানে বিশ্রামগঞ্জের লেম্বুতলি এলাকায় থাকেন। রাবার বাগানে নগ্ন ঝুলন্ত অবস্তায় কি কারনে ফাঁসি দিয়েছে, এ নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। তবে এটি খুন না আত্মহত্যা এ নিয়ে ধন্দে পুলিশও।পুলিশ এখন বিষয়টিনিয়ে তদন্ত চালিতে যাচ্ছে।

১০৩২৩

● প্রথম পাতার পর

নেত্রী ডালিয়া দাস জানান তারা তাদের চাকরি ফিরে পাওয়ার দাবিতে আন্দোলনে শামিল হয়েছেন।শুধু রাজধানী আগরতলা শহরে নয়, রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে যেখানে যেখানে ১০৩২৩ কর্মচারীরা রয়েছেন তারা আন্দোলনে সামিল হয়েছেন।

চাকরিরত কর্মচারীদের দুঃখ-দুর্দশা সম্পর্কে সরকার এবং প্রশাসনকে অবগত করার লক্ষ্যে তারা এ ধরনের আন্দোলন কর্মসূচিতে শামিল হয়েছেন বলে জানিয়েছেন। সরকার অবিলম্বে এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ না করলে তারা আরও বৃহত্তর আন্দোলনে শামিল হতে বাধ্য হবেন বলে হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়েছে। উল্লেখ্য সর্বোচ্চ আদালতের নির্দেশে গত ৩১

মার্চ ১০৩২৩ শিক্ষকদের চাকরির মেয়াদ শেষ হয়ে গেছে। এরইমধ্যে করোনা ভাইরাস সংক্রমণ জনিত কারণে লকডাউন ঘোষণার ফলে তারা বৃহত্তর আন্দোলনে শামিল হতে পারছেন না। সরকারি নিয়ম কানুন মেনেই তারা সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে আন্দোলনে সামিল হয়েছেন।।

ক্রীড়াঙ্গন

আইপিএলের জন্য বিশ্বকাপ পেছাতে 'বলবে না' ভারত

আইপিএল আয়োজন করতেই নাকি টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ পিছিয়ে দিতে চাপ দিচ্ছে ভারত, এমন খবর গত কিছুদিনে সংবাদমাধ্যমে উঠে এসেছে বারবার। তবে সেটিকে গুজব বলে উড়িয়ে দিল ভারতের ক্রিকেট বোর্ড-বিসিসিআই। বোর্ডের এক ঊর্ধতন কর্মকর্তা রয়টার্সকে বলেছেন, বিশ্বকাপ পিছিয়ে দেওয়ার জন্য তারা কোনোরকম চাপ প্রয়োগ করবে না।আগামী অক্টোবর-নভেম্বরে অস্ট্রেলিয়ায় হওয়ার কথা এবারের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ। করোনাভাইরাস পরিস্থিতিতে যদি আসরটি পিছিয়ে যায়, তাহলে ওই সময় আইপিএল আয়োজনের ভাবনা বিসিসিআইয়ের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে।

এবারের আইপিএল থেকে বিসিসিআইয়ের প্রায় ৫৩ কোটি মার্কিন ডলার আয় হওয়ার সম্ভাবনা আছে। গত ২৯ মার্চ শুরু হওয়ার কথা ছিল আসরটি। দুই দফায় সেটি পিছিয়ে গেছে করোনারভাইরাসের প্রভাবে।সম্প্রতি অস্ট্রেলিয়ার কয়েকটি গণমাধ্যমের প্রতিবেদনে ইঙ্গিত মিলেছে, বিসিসিআই হয়তো আইপিএল আয়োজনের জন্য টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ পিছিয়ে দেওয়ার চেষ্টার করতে পারে। আইসিসিতে ও বিশ্ব ক্রিকেটে ভারতীয় বোর্ডের যা প্রভাব, তারা

জোর করে কিছু চাইলে সেটির বাস্তবায়ন খুবই সম্ভব।তবে বিসিসিআইয়ের কোষাধ্যক্ষ অরুণ সিং ধুমাল রয়টার্সের সঙ্গে ফোনালাপে জোর দিয়ে জানান, বিশ্বকাপ পিছিয়ে দেওয়ার চেষ্টা তারা করবে না।"ভারত টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ পিছিয়ে দেওয়ার চেষ্টা কেন করবে? আমরা মিটিংয়ে এ বিষয়ে আলোচনা করব এবং যেটি ঠিক হয়, আইসিসি সিদ্ধান্ত নিবে।""বর্তমান পরিস্থিতিতে অস্ট্রেলিয়া সরকার যদি টুর্নামেন্টটি আয়োজনের সিদ্ধান্ত নেয় এবং সবকিছু সামলানোর ব্যাপারে ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া যদি আত্মবিশ্বাসী হয়, তাহলে এটা তাদের সিদ্ধান্ত। বিসিসিআই কোনো সুপারিশ করবে না।"

আগামী ১৮ অক্টোবর শুরু হওয়ার কথা থাকা টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ অবশ্য এমনিতেই পিছিয়ে যেতে পারে। অস্ট্রেলিয়ায় যদিও করোনাভাইরাস পরিস্থিতি এখন যথেষ্ট নিয়ন্ত্রিত। ভ্রমণ নিষেধাজ্ঞা ও সামাজিক দূরত্ব মেনে চলার কড়াকড়ি শিথিল করা হচ্ছে। তার পরও ১৬ দলের বিশ্বকাপের মতো বিশাল কর্মযজ্ঞ ভিন্ন ব্যাপার।এই মাসের শেষ দিকে আইসিসির সভায় বিশ্বকাপ নিয়ে আলোচনা হবে। ধারণা করা হচ্ছে, এই টুর্নামেন্ট এক বছর পিছিয়ে যেতে পারে।টুর্নামেন্ট সূচি অনুযায়ী মাঠে গড়ালেও হয়তো দর্শকশূন্য মাঠে খেলা হতে হবে। বিশ্বকাপের মতো জনপ্রিয় ও এত বড় মাপের কোনো প্রতিযোগিতা শূন্য গ্যালারিতে আয়োজন করা ঠিক হবে কিনা, সেটি অস্ট্রেলিয়ান সরকারের হাতে ছেড়ে দিলেন ধুমাল।"সবকিছুই নির্ভর করছে অস্ট্রেলিয়ার সরকারের সিদ্ধান্তের ওপর-এতগুলো দলকে তাদের দেশে এসে খেলার অনুমতি দিবে কিনা, সেটাও তাদের ব্যাপার।""দর্শকশূন্য মাঠে খেলা কি যৌক্তিক হবে? এভাবে এমন একটি টুর্নামেন্ট ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়ার আয়োজন করা কি উচিত হবে? সিদ্ধান্তটা তাদের।"

ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়ার প্রধান নির্বাহী কেভিন রবার্টস অবশ্য শুক্রবার জানান, নির্ধারিত সময়ে বিশ্বকাপ আয়োজনের সম্ভাবনা এখনই উড়িয়ে দিচ্ছে না তারা।"এখনই এ বিষয়ে আমাদের পরিষ্কার কোনো ধারণা নেই। তবে পরিস্থিতির যেভাবে উন্নতি হচ্ছে, তাতে কে জানে, সম্ভব হতেও পারে। চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত অবশ্য আইসিসির।"বিশ্ব ক্রিকেটের নিয়ন্তা সংস্থা আইসিসি অবশ্য আগেই জানিয়েছিল, টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের ভাগ্য নিয়ে অগাস্টের আগে কোনো সিদ্ধান্তে আসতে চায় না তারা। তবে টুর্নামেন্টটি স্থগিত ধরে নিয়ে কয়েকটি দেশের ক্রিকেট বোর্ড, ওই সময় নিজেদের মতো করে ব্যবহারের পরিকল্পনা করছে। বিশ্বকাপ না হলেও এই অস্ট্রেলিয়ান গ্রীষ্মে দেশটিতে ক্রিকেট হওয়ার সম্ভাবনা আছে প্রবলভাবেই। আগামী ডিসেম্বর-জানুয়ারিতে ভারতের অস্ট্রেলিয়ায় সফরে যাওয়ার বিষয়টি এখন অনেকটাই নিশ্চিত বলে জানিয়েছেন ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়ার প্রধান নির্বাহী কেভিন রবার্টস। তবে কোনো দ্বিপাক্ষিক সিরিজ আর ১৬ দলের টুর্নামেন্ট আয়োজন করার মধ্যে আকাশ-পাতাল পার্থক্য। কার্যত এ কারণেই এবারের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ পিছিয়ে যাওয়ার শঙ্কা জেগেছে।

প্রয়াত চারটি গ্র্যান্ড স্লামজয়ী টেনিস তারকা অ্যাশলে কুপার

সিডনি, ২২ মে (হি. স.) : চারটি গ্র্যান্ড স্লামজয়ী টেনিসদুনিয়ার নজরকাড়া তারকা অ্যাশলে কুপার শুক্রবার প্রয়াত হলেন। দীর্ঘদিন ধরেই বার্ধক্যজনিত কারণে ভুগছিলেন তিনি। বয়স হয়েছিল ৮৩। ১৯৫৮ সালে অস্ট্রেলিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপ, উইম্বলডন এবং ইউ এস ন্যাশনালস চ্যাম্পিয়ন হন তিনি। ১১ জন টেনিস তারকার মধ্যে তিনিই অন্যতম যিনি এক ক্যালেন্ডার ইয়ারে গ্র্যান্ড স্লাম জয়ের নজির গড়েছিলেন। প্রতিবারই হারিয়েছেন স্বদেশি তারকাকেই। ১৯৫৭ সালে এন ফ্রেসরকে হারিয়ে প্রথমবার অস্ট্রেলিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপ জিতেছিলেন কুপার। পরের বছর উইম্বলডনও জেতেন তিনি তাঁর বিরুদ্ধেই। কোর্টের বাইরে ফ্রেসরের সঙ্গে দারুণ বন্ধুত্ব ছিল তাঁর। মজার বিষয় হল উইম্বলডনে খেলতে গিয়ে একসঙ্গে হোটেলের ঘরে ছিলেন তাঁরা। এমনকী ফাইনালের দিন প্রাতঃরাশও সেরেছিলেন এক টেবলে বসেই। সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে কুপার বলেছিলেন, "কোর্টের বাইরে আমরা ভাল বন্ধু ছিলাম। কিন্তু কোর্টে সবসময় একে-অপরকে হারানোর চেষ্টা করতাম। আর খেলা শেষ হলেই আবার গলায়-গলায় বন্ধুত্ব।" তবে কোর্টে নামতেই বদলে যেতেন তিনি। তখন ধ্যান-জ্ঞান কেবল টেনিস।

১৯৯১ সালে আন্তর্জাতিক টেনিসের হল অফ ফেম-এ সম্মানিত হয়েছিলেন তিনি। কেরিয়ারে মোট চারটি ডাবলস গ্র্যান্ড স্লামের মধ্যে তিনটিই জিতেছেন ফ্রেসরকে সঙ্গী করে। সেই সঙ্গে ১৯৫৭ সালে অস্ট্রেলিয়ার ডেভিস কাপ জয়েরও অন্যতম কাণ্ডারি ছিলেন তিনি। তবে টেনিসকে বিদায় জানানোর পরও দীর্ঘদিন রাজ্য ও জাতীয় স্তরে টেনিসের প্রশাসনিক কাজের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন তিনি।

কোহলিদের অস্ট্রেলিয়া সফরের সম্ভাবনা '১০-এ ৯'

ভারতীয় ক্রিকেট দলের অস্ট্রেলিয়া সফরের সম্ভাবনা জোরালো হয়েছে আরও। ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়ার প্রধান নির্বাহী কেভিন রবার্টস বলছেন, শতভাগ নিশ্চিত না হলেও এই সিরিজ হওয়ার সম্ভাবনা এখন শতভাগের কাছাকাছিই। এমনকি ভারতের বিপক্ষে সিরিজের আগে সেপ্টেম্বরে ইংল্যান্ড সফরেও যেতে পারে অস্ট্রেলিয়া।

আগামী ডিসেম্বর-জানুয়ারিতে অস্ট্রেলিয়ায় এই সিরিজ খেলার কথা ভারতের। করোনাভাইরাস পরিস্থিতিতে সিরিজ নিয়ে ছিল অনিশ্চয়তা। শঙ্কা আছে এখনও, তবে সময়ের সঙ্গে তা কমে আসছে। এই সিরিজ না হলে ৩০ কোটি অস্ট্রেলিয়ান ডলার আয় থেকে বঞ্চিত হবে অস্ট্রেলিয়া, সিরিজটি আয়োজনে তারা তাই মরিয়া।ভারতীয় দলকে আগেভাগেই সফরে নিয়ে নির্দিষ্ট সময় কোয়ারেন্টিনে রেখে, পুরো সিরিজ একটি বা দুটি শহরে দর্শকশূন্য মাঠে আয়োজন করার পরিকল্পনা নিয়ে রেখেছে অস্ট্রেলিয়া। ভারতীয় বোর্ড কিছুদিন আগে বলেছে, কোয়ারেন্টিনে থাকতে তাদের আপত্তি নেই।অস্ট্রেলিয়ার করোনাভাইরাস পরিস্থিতি এখন যথেষ্ট নিয়ন্ত্রিত। সিরিজের কোনো একটা পর্যায়ে মাঠে দর্শক ঢোকার অনুমতি দেওয়ার সম্ভাবনার ইঙ্গিতও মিলল কেভিন রবার্টসের কথায়।

" এখনকার বিশ্বে নিশ্চিত বলে কোনো কিছু নেই। তাই ১০-এ ১০ আমি বলতে পারছি না। এটুকু বলতে পারছি, ভারতের সফরে আসার সম্ভাবনা ১০-এ ৯। দর্শক থাকবে কিনা, সেটি অবশ্য এখনও দোলাচলে আছে। তবে ভারতের সফর না হলে আমি বিস্মিত হব। শুরু থেকে দর্শকদের পুরোপুরি রাখতে পারব কিনা, সেটি নিশ্চিত বলতে পারছি না। অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।"

ভারতের বিপক্ষে সিরিজের আগেই অস্ট্রেলিয়া দলকে দেখা যেতে পারে মাঠে। জুলাইয়ে ইংল্যান্ড সফরে তাদের ওয়ানডে সিরিজটি স্থগিত হয়েছে আগেই। সেটি এখন হতে পারে সেপ্টেম্বরে। তার আগেই ওয়েস্ট ইন্ডিজ ও পাকিস্তানের বিপক্ষে সিরিজ আয়োজনের প্রস্তুতি নিচ্ছে ইংল্যান্ড। তাই অস্ট্রেলিয়া খেলতে যেতে পারে সেখানে, বলছেন রবার্টস।" খানিকটা সম্ভাবনা আছে, আমরা দল পাঠাতে পারি। অবশ্যই ক্রিকেটারদের কোনোরকম ঝুঁকিতে ফেলব না আমরা। তবে আমাদের সফরের আগেই ওয়েস্ট ইন্ডিজ ও পাকিস্তানের সফর আছে সেখানে, তখনই বড় পরীক্ষা হবে। আশা করি, এই সিরিজগুলি ঝামেলা ছাড়াই শেষ হবে।"টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ অবশ্য পিছিয়ে যাওয়া এখন অনেকটাই নিশ্চিত বলে ধরে নেওয়া হচ্ছে। এই মাসের শেষ দিকে আইসিসির সভায় সেটি নিয়ে আরও আলোচনা হবে। ধারণা করা হচ্ছে, এই টুর্নামেন্ট এক বছর পিছিয়ে যেতে পারে।নভেম্বরে আফগানিস্তানের বিপক্ষে একটি টেস্ট হওয়ার কথা অস্ট্রেলিয়ার। অগাস্টে হওয়ার কথা জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে সীমিত ওভারের সিরিজ। এসবের ভবিষ্যৎ এখনও অনিশ্চিত।

ইউনাইটেডের ক্ষতি দুই কোটি ৮০ লাখ পাউন্ড, শঙ্কা আরও

কোভিড-১৯ মহামারীতে খেলাধুলা স্থগিত হয়ে যাওয়ায় এখন পর্যন্ত ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের ক্ষতির পরিমাণ দাঁড়িয়েছে দুই কোটি ৮০ লাখ পাউন্ড। মৌসুম শেষে অঙ্কটা আরও অনেক বড় হবে বলে আশঙ্কা করছে প্রিমিয়ার লিগের ক্লাবটি।নিজেদের ওয়েবসাইটে বৃহস্পতিবার দেওয়া বিবৃতিতে ২০১৯-২০ মৌসুমের দুই তৃতীয়াংশের এই হিসাব দিয়েছে ইউনাইটেড কর্তৃপক্ষ।গত মার্চ থেকে স্থগিত হয়ে আছে ইংলিশ ফুটবলের শীর্ষ লিগ। দেশটিতে অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ আছে সব ধরনের খেলাধুলা। অবশ্য লিগ ফেরানোর সর্বোচ্চ চেষ্টা করে যাচ্ছে কর্তৃপক্ষ।শেষ পর্যন্ত ফুটবল মৌসুম যদি শেষ করা সম্ভবও হয়, তারপরও টিভি স্বত্বের আয়ের দুই কোটি পাউন্ড ব্রডকাস্টারদের ফেরত দিতে হবে বলে জানিয়েছেন ইউনাইটেডের চিফ ফিন্যান্সিয়াল অফিসার ক্লিফ ব্যাটি।

ক্লাবটির মার্চের শেষ তিন সপ্তাহের তিনটি ম্যাচ পেছানোয় হারিয়েছে আরও ৮০ লাখ পাউন্ড।করোনাভাইরাসে কারণে দলটির মোট ১১টি ম্যাচ পিছিয়ে গেছে। স্বাভাবিকভাবে ক্ষতির পরিমাণ যে আরও বড় হবে, সেটা নিশ্চিত।গত শনিবার দর্শকশূন্য স্টেডিয়ামে মাঠে ফিরেছে ইউরোপের শীর্ষ পাঁচ লিগের অন্যতম বুন্ডেসলিগা। জার্মানির শীর্ষ লিগ ফেরায় প্রিমিয়ার লিগ ফেরারও সম্ভাবনা দেখছেন ব্যাটি। তবে শঙ্কা তো রয়েই যাচ্ছে।সঙ্গে আছে এফএ কাপ ও ইউরোপা লিগ-শেষ পর্যন্ত এগুলো যদি ভেস্তে যায়, তাহলে ক্ষতির পরিমাণ হবে আকাশছোঁয়া। কারণ হিসেবে ব্যাটি উল্লেখ করেছেন টিভি স্বত্বের চুক্তির বিষয়টি। সবকিছু বন্ধ থাকায় ক্লাব শপের খুচরা আয়ের ওপর প্রভাব পড়ার বিষয়টিও তুলে ধরেন তিনি।আবার ফুটবল মৌসুম শেষ করা সম্ভব হলেও তা যে দর্শকশূন্য স্টেডিয়ামে হবে, এ ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই। আর সেক্ষেত্রে ম্যাচ ডে আয়ের ওপর বড় ধরনের প্রভাব পড়ার বিষয়টিও উল্লেখ করেন ব্যাটি।

বার্সায় গেলে মার্তিনেসের 'বিপদ' দেখছেন কাপেলো!

ইন্টার মিলানের স্ট্রাইকার লাউতারো মার্তিনেসকে দলে পেতে আগ্রহী বার্সেলোনা। তার ফুটবলে মুগ্ধ ফাবিও কাপেলোও। তবে কাম্প নউয়ে যোগ দিলে আর্জেন্টাইন এই তরুণের জন্য হিতে বিপরীত হতে পারে বলে সতর্ক করে দিয়েছেন কাপেলো।এই ইতালিয়ান কোচের মতে, বার্সেলোনায় যোগ দিয়ে বেঞ্চে বসে থাকার চেয়ে ইন্টার মিলানে থাকাই ভালো হবে মার্তিনেসের জন্য।অনেকদিন ধরে গুঞ্জন চলছে, সেরি আর ক্লাবটি ছেড়ে কাম্প নউয়ে পাড়ি জমাতে পারেন মার্তিনেস। সম্প্রতি স্পেনের একটি রেডিওকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে আর্জেন্টাইন স্ট্রাইকারের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেন কাপেলো। তবে বার্সেলোনায় গেলে মার্তিনেসের শুরুর একাদশে জায়গা পাওয়া কঠিন হবে বলে মনে করেন রিয়াল মাদ্রিদ, ইউভেন্তুসের সাবেক এই কোচ। "লাউতারো মার্তিনেস খুব ভালো খেলোয়াড়। তার সবকিছু আছে-তার অনেক গুণ, সে খুব দ্রুত দৌড়াতে পারে এবং গোলে কার্যকর শট নিতে পারে।""বার্সেলোনায় গিয়ে লুইস সুয়ারেসের সঙ্গে শুরু করাটা তার জন্য কঠিন হবে। আমি মনে করি, বার্সেলোনায় বদলি হিসেবে খেলার চেয়ে ইন্টার মিলানে শুরুর একাদশে থাকা তার জন্য ভালো।" ২০১৮ সালে রেসিং ক্লাব থেকে ইন্টার মিলানে যোগ দেওয়ার পর ৬৬ ম্যাচে ২৫ গোল করেছেন মার্তিনেস। এর মধ্যে করোনাভাইরাসের প্রাদুর্ভাবে চলতি মৌসুম স্থগিত হওয়ার আগে ৩১ ম্যাচে তার গোল ১৬টি।

বার্সেলোনাতেই থাকতে চান ভিদাল

মাঠের ফুটবল বন্ধ। তবে শারীরিক ও মানসিকভাবে ভীষণ ভালো বোধ করছেন আর্তুরো ভিদাল। ভালো লাগা আছে বার্সেলোনায় ড্রেসিং রুমে অসাধারণ সব বন্ধুদের নিয়েও। সব মিলিয়ে বেশ সুখী এই মিডফিল্ডার থেকে যেতে চান কাম্প নউয়ের আঙিনাতেই।লা লিগার দলটির সঙ্গে ভিদালের চুক্তি ২০২১ সালের জুন পর্যন্ত। আগামী দলবদলে তার ইন্টার মিলানে যোগ দেওয়ার গুঞ্জন আছে। ভিদাল চার মৌসুম (২০১১-২০১৫) ইউভেন্তুসে থাকার সময় দলটির কোচ ছিলেন আন্তোনিও কন্তে; বর্তমানে তিনি ইন্টারের দায়িত্বে। তাই পুরনো গুরু-শিষ্যের ফের এক হওয়ার গুঞ্জনে বাড়তি মাত্রা পাচ্ছে। তবে বৃহস্পতিবার এক ইনস্টাগ্রাম লাইভে বার্সেলোনায় থেকে যাওয়ার ইচ্ছার কথা জানান ৩২ বছর বয়সী এই ফুটবলার।"আমি বার্সেলোনায় সুখে ও স্বচ্ছন্দে আছি। অবশ্যই এখানে থাকতে চাই। যে কোনো সময়ের চেয়ে এখন আমি আরও বেশি প্রস্তুত।""আমি সুখে আছি, এখানে ভালো একটা গ্রুপ আছে এবং ড্রেসিংরুমে আমার খুব ভালো বন্ধুরা আছে।"করোনাভাইরাসের প্রাদুর্ভাবে গত মধ্য মার্চ থেকে বন্ধ রয়েছে লা লিগা। জুনের মাঝামাঝি সময়ে লিগ পুনরায় শুরুর লক্ষ্যে প্রস্তুতি শুরু করেছে ক্লাবগুলো।লা লিগা ও চ্যাম্পিয়ন্স লিগ শিরোপার জন্য বার্সেলোনার হয়ে মাঠে নামতে প্রস্তুত বলে জানান ২০১৮ সালে বায়ার্ন মিউনিখ থেকে কাতালান ক্লাবটিতে যোগ দেওয়া ভিদাল।"শারীরিকভাবে খুব ভালো বোধ করছি, যে কোনো সময়ের চেয়ে ভালো। পুরো ক্যারিয়ারে নিজেকে প্রস্তুত করার এত বেশি সময় আগে কখনও পাইনি।""লা লিগা ও চ্যাম্পিয়ন্স লিগের জন্য নিজেকে প্রস্তুত বলে মনে হচ্ছে।"লা লিগায় এখনও ১১ রাউন্ডের খেলা বাকি, দ্বিতীয় স্থানে থাকা রিয়াল মাদ্রিদের চেয়ে ২ পয়েন্টে এগিয়ে শীর্ষে আছে বার্সেলোনা।চ্যাম্পিয়ন্স লিগে শেষ ষোলোর প্রথম লেগে নাপোলির মাঠে ১-১ ড্র করেছিল লিওনেল মেসির নেতৃত্বাধীন দলটি।

কামড় দেওয়া সুয়ারেসের প্রশংসায় কিয়েল্লিনি

২০১৪ বিশ্বকাপে ইতালি-উরুগুয়ের উত্তপ্ত ম্যাচে জর্জো কিয়েল্লিনিকে কামড় দেওয়ায় তখন ভীষণ সমালোচিত হয়েছিলেন লুইস সুয়ারেস। তবে সেদিনের প্রতিপক্ষের ওপর এখন আর কোনো ক্ষোভ নেই ইতালিয়ান ডিফেন্ডারের। উল্টো আগ্রাসী মনোভাবের জন্য উরুগুয়ের স্ট্রাইকারের প্রশংসা করেছেন তিনি। কিয়েল্লিনির ঘাড়ে কামড়ের সেই ঘটনা মাঠে রেফারির চোখ এড়িয়ে যাওয়ায় তাৎক্ষণিক কোনো শাস্তি পাননি। পরে চার মাস ও ৯টি আন্তর্জাতিক ম্যাচে নিষিদ্ধ হন সুয়ারেস। ইউভেন্তুস অধিনায়ক কিয়েল্লিনির আত্মজীবনী 'লো জর্জো'তে উঠে এসেছে সেই ঘটনা।"আগ্রাসী মনোভাব ফুটবলের একটা অংশ, আমি এটাকে অনুচিত বলতে পারি না। প্রতিপক্ষের একজনকে টপকে যেতে আপনাকে স্মার্ট হতে হবে।""আমি তার চাতুরতার প্রশংসা করি। সে যদি এটা হারিয়ে ফেলে, তাহলে সে সাধারণ একজন ফরোয়ার্ডে পরিণত হবে।"উরুগুয়ের বিপক্ষে গ্রুপ পর্বের সেই ম্যাচে অদ্ভুত কিছু ঘটেনি বলে মনে করেন কিয়েল্লিনি।"আমি (এদিনসন) কাভানিকে ম্যাচের অধিকাংশ সময় নজরে রেখেছিলাম, আরেক জন ছিল, যাকে নজরে রাখা কঠিন।""হঠাৎ টের পেলাম, ঘাড়ে কামড় খেয়েছি। এটাই ঘটেছিল, তবে মুখোমুখি লড়াইয়ে এটা ছিল তার কৌশলসে আর আমি একই রকম। তার মতো আক্রমণাত্মক খেলোয়াড় আমি দলে নিতে চাইব।"

-ঃ সন্ধান চাই ঃ-

Ref:- GB TOP GDE No. 10 Dated:- 19/05/2020

পাশের ছবিটি শ্রী মিঠুন দাস (২৪), পিতা ঃ মৃত গোপাল দাস, সাং - চানমারি, রাবার বোর্ড, থানা ঃ- নিউ ক্যাপিটেল কমপ্লেক্স, আগরতলা, ত্রিপুরা। বিগত ১২/০৫/২০২০ ইংরেজী তারিখে নিজ বাসস্থান হইতে স্বেচ্ছায় বাহির হইয়া যায় এবং অনেক জায়গায় খোঁজাখুঁজির পরও তাহার কোন সন্ধান পাওয়া যায় নাই। বর্ণনা ঃ- বয়স - ২৪ বছর, উচ্চতা - চার ফুট, গায়ের রঙ - শ্যামলা, পরনে ঃ কাল পেন্ট এবং কমলা রঙের শার্ট।

উপরে উল্লেখিত নিখোঁজ হওয়া ব্যক্তির সম্বন্ধে কাহারো কোনো তথ্য জানা থাকিলে নিম্নলিখিত ঠিকানায় ও ফোন নম্বরে যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ করা হইল।

১) পুলিশ সুপার (পশ্চিম ত্রিপুরা) - ০৩৮১-২৩২-৩৫৮৬
২) সি. টি. কন্ট্রোল - ০৩৮১-২৩২-৫৭৮৪/১০০
৩) নিউ ক্যাপিটেল কমপ্লেক্স (এনসিসি)থানা ঃ ০৩৮১-২৩৫-০০৪৮
৪) জিবি টিওপি - ০৩৮১-২৩৫-৫০৯৫

পুলিশ সুপার
পশ্চিম ত্রিপুরা, আগরতলা

ICA/D/115/20

TENDER NOTICE
2nd Call

Sealed Quotation for 'Hiring of Vehicle **Maruti Omni (Petrol run)** for Kakraban Agri. Sub-Division, Udaipur, Gomati, Tripura, for a period of **1 (one) year (w.e.f July 2020 to June 2021),** which may be extended for 3 (three) months if required, will be received on **11-06-2020** in the chamber of Superintendent of Agriculture, Kakraban, Udaipur, Tripura, from 11 A.M to 3 P.M. Details information is available in the notice board of Superintendent of Agriculture, Kakraban. All willing tenderers are requested to contact with the office of the Supdt. of Agriculture, Kakraban on or before 11-06-2020 in the office hours or visit www.agri.tripura.gov.in & www.tripuratender.gov.in for details.

ICA-C/338/20

Superintendent of Agriculture
Kakraban Agri. Sub-Division
Udaipur, Gomati, Tripura

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO: 02/EE/MCD/PWD(R&B)/2020-21, Dated:-19-05-2020

On behalf of the 'Governor of Tripura' The **Executive Engineer, Medical College Division, PWD(R&B), Agartala, West Tripura** invites percentage rate e-tender from the eligible bidders up to 3.00 PM on 03-06-2020 for the works:-
1. DNIT NO:-01/EE/MCD/PWD(R&B)/2020-21.
2. DNIT NO:-02/EE/MCD/PWD(R&B)/2020-21.
3. DNIT NO:-03/EE/MCD/PWD(R&B)/2020-21.
4. DNIT NO:-04/EE/MCD/PWD(R&B)/2020-21.
5. DNIT NO:-05/EE/MCD/PWD(R&B)/2020-21.

For details visit website https://tripuratenders.gov.in and contact at 9436131244/9862781261. Any subsequent corrigendum will be available in the website only.

ICA-C/334/20

(Er. D. K. Roy)
Executive Engineer
Medical College Division, PWD(R&B)
Agartala, West Tripura

NOTICE INVITING SHORT TENDER

On behalf of the Hon'ble Governor of Tripura, the undersigned is hereby iited -sealed cover quotation from the bonafied suppliers/firms/agencies for supplying diet and other related items (total 25 items) for Police's Dog required by the Superintendent of Police, Unakoti District , Kailashahar for the year 2020-2021.

A copy of Tender Notice may be obtained from the office of the undersigned on any working day during office hrs up-to 1600 hrs. The closing time/date of the tender is at 1600 hrs on 05/06/2020 and the Tender/quotation may be opened on the same-day, if possible.

ICA-C/342/20

Superintendent of Police
Unakoti District,
Kailashahar, Tripura.

No.F. 4-22/Dev./MGNREGA/SDFO-KLS/Vol-IV/436-474.
Dated 18th May, 2020

SHORT QUOTATION NOTICE

Sealed cover quotation on plain paper is hereby invited by the undersigned from the intending bona fide Indian Citizen and resourceful supplier having authorize license for **supply of green Gandhaki Rhizome for raising Gandhaki plantations under Chandipur Range under MGNREGA during the year 2020-21.** Tender paper / quotation will be received in the o/o the SDFO, Kailashahar, Unakoti Tripura from 19m May, 2020 to Im June, 2020 in between 11.00 AM to 3.00 PM in all working days by post/courier/in person. EMD of Rs.15,000.00 (Rupees fifteen thousand) only to be deposited by demand draft/deposit at call from any nationalized bank in favour of SDFO, Kailashahar. The details of the Notice are available in the web portal of the Forest Department and also displayed in the noticeboard of the 0/0 the undersigned.

ICA-C/327/20

Sd/-
(Palla) Chakraborty, TFS) Sub-Divisional Forest Officer
Kailashahar Forest Sub-Division

বিজ্ঞপ্তি

সম্প্রতি রাজ্য সরকার খাদ্য, জনসংভরণ ও ক্রেতা স্বার্থ বিষয়ক দপ্তরের উদ্যোগে উদয়পুর, কাকড়াবন, সোনামুড়া,বিলোনীয়া, শান্তিরবাজার, মোহনপুর, খোয়াই, জিরানীয়া, বিশালগড়, তেলিয়ামুড়া, সাব্রুম, কমলপুর এবং পানিসাগর মহকুমা থেকে ন্যূনতম সহায়ক মূল্যে (১৮.১৫ টাকা প্রতি কুইন্টাল), ২৬শে মে, ২০২০ ইং থেকে ২২ জুলাই, ২০২০ ইং পর্যন্ত বোরো ধান কেনার উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন।

এই উপলক্ষ্যে, আগ্রহী কৃষকগণকে খাদ্য দপ্তরের প্রচারিত বিজ্ঞপ্তির নীতিমালা অনুযায়ী, নির্দিষ্ট গুণমান বজায় রেখে নিজস্ব জমির উৎপাদিত ধান বিক্রি করার জন্য সংশ্লিষ্ট এলাকার গ্রাম সেবকের মাধ্যমে কৃষি সেক্টর অফিসে নিম্নে উল্লেখিত নথিপত্রসহ "রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট" সংগ্রহ করতে অনুরোধ করা হচ্ছে।

প্রয়োজনীয় নথিপত্রের নকল	জমা দেওয়ার সময়
১. কৃষি জমি সংক্রান্ত বৈধ দলিল/ভাগ চাষ সংক্রান্ত কাগজ। ২. আধার কার্ড। ৩. ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট নম্বর ও আইএসএফসি কোড (**IFSC Code**) সহ ব্যাঙ্ক পাশবই এর সংশ্লিষ্ট পাতা। ৪. সম্প্রতি তোলা দুই কপি পাসপোর্ট সাইজ ফটো।	২৩শে মে থেকে ২১শে জুলাই, ২০২০ ইং অফিস চলাকালীন সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত।

" রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট" সংগ্রহ করার পর সংশ্লিষ্ট কৃষকভাইদের অনুরোধ করা হচ্ছে, পরবর্তী পদক্ষেপের জন্য খাদ্য, জনসংভরণ ও ক্রেতা স্বার্থ বিষয়ক দপ্তরের প্রচারিত বিজ্ঞপ্তির প্রতি নজর রাখার জন্য।

ICA/D/111/20

স্বাক্ষর (ডঃ ডি. পি. সরকার)
অধিকর্তা
কৃষি ও কৃষক কল্যাণ দপ্তর

জাগরণ 22 May, 2020, Friday আগরতলা ২৩ মে, ২০২০ ইং, ■ ৯ জৈষ্ঠ্য , ১৪২৭ বঙ্গাব্দ, শনিবার

■ Phone : 0381- 2384984, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2018- 2020

দশটি ট্রেড ইউনিয়নের ডাকে সর্বভারতীয় আন্দোলনের অঙ্গ হিসেবে রাজ্যে কর্মসূচী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ মে।। দশটি ট্রেড ইউনিয়নের কেন্দ্রীয় আন্দোলন কর্মসূচির অংশ হিসেবে অল ইন্ডিয়া ইউটিইউসি রাজ্যে আন্দোলনে সামিল হল । সংগঠনের পক্ষ থেকে আগরতলা সিটি সেন্টারের পার্শবর্তী স্থানে তারা আন্দোলন সংগঠিত করেন। সংগঠনের নেতা অরুণ ভৌমিক জানান, কোন কোন রাজ্য আশ্চর্যজনকভাবে শ্রম আইন বাতিল করে দিয়েছে, শ্রম অধিকার কেড়ে নেওয়া হচ্ছে। লকডাউন চলাকালে এই সুযোগ নেওয়া হচ্ছে। ৮ঘন্টার বদলে ১২ঘন্টা কাজ করতে শ্রমিকদের বাধ্য করা হচ্ছে। এ ধরনের সিদ্ধান্তের ফলে শ্রমিকদের বহু কাঙ্খিত শ্রম অধিকার আইন মারাত্মকভাবে লঙ্ঘিত হচ্ছে। দেশের দশটি ট্রেড ইউনিয়ন এবং কর্মচারী ফেডারেশন এসব শ্রমিক বিরোধী পদক্ষেপের বিরুদ্ধে আন্দোলনে শামিল হয়েছে। এরই অংশ হিসেবে ত্রিপুরাতে ইউ টি ইউ সি আন্দোলনে সামিল হয়েছে। শ্রম অধিকার হরণের প্রতিবাদে এবং শ্রম আইন পরিবর্তনের প্রতিবাদে বৃহত্তর আন্দোলনে সামিল হওয়ার জন্য সংগঠনের নেতা অরুণ ভৌমিক সকল অংশের মানুষের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। লকডাউন চলাকালে প্রত্যেক শ্রমিককে সাড়ে সাত হাজার টাকা করে প্রদান, বহিরাজ্যে যে সব শ্রমিক আটকে পড়েছে তাদের রাজ্যে ফিরিয়ে আনার ব্যবস্থা করা , রাজ্যে অবস্থানরত পরিযায়ী শ্রমিকদের তাদের নিজ রাজ্যে ফেরত পাঠানোর ব্যবস্থা করাসহ অন্যান্য দাবিতে সংগঠন আন্দোলনে শামিল হয়েছে। লকডাউন চলাকালে শ্রমিকদের অধিকার রক্ষার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার এবং রাজ্য সরকার গুলোকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য দাবি জানিয়েছে সংগঠন।

চাকরি ফিরিয়ে দেওয়ার দাবিতে সামাজিক দূরত্ব মেনে আগরতলায় অবস্থান ধর্না ১০৩২৩-এর। ছবি ঃ নিজস্ব

মাস্ক না পরা মানুষকে জরিমানা বিশালগড়ে

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ২২ মে।। শুক্রবার সকালে চড়িলাম বাজার এলাকায় বিশালগড় জাঙ্গালিয়ায় ছোট বড় সব ধরনের যানবাহনে থাকা যার যার মাস্ক নেই তাদের চিহ্নিত করে একশত টাকা করে জরিমানা করা হয়।এই অভিযানে উপস্থিত ছিলেন সীপাহিজলা জেলার কভিড-১৯ এর ওসি অভিরাম দেববর্মা, বিশালগড় এসডিএম জয়ন্ত ভট্টাচার্য, চড়িলাম আরডি বল্ক আধিকারিক জয়দ্বীপ চক্রবর্তী সহ মোটর ভেহিক্যালস এর আধিকারিকরা।শুক্রবার এই ধরনের অভিযানে অত্যন্ত খুশি এলাকাবাসী।

আইজিএম হাসপাতাল চত্বরের পুকুর সংস্কারের উদ্যোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ মে।। আইজিএম হাসপাতালের অভ্যন্তরে পুকুরটিকে স্বচ্ছ করে তোলার জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করা হচ্ছে। আইজিএম হাসপাতাল রোগী কল্যাণ সমিতির চেয়ারম্যান তথা বিধায়ক ডাক্তার দিলীপ দাস এর আহবানে সাড়া দিয়ে আগরতলা পৌর নিগমের মেয়র ডা প্রফুল্লজিত সিনহা এবং পুরো পরিষদ এর কমিশনার ডঃ শৈলেন যাদব শুক্রবার আইজিএম হাসপাতাল অভ্যন্তরে পুকুরটি পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনকালে আইজিএম হাসপাতাল রোগী কল্যাণ সমিতির চেয়ারম্যান বিধায়ক ডাক্তার দিলীপ দাস বলেন , আইজিএম হাসপাতাল অভ্যন্তরে এই পুকুর সংস্কার করা সম্ভব হলে এটি রোগী এবং তাদের পরিবারের লোকজনদের জন্য যথেষ্ট সহায়ক হবে। হাসপাতাল চত্বরের পরিবেশও সুন্দর হয়ে উঠবে। সে কথা মাথায় রেখেই তিনি পুরো নিগমের কর্মকর্তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। বিধায়কের আহবানে সাড়া দিয়ে পুরো মেয়রসহ কমিশনার এলাকাটি পরিদর্শন করার ঘটনাকে তিনি যথেষ্ট ইতিবাচক বলে আখ্যায়িত করেন। আইজিএম হাসপাতাল চত্বরে পুকুর এলাকা পরিদর্শনকালে পুরো নিগমের সি ই ও শৈলেশ যাদব বলেন, এলাকাটিকে একটি পর্যটন কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলা যেতে পারে। এখানে বসে রোগী ও তাদের পরিবারের লোকজনরা অবসর সময় বিনোদন করতে পারবেন। শীঘ্রই এ ব্যাপারে একটি প্রকল্প হাতে নেওয়া হবে বলে তিনি জানিয়েছেন।

রাজস্থানে করোনায় মৃত্যু ১৫২ জনের, সংক্রমিত ৬,২৮১

জয়পুর, ২২ মে (হি.স.): রাজস্থানে নতুন করে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন আরও ৫৪ জন এবং মৃত্যু হয়েছে ১ জনের। নতুন করে ৫৪ জন আক্রান্ত হওয়ার পর রাজস্থানে করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হল ৬,২৮১। শুক্রবার সকালে রাজস্থান স্বাস্থ্য দফতর জানিয়েছে, শুক্রবার রাজস্থানে নতুন করে ৫৪ জনের শরীরে করোনাভাইরাসের সন্ধান মিলেছে। আক্রান্ত ৫৪ জনের মধ্যে দুঙ্গারপুরে ১৪ জন আক্রান্ত, জয়পুরে ১৩, কোটায় ১৭ জন, ঝুনঝুনুতে ৬ জন, আজমের-এ দু''জন এবং বিকানের ও দৌসায় একজন করে সংক্রমিত হয়েছেন। সবমিলিয়ে রাজস্থানে করোনাভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা ৬,২৮১-এ পৌঁছেছে। রাজস্থানে নতুন করে মৃত্যু হয়েছে ১ জনের, পালিতে ১ জনের মৃত্যু হয়েছে। স্বস্তির বিষয় হল, মরুরাজ্যে ইতিমধ্যেই করোনা-মুক্ত হয়েছেন ৩,৫৪২ জন। সক্রিয় করোনা রোগী ২,৫৮৭ এবং মৃত্যু হয়েছে ১৫২ জনের।

চোপড়ায় করোনা আক্রান্ত ৫

শিলিগুড়ি, ২২ মে (হি.স.) : উত্তর দিনাজপুরের চোপড়ায় করোনা আক্রান্ত ৫ জন।বৃহস্পতিবার মধ্যরাতে ভিআরডিএল থেকে রিপোর্ট উত্তর দিনাজপুর জেলা প্রশাসনের কাছে পাঠানো হয়েছে।উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল সূত্রের খবর, এই পাঁচজনই কয়েকদিন আগে ভিন রাজ্য থেকে ফিরেছেন। দুদিন আগে তাঁদের লালার নমুনা পরীক্ষার জন্য উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজের ল্যাবরেটরিতে (ভিআরডিএল) পাঠানো হয়েছিল। বৃহস্পতিবার সেই নমুনা পরীক্ষাতে পাঁচজনের শরীরে করোনার সংক্রমণ পাওয়া গিয়েছে।

চড়িলামে ফুলের নার্সারি পরিদর্শন করলেন রাজ্যপাল ও উপমুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ২২ মে।। শুক্রবার দুপুর বারোটায় প্রথমে চাম্পামুড়া দেবনাথ নার্সারি পরিদর্শনে এলেন রাজ্যপাল রমেশ বৈশ। এদিন দুপুরে প্রথমে রাজ্যপাল রমেশ বৈশ চড়িলাম বিধানসভার দক্ষীন ব্রজপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের ঢাকারবাড়ি স্থিত মাধু লাল সিনহার এন্তুরিয়াম ফুলের নার্সারি পরিদর্শন করেন তিনি। তার সাথে ছিলেন চড়িলাম বিভানসভার বিধায়ক তথা রাজ্যের উপ মুখ্যমন্ত্রী যীষ্ণু দেব্বর্মা। সরকারী সহায়তায় গড়ে তোলা ঢাকারবাটির মাধু লাল সিনহার এন্তরিয়াম নামের একটি ফুলের নার্সারি চাষ করেন। এই নার্সারিটি তিনি পরিদর্শন করে চড়িলাম বিধানসভার দুটি ফুলের নার্সারি পরিদর্শনে এলেন রাজ্যপাল রমেশ বৈশ। এদিন দুপুরে প্রথমে রাজ্যপাল রমেশ বৈশ চড়িলাম বিধানসভার দক্ষীন ব্রজপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের ঢাকারবাড়ি স্থিত মাধু লাল সিনহার এন্তুরিয়াম ফুলের নার্সারি পরিদর্শন করেন তিনি। তার সাথে ছিলেন চড়িলাম বিভানসভার বিধায়ক তথা রাজ্যের উপ মুখ্যমন্ত্রী যীষ্ণু দেব্বর্মা। সরকারী সহায়তায় গড়ে তোলা ঢাকারবাটির মাধু লাল সিনহার এন্তরিয়াম নামের একটি ফুলের নার্সারি চাষ করেন। এই নার্সারিটি তিনি পরিদর্শন করে তিনি চলে জান ছেঁচড়িমাই এলাকার নারায়ন দেবনাথের ফুলের নার্সারিতে। সেখানেও সরকারী সহায়তায় অনেক অর্কিট ফুলের চাষ করেন ইন্দ্রজিৎ দেবনাথ। সেখানে আম্র পল্লি চাষও হচ্ছে সরকারী অনুদান ছাড়াই।পরিশেষে সীপাহিজলা রেষ্ট হাউজে দুপুরের আহার সেরে সন্ধ্যায় আগরতলা রওনা দেন।শুক্রবার রাজ্যপালের এই পরিদর্শনে কালে উপস্থিত ছিলেন সীপাহিজলার জেলার আধিকারিক সিকে জমাতিয়া, পুলিশ আধিকারিক কৃষ্ণেনন্দু চক্রবর্তী।

শিশুকে বালিশ চাপা দিয়ে খুনের অভিযোগ মায়ের বিরুদ্ধে

রায়গঞ্জ, ২২ মে (হি. স .) : উত্তর দিনাজপুরের রায়গঞ্জ থানার কর্ণজোড়া ফাঁড়ির কালিবাড়ি গ্রামে এক মাসের দুধের শিশুকে বালিশ চাপা দিয়ে খুনের অভিযোগ উঠল মায়ের বিরুদ্ধে। শুক্রবার সকালে মর্মান্তিক ঘটনাটি ঘটেছে ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় তীব্র উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়েছে। এদিন সকাল সাতটা নাগাদ সন্তানকে খুন করে পালিয়ে যাওয়ার সময় স্থানীয় বাসিন্দারা শিশুর মা'কে ধরে ফেলে। এরপর শুরু হয় বেধড়ক মার। ঘটনার খবর পেয়ে ছুটে যায় কর্ণজোড়া ফাঁড়ির পুলিশ। ধৃত মা সহ দুজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। পুলিশ সূত্রে খবর, মৃত ওই শিশুর নাম সোম বর্মন। বয়স এক মাস তিন দিন। মৃত শিশুর বাবা পেশায় গাড়ি চালক রতন বর্মন বলেন, দিন সাতেক আগে আমার স্ত্রী অশান্তি করে বাবার বাড়ি চলে যায়। তারপর হঠাৎ আজ সকালে আমার স্ত্রী ও তার দিদি বাড়িতে আসে। সেই সময় আমি স্থানীয় চায়ের দোকানে ছিলাম। বাড়িতে এসে দেখতে পাই এই অবস্থা। আমার বাচ্চাকে আমার স্ত্রী ও তার দিদি পরিকল্পনা করে খুন করেছে। রতন বর্মনের আরও অভিযোগ, তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে অন্য পুরুষের বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্ক আছে। সে কারণেই শিশুটিকে খুন বলে পুলিশের প্রাথমিক অনুমান। পুলিশ সুপার সুমিত কুমার বলেন, "একটি খুনের ঘটনা ঘটেছে।

ঈদ উপলক্ষে দুস্থ মুসলিম পরিবারের পাশে দাঁড়ালেন তৃণমূলের নেতা

নানুর , ২২ মে (হি. স.) : ঈদ উপলক্ষে দুস্থ মুসলিম পরিবারের পাশে দাঁড়ালেন তৃণমূলের নেতা। করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ ঠেকাতে দেশজুড়ে চলছে চতুর্থ দফার লকডাউন। বীরভূমের নানুর এর প্রত্যন্ত অঞ্চলের সংখ্যালঘু পরিবারের অবস্থা করুন। যাদের অনেকেই দিনমজুরি করে সংসার প্রতি পালন করেন। কিন্তু দীর্ঘ লকডাউন জেরে কাজ হারিয়ে নিরন্ন মানুষ গুলো আজ করুণ দশা।এদিকে এই লকডাউনের মাঝেই মুসলিম সমাজের বড় উৎসব ঈদ অথচ এই অবস্থায় কাজ নেই বহু মানুষের। ফলে হাতে টাকা পয়সাও নেই। এই পরিস্থিতির মধ্যেই নানুরের তৃণমূল নেতা কাজল শেখের উদ্যোগে নানুরের পাপড়ি গ্রামে মুসলিম পরিবারের হাতে খাদ্যসামগ্রী জামাকাপড় ও ৫০০ টাকা করে তুলে দিলেন তিনি। পাপুড়ি গ্রামের বাসিন্দা সাদাই শেখ বলেন, 'আমি দিনমজুরি করে খায় দীর্ঘ দু''মাস ধরে কাজ নেই। রেশনের চালে কোন রকমে পেট ভরছে। সামনে বড় উৎসব ঈদ। কিন্তু ছেলে মেয়েদের কাপড় জামা কিনে দিতে পারিনি। আগামী দিনে কি খাবো তারও কোন ভরসা নেই। এই অবস্থায় যে সাহায্য টুকু পেলাম সেটা অনেক।' তৃণমূল নেতা কাজল শেখ বলেন,' আমরা সকলের কাছ থেকেই খাদ্য সামগ্রী নতুন জামাকাপড় সংগ্রহ করেছি। তা গ্রামের গরীব দুঃস্থ মানুষদের কাছে পৌঁছে দেয়ার চেষ্টা করেছি মাত্র। এটা আমার একক প্রচেষ্টায় হয় নি।'

নানুর , ২২ মে (হি. স.) : ঈদ উপলক্ষে দুস্থ মুসলিম পরিবারের পাশে দাঁড়ালেন তৃণমূলের নেতা। করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ ঠেকাতে দেশজুড়ে চলছে চতুর্থ দফার লকডাউন। বীরভূমের নানুর এর প্রত্যন্ত অঞ্চলের সংখ্যালঘু পরিবারের অবস্থা করুন। যাদের অনেকেই দিনমজুরি করে সংসার প্রতি পালন করেন। কিন্তু দীর্ঘ লকডাউন জেরে কাজ হারিয়ে নিরন্ন মানুষ গুলো আজ করুণ দশা।এদিকে এই লকডাউনের মাঝেই মুসলিম সমাজের বড় উৎসব ঈদ অথচ এই অবস্থায় কাজ নেই বহু মানুষের। ফলে হাতে টাকা পয়সাও নেই। এই পরিস্থিতির মধ্যেই নানুরের তৃণমূল নেতা কাজল শেখের উদ্যোগে নানুরের পাপড়ি গ্রামে মুসলিম পরিবারের হাতে খাদ্যসামগ্রী জামাকাপড় ও ৫০০ টাকা করে তুলে দিলেন তিনি।

পাপুড়ি গ্রামের বাসিন্দা সাদাই শেখ বলেন, 'আমি দিনমজুরি করে খায় দীর্ঘ দু''মাস ধরে কাজ নেই।

ছয়ের পাতায় দেখুন

দিল্লি হাইকোর্ট এবং সমস্ত নিম্ন আদালতে ৩১ মে পর্যন্ত সাধারণ মামলার শুনানি স্থগিত

নয়াদিল্লি, ২২ মে (হি. স.) : দিল্লি হাইকোর্ট এবং সমস্ত নিম্ন আদালতে ৩১ মে পর্যন্ত সাধারণ মামলার শুনানি স্থগিত রাখা হয়েছে। দিল্লি হাইকোর্ট-র প্রশাসনিক ও সাধারণ তদারকি কমিটি এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

ইতিপূর্বে হাইকোর্টের প্রশাসনিক ও সাধারণ তদারকি কমিটি ১৬ মে থেকে ২৩ মে পর্যন্ত শুনানি স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। তবে, ২২ মে থেকে হাইকোর্ট-এ কেবলমাত্র জরুরি ভিত্তিক মামলায় প্রতিদিন শুনানি হবে। ২২ মে থেকে ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে ডিভিশন বেঞ্চ এবং সিঙ্গল বেঞ্চ-এ মামলার শুনানি হবে। এখন পর্যন্ত হাইকোর্ট-এ দুটি ডিভিশন বেঞ্চ এবং দশটি সিঙ্গল বেঞ্চ-এ শুনানি হয়েছে। তবে, ২২ মে থেকে ৭টি ডিভিশন বেঞ্চ এবং ১৯টি সিঙ্গল বেঞ্চ কেবল জরুরি মামলায় শুনানি হবে। উচ্চ আদালত এক আদেশে বলেছে, দিল্লি-র সমস্ত নিম্ন আদালত আগের দিক নির্দেশনা অনুযায়ী জামিন, স্থগিতাদেশ ইত্যাদির মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে শুনানি চালিয়ে যাবে। দিল্লী হাইকোর্টও ২ মে করোনার কারণে লকডাউন বাড়ানোর ঘোষণার পরে হাইকোর্ট এবং নিম্ন আদালতগুলিতে ১৭ মে পর্যন্ত কার্যক্রম স্থগিত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। ইতিপূর্বে ১৫ এপ্রিল হাইকোর্ট ৩ মে পর্যন্ত সমস্ত কাজকর্ম স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। নিম্ন আদালতের সকল জেলা ও দায়রা জজ-কে সিসকো ওয়েবেক্সের মাধ্যমে ভিডিও কনফারেন্সিং পরিচালনার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। হাইকোর্ট জেলা ও দায়রা জজদের গুরুত্বপূর্ণ মামলার শুনানির জন্য মোশনিং পদ্ধতিতে মামলা পরিচালনা সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নিতে বলেছিল।

প্রধানমন্ত্রীর সাথে দেখা করার পর মুখ্যমন্ত্রী মমতা বলেন, এমন ধ্বংসলীলা আগে দেখিনি

কলকাতা, ২২ মে (হি. স.) : ঘূর্ণিঝড় আমফান-র ধ্বংসলীলায় ক্ষয়ক্ষতি জাতীয় বিপর্যয়ের থেকেও মারাত্মক বলে বর্ণনা দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দোপাধ্যায়। আজ তিনি প্রধানমন্ত্রীর সাথে আকাশপথে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা পরিদর্শন করে বলেন, এমন বিপর্যয় আগে কখনো দেখিনি। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্যে ঘূর্ণিঝড়ে ৭৭ জন প্রাণ হারিয়েছেন। তাঁর মতে, এই পরিস্থিতি স্বাভাবিক হতে প্রচুর সময় লাগবে। কারণ, ঘূর্ণিঝড়ে পশ্চিমবঙ্গে প্রায় সাত থেকে আট জেলা বিপর্যস্ত হয়েছে। এদিন প্রধানমন্ত্রী মোদীকে স্বাগত জানাতে নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসু আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে পৌঁছে মমতা সাংবাদিকদের বলেন, এটি জাতীয় বিপর্যয়ের চেয়ে বেশি কিছু নয়। আমি আমার জীবনে এমন ধ্বংসলীলা আগে কখনও দেখিনি। তিনি বলেন, পরিস্থিতি স্বাভাবিক করার জন্য আমাদের সমস্ত কর্মকর্তা এবং মন্ত্রিরা চেষ্টা করছেন। পুলিশও নিরবচ্ছিন্নভাবে কাজ করছে। তিনি আক্ষেপ করে বলেন, আমরা লকডাউন, কোভিড -১৯ এবং এখন আমফান বিপর্যয়ের মতো তিনটি মারাত্মক চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয়েছি। গ্রামগুলি পুরোপুরি বিধ্বস্ত হয়ে গেছে।

আমফানের তাণ্ডবে ক্ষতিগ্রস্ত রাজ্যবাসী

কলকাতা, ২২ মে (হি. স.) : প্রবল শক্তি নিয়ে বুধবার বাংলার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে ঘূর্ণিঝড় আমফান।আমফানের তাণ্ডবে ক্ষতিগ্রস্ত কলকাতা থেকে বিভিন্ন জেলা। ঘূর্ণিঝড়ের তান্ডব থেমে যাওয়ার পরেও কাটেনি দুর্যোগ।আমফানের দাপটে কার্যত কপালে হাত পরেছে রাজ্যবাসীর। ঘূর্ণিঝড় আমফান লন্ডভন্ড করে দিয়েছে গোটা বাংলা। কোথাও উপরে পরেছে গাছ। আবার কোথাও বাতিস্তম্ভ।আবার কোথাও উড়ে গেছে বাড়ির ছাদ , টিনের চাল। মৃত্যু হয়েছে বহু মানুষের। আমফানের তান্ডব থেমে গেছে দুদিন হলেও ছন্দে ফেরেনি

ছয়ের পাতায় দেখুন

বরাক উপত্যকায় কোভিড-১৯ আক্রান্তের সংখ্যা ২৫

শিলচর (অসম), ২২ মে (হি.স.) : কোভিড-১৯ এর কবলে অসম। এ থেকে বিচ্ছিন্ন নয় বরাক উপত্যকা। এই উপত্যকার তিন জেলায় করোনা ভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা নেহাত কম নয়। প্রথমে দিল্লির মরকজ নিজামউদ্দিনে তবলিগ-ই জামাত এবং পরে আজমির শরিফ থেকে বাসে আগত যাত্রীদের মধ্যে দশ জনের শরীরে করোনা পজিটিভের তথ্য পাওয়া গিয়েছিল। এবার উত্তর-পূর্বাঞ্চলের বাইরের রাজ্য থেকে আগত লোকদের মাধ্যমে বরাক উপত্যকায় কোভিড-১৯ আক্রান্তের সংখ্যা গিয়ে দাঁড়িয়েছে ২৫। শুক্রবার শিলচরের কোয়রান্টাইন সেন্টারে অবস্থানরত দুজনের শরীরে করোনা সংক্রমণের তথ্য পাওয়া গেছে। তাঁদের একজন শিলচরেরই বাসিন্দা এবং অপরজন হাইলাকান্দি জেলার। রাজ্যের স্বাস্থ্যমন্ত্রী ড় হিমন্তবিশ্ব শর্মা আজ ৩টা ১০ মিনিটে টুইট করে জানিয়েছিলেন, এই দুজনকে নিয়ো রাজ্যে আক্রান্তের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ২১৬ (এর পর অবশ্য শোণিতপুরের নতুন আক্রান্তদের নিয়ে এই সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ২২২)।

এক সূত্রে জানা গেছে, আজকের দুই আক্রান্তের মধ্যে একজন হাইলাকান্দি জেলার কাটলিছড়ার ৬২ বছরের এবং অপরজন কাছাড় জেলার শুকতারা এলাকার ৭২ বছরের জনৈক প্রবীণ ব্যক্তি।

এদিকে, কাছাড় জেলার সর্বাধিক ১৬ জন কোভিড-১৯ এ আক্রান্ত হওয়ার বিপরীতে করিমগঞ্জ জেলার ৬ জন এবং হাইলাকান্দি জেলার ২ জন লোক আক্রান্ত হয়েছেন। অপরদিকে আজমির থেকে আগত শোণিতপুরের গাড়ি চোর ফরিদুল ইসলামের নাম কাছাড় জেলার আক্রান্তের তালিকায় যুক্ত করে বরাক উপত্যকার সংখ্যা গিয়ে দাঁড়িয়েছে ২৫-এ। শিলচর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের কোভিড সেলে ২৫ জন করোনা আক্রান্ত রোগীর মধ্যে একমাত্র মৃত্যু হয়েছে এক জনের, তিনি হাইলাকান্দি জেলার ফইজুল হক। কাছাড় জেলার আক্রান্ত ১৬ জনের মধ্যে ৯ জন ইতিমধ্যেই সুস্থ হয়ে ঘরে ফিরেছেন। বর্তমানে শিলচর মেডিক্যাল কলেজের কোভিড ওয়ার্ডে ১৩ জন চিকিৎসাধীন রয়েছেন। মেডিক্যাল কলেজের উপাধ্যক্ষ ডা. ভাস্কর গুপ্ত বৃহস্পতিবার জানিয়েছিলেন, দ্রুতগতিতে বরাক উপত্যকায় করোনা আক্রান্তের সংখ্যা বাড়ছে। বুধবার ২৪ ঘণ্টায় কাছাড় জেলায় ৫২৬ জনের সোয়াব সংগ্রহ করার বিপরীতে বৃহস্পতিবার ৩২৩ জন লোকের সোয়াব পরীক্ষা করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার পর্যন্ত শিলচর মেডিক্যাল কলেজ হাসাপাতালের কোভিড ল্যাবে মোট ৪,৫৪২ জনের সোয়াব সংগ্রহ করা হয়েছিল।

এদিকে, উত্তর-পূর্বাঞ্চলের বাইরের রাজ্য থেকে বাস এবং ট্রেনে প্রতিদিন ১২০ থেকে ১৩০ জন যাত্রী আসছেন। শহরের বিভিন্ন এলাকায় সরকারি কোয়ারেন্টাইন রয়েছে। তবে যে গতিতে বাইরের রাজ্য থেকে মানুষ আসছেন এতে আগামীতে এলাকাভিত্তিক কোয়ারেন্টাইন সেন্টার গড়ার পরিকল্পনা নেওয়া ছাড়া কোনও বিকল্প থাকবে সরকারের কাছে। এ নিয়ে ইতিমধ্যে কাছাড়ের সাতটি বিধানসভা এলাকায় আলাদা করে কমিটি গঠনও করা হয়েছে। জেলার কোথায় কোয়ারেন্টাইন গড়ে তোলা উচিত এ বিষয়ে কমিটি সিদ্ধান্ত নেবে। বরাক উপত্যকার তিন জেলায় বাইরের রাজ্য থেকে যারা আসছেন তাদের প্রত্যেকের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হচ্ছে। তাদেরকে সরকারি কোয়ারেন্টাইনে পাঠানোর দায়িত্বে রয়েছে কাছাড় জেলা প্রশাসন। বাইরে থেকে আসা যাত্রীদের জেলায় ঢোকার আগেই লালারস পরীক্ষা করার ব্যবস্থা করা হয়েছে। কাজের সুবিধার জন্য শিলচরের রামনগরে সোয়াব কালেকশন সেন্টার গঠন করা হয়েছে। কোনও যাত্রীর লালা পরীক্ষায় নেগেটিভ আসলেও তাঁকে মুক্তি দেওয়া হবে কিনা সে সিদ্ধান্ত নেবে শিলচরের বরিষ্ঠ ডাক্তার এবং উচ্চপদস্থ সরকারি আধিকারিকদের নিয়ে গঠিত কমিটি। রাজ্যের বাইরে থেকে আগতদের শরীর থেকে কোভিড-১৯ যাতে বরাক উপত্যকায় ছড়িয়ে না পড়ে এর জন্য আপ্রাণ প্রচেষ্টা চালানো হচ্ছে বলে জেলা প্রশাসনের তরফে দাবি করা হয়েছে। অসমে কোভিড-১৯ সংক্রমিতের সংখ্যা বেড়ে ২২২-এ গিয়ে পৌঁছেছে। কিছুক্ষণ আগে ৪.০০ টায় টুইট আপডেটে এই তথ্য দিয়েছেন রাজ্যের স্বাস্থ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা। এতে তিনি জানান, অসমে পুনরায় ছয় ব্যক্তির শরীরে কোভিড-১৯ ধরা পড়েছে। নতুন আক্রান্তদের সকলেই শোণিতপুর জেলার বাসিন্দা। তাঁরা তেজপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের কোয়ারেন্টাইন সেন্টারে রয়েছেন। এর আগে ৩.১০ মিনিটে টুইট আপডেটে শিলচরের কোয়ারেন্টাইন সেন্টারের দুজন আক্রান্ত বলে জানিয়েছিলেন তিনি। তাঁদের মধ্যে একজন কাছাড় এবং অন্যজন হাইলাকান্দি জেলার বাসিন্দা, টুইটার হ্যান্ডলে লিখেছিলেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী ড় শর্মা।

আখাওড়া সীমান্ত এলাকায় রাজনগরে কাঁটাতারের উপারে ভারতীয় ভূখণ্ডে বসবাসকারীদের কঠোর নজরদারিতে রেখে বিএসএফ যাতায়াতের ব্যবস্থা করেছে। ছবি ঃ নিজস্ব

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।